ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গিরিশ অধ্যাপক, 'দেশবন্ধু-স্মৃতি,'
'গিরিশপ্রতিভা', সাহিত্য-সম্রাট্ 'বঙ্কিমচন্দ্র', 'ইণ্ডিয়ান ষ্টেজ'
(পাঁচ খণ্ডে), 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ-
লেখক, গিরিশ-নাট্য-সংসদের ডিরেক্টার, বঙ্গভাষা
সংস্কৃতি সম্মেলনের মূল সভাপতি ও
'বঙ্গশ্রী' সম্পাদক—

ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

প্রণীত

বুক ষ্ট্যাণ্ড
কলিকাতা

উৎসর্গ-পত্র

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের

শ্রীচরণে—

যে মহাপুরুষের বিরাট ত্যাগের আদর্শে দেশমাতৃকার সেবাব্রতে ছুটিয়া আসিয়াছিলাম, যিনি কর্ম্মীগণকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করিতেন, স্বদেশের আপামর জনসাধারণের জন্য যিনি দিবারাত্রি অবিরাম পরিশ্রম করিতেন, দেশহিতকল্পে নির্ভীকভাবে কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিয়া দেশের জনমত যিনি স্ববশে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যাঁহার কর্ম্মপন্থাই আজও ভারতের মুক্তি কামনায় একমাত্র পন্থারূপে প্রতিপালিত হইতেছে, সেই বাঙ্গলার দধিচি, ভারতের নেপোলিয়ান, পরম ভাগবত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শ্রীচরণে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম খণ্ড ভক্তিভরে উৎসর্গ করিলাম।

দীন সেবক—

হেমেন্দ্রনাথ

নিবেদন

শ্রীভগবানের কৃপায় "ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস" প্রকাশিত হইল। কিন্তু যাঁহার ঐকান্তিক সহায়তায় গত পনের বৎসর যাবৎ আমার সাহিত্য-জীবন পুষ্ট হইয়াছে, আমার সেই পরমাত্মীয়, কর্ম্মবীর, মহাপ্রাণ ছাত্র শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর ইহজগতে নাই। আজ এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ভাবে তাঁহার আত্মার কল্যাণ-কামনা করিতেছি। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথও যে পিতার ন্যায় তুল্যরূপ সাহিত্যানুরাগী ও সহানুভূতিশীল, ইহা খুবই আনন্দ ও গৌরবের বিষয়।

এই কংগ্রেস-ইতিহাসের উদ্ভবের একটি বিশেষ কারণ আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম বিশিষ্ঠ সভ্য ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া ইংরাজী ভাষায় একখানি কংগ্রেসের ইতিহাস প্রণয়ণ করিয়াছেন। পুস্তকখানি পড়িয়াই বাঙ্গলার প্রতি গ্রন্থকারের ঔদাসীন্য দেখিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। মহামতি গোখেল যে বরাবর বলিতেন "আজ বাঙ্গলা যাহা ভাবিবে, আগামী কল্য সমগ্র ভারত তাহা করিবে",—একথার সত্যতা সম্বন্ধে কেহই সংশয় করিতে পারিবেন না। আর গোখেলের ন্যায় এতবড় প্রত্যক্ষদর্শী ও স্পষ্টবাদী দ্বিতীয় ব্যক্তি তৎকালে ভারতে ছিলেন কিনা আমি জ্ঞাত নহি। ইলবার্ট বিল আন্দোলনে বাঙ্গলার শক্তিতে প্রথমে কংগ্রেস অঙ্কুরিত হয়, পেনেল কর্জ্জনের কার্য্যে উহা সরসতা লাভ করে, আর বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনেই ভারতের কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান বেশ একটি জীবন্ত সতেজ মহীরুহে পরিণত হয়।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় তখন বাঙ্গলা এবং মহারাষ্ট্রের অবদানই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। পরে ১৯২০-খৃষ্টাব্দের মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত নবজাগরণের ইতিহাসের কথা সর্ব্ববাদিসম্মত হইলেও, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বিরাট ত্যাগেই অসহযোগের যে প্রকৃত প্রাণ-সঞ্চার হয়, আর কংগ্রেসও প্রকৃতভাবে বলশালী হইয়া উঠে, তাহা বিস্মৃত হইলে ইতিহাস কেবল অসম্পূর্ণ নয়, বিকৃত হইবে বলিয়াই মনে করি। পরবর্ত্তী বৎসরে (১৯২১খৃঃ) প্রথম আইন অমান্য আন্দোলনেও সমগ্র ভারতের বিশ হাজার রাজনৈতিক বন্দীর মধ্যে বাঙ্গলার অবদানই ছিল ষোল হাজার। বাঙ্গলার দেশবন্ধু-প্রদর্শিত নীতিই আজ ভারতের কংগ্রেসের প্রধান নীতি। এমতাবস্থায় বাঙ্গলা উপেক্ষিত হইলে প্রত্যেক জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীর প্রাণে যে আঘাত লাগিবে, তাহা স্বাভাবিক। তাই ডাক্তার সীতারামায়া রচিত ইতিহাসের সংশোধন হিসাবে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়া তখন উত্তর দিতে খুবই উদগ্রীব হইয়াছিলাম।

কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও নানা কার্য্যের বাহুল্যে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। একাজে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীমান অমূল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায। কংগ্রেসসেবী না হইলেও ইনি চিন্তাশীল, "বঙ্গশ্রী" মাসিক পত্রের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ। ইনিই আমাকে "বঙ্গশ্রীতে" গত ১৯৪০ খৃঃ হইতে মাসে মাসে কংগ্রেসের ইতিহাস লিখিতে উৎসাহিত করেন। সেই উৎসাহ ও ইম্পিরিযাল লাইব্রেরীতে আনুসঙ্গিক গবেষণাবই ঈশ্বরানুগ্রহে এই জাতীয ইতিবৃত্ত রচিত হইযাছে। আমি আমার সহকর্ম্মী শ্রীমান অমূল্য ও শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ সেনের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

এ পর্য্যন্ত যে কয়খানি কংগ্রেসের ইতিহাস রচিত হইয়াছে তন্মধ্যে ডাঃ আনি বেসান্ত ও স্বর্গীয অম্বিকা মজুমদার মহাশয়ের পুস্তকে কিছু কিছু বিবরণ আছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশযের ইতিহাসেও কিছু সংবাদ পাওয়া যায। শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্যও কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া একখানি পুস্তক বাহির করিযাছেন—অগ্রগামী বিধায তাঁহারা আমার ধন্যবাদার্হ। কিন্তু ভবিষ্যৎ কংগ্রেস-ইতিহাস শিবহীন যজ্ঞের নামান্তর না হয, (Hamlet without Hamlet's part acted) এই প্রযাসেই এই গভীর দায়িত্বপূর্ণ কাজে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছি। ফলাফল ভগবানের হাতে।

লিখিত কাগজপত্র বহুদিন ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। পরে আমার একান্ত স্নেহভাজন বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীমান সুধীরকুমার মিত্রের ঐকান্তিক আগ্রহে ইহার প্রকাশে অগ্রসর হই। সর্ব্বশেষে স্বীকার করিতেই হইবে যে বুকষ্ট্যাণ্ডের সত্বাধিকারী আমার অন্যতম স্নেহশীল শ্রীমান শৈলবিহারী ঘোষের একান্ত সহাযতা ভিন্ন এই পুস্তক সকলের নিকট উপস্থিত করিতে পারিতাম না। তাই ইহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

"বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই"—সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিযোগের সামান্য স্খালন হইলেও শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

১২৪।৫ বি, রসা রোড, কলিকাতা

চৈত্র, ১৩৫২

সূচীপত্র

বন্দে মাতরম্।

শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত। ৬৬ বৎসর বয়সে

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

প্রথম অধ্যায়

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসম্মেলন বা কংগ্রেসের জন্ম। প্রথমে ইহা ছিল বৎসরান্তের একটী মিলনসভা মাত্র। কিন্তু পরে ইহাই ক্রমে একটী মহামহীরুহে পরিণত হইয়াছে। জাতীয় মহাসমিতি আজ জাতীয় বিশাল শক্তিতে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার প্রভাব কাহাকে না নত করে? একদিন ইহার সুবিশাল শক্তিই ইহার সাধনা পূর্ণ করিবে।

কিন্তু ন্যূনাধিক এই সার্দ্ধ শতাব্দীতেই কি কংগ্রেস এত অমোঘ শক্তি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে? সে দিনই কি সবে ইহার জন্ম হইয়াছে? সত্যই কি এত অল্প দিন হইতে ইহাকে বাড়িতে দেখিয়াছি? ঠিক তা নয়। ফুল তো একদিনেই ফোটে না। কত যুগ-যুগান্তরের সাধনা যে ইহার পশ্চাতে নিহিত থাকে, কে তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করে? আমাদের জাতীয় ইতিহাসও সে দিন হইতেই আরম্ভ হয় নাই। বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতীয় আর্য্যগণ নিজ শৌর্য্য, স্বাধীন চিন্তা ও কৃষ্টির প্রভাবে হিন্দুস্থানকে যে পুণ্যভূমিতে পরিণত করিয়াছেন, সেই সাধনা সমভাবেই তাহার রক্তের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া কেবল নিজের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণকেই সঞ্জীবিত রাখিতে সমর্থ হয় নাই, পরন্তু ক্রমে নবাগত ভ্রাতৃবৃন্দের—শক, হুন, পাঠান, মোগল প্রভৃতি সকলকেই সমভাবে আপনার করিয়া লইয়াছে। এই যুগ-যুগান্তরের সাধনাই ভারতবর্ষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে দেয় নাই, এই সাধনাই ক্রমে ইহার প্রাধান্য বাড়াইয়াছে, আর এই সাধনাই কালে ইহার প্রভুত্ব বিস্তার করিবে।

বস্তুতঃ, কৃষ্টি ও জাতীয়তা ভারতবাসীর অস্থি-মজ্জাগত—মান তাহার রক্তে রক্তে—স্বাধীনভাব তাহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত। একবার এই জাতীয়তা-শক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' বাদসাহ আকবরের শাসনকালে। ভারতের যখন বড়ই দুঃসময়, সমগ্র ভারতের সম্রাট্‌রূপে তখন আকবর শাহের আবির্ভাব হইল, রাজপুত বীরগণ পদানত হইয়াও সন্তোষ-হৃদয়, বাদসাহের সদয় ব্যবহারে তাঁহারা বিমোহিত-চিত্ত। ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় দর্শন বিজ্ঞান, ভারতীয় মহাকাব্য, ভারতীয় জ্ঞানগরিমা আকবর শাহকে মুগ্ধ করিল, তিনি তাহাদের আভিজাত্যশক্তি বুঝিলেন এবং এই আভিজাত্যের তেজস্বিতা উপলব্ধি করিলেন। সম্রাট্‌ আকবর রাজপুত-গৌরবে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন, সে গৌরব চূর্ণ করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সকলে জালবদ্ধ হইল, হিন্দুর আত্মবিস্মৃতি আসিল, তুর্কীর হাতে কন্যা দান করিয়া মূর্খ হিন্দু প্রবল-প্রতাপ সম্রাটের পদপ্রান্তে সে আভিজাত্য-গৌরব জলাঞ্জলি দিল। সকলেই জাতীয়তা বিসর্জ্জন দিল বটে, কিন্তু একজন প্রাণ দিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু মান বিসর্জ্জন দিলেন না, বীরদর্পে আপনার প্রদীপ্ত তেজোগর্ব্ব রক্ষা করিলেন। বীরবর প্রতাপসিংহ বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে একা দাঁড়াইয়া জাতির গৌরব রক্ষা করিলেন—তিনি জগতের সমক্ষে প্রমাণ করিলেন—"স্বাধীনতার জন্য, মানের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জনই ভারতবাসীর কাম্য।" সকলে বিমুগ্ধ হইল, তুর্কী-পদানত জাতিবৃন্দও প্রশংসা করিতে লাগিল, সহোদর শক্ত শত্রুপক্ষ ত্যাগ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন, মোগল রাজকবি পৃথ্বীরাজও প্রতাপকে আপনার গর্ব্ব রক্ষায় উদ্দীপ্ত করিতে লাগিলেন। এই ভাবেই প্রতাপ আবার সম্মুখ সংগ্রামে অগ্রসর হইলেন, যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং তাহার সাধনা জয়যুক্ত হয়। তিনি ভারতীয় জাতীয়তা রক্ষা করেন। জাতিত্ববলে একাকী প্রতাপ ভারতের মান রক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রতাপের সমসাময়িক আর দুই জন বাঙ্গালী বীরও ঐ সময়ে

আপন আপন অঞ্চলে আভিজাত্যগর্ব্ব' জাতীয়তা-গৌরব ও মানরক্ষা করিতে পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। বাঙ্গালার (যশোরের) প্রতাপাদিত্য যুদ্ধ করিয়া মোগল-সেনাপতিকে সন্ত্রস্ত করিয়াছিলেন, আর বাঙ্গালার বিক্রমপুরের কেদার রায় আরাবালি পর্ব্বতরাজি সংরক্ষিত না হইয়াও নৌযুদ্ধে মানসিংহকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয়েন, আর কিছুদিন পরে আবার বাঙ্গালার সীতারামও ফৌজদারকে পরাভূত করিয়া আদর্শ রাজ্য গঠনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে আবার মিবারের রাণা রাজসিংহ ও মারহাট্টা-সূর্য্য শিবাজী দুই দিক্ হইতে এমন ভাবে মোগল সাম্রাজ্যের দৃঢ় ভিত্তি একেবারে শিথিল করিয়া দেন যে, কে বলিবে যে ভারতীয় বীর স্বজাতি রক্ষার জন্য, স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য, স্বদেশ উদ্ধারের জন্য কখনও কোন অবস্থায়ই পশ্চাদ্‌পদ হইয়াছেন? তাই বলিতেছিলাম, যত দুর্দ্দিনই আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করুক না কেন, ভারত বারংবার বিদেশীয় কর্ত্তৃক হয়তো বিজিত হইয়াছে কিন্তু ভারতবাসী কখনও আপনার মান, জাতিত্ব ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দেয় নাই, কখনও দিতে পারে না। জাতীয়তা বোধ ভারতবাসীর অস্থিমজ্জাগত।

সে দিনও দেখিয়াছি বাঙ্গলার ভেদবুদ্ধি, বিশ্বাসঘাতকতা, মহারাষ্ট্রে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, মহীশূরে কৃতঘ্নতা যখন ভারতীয় জাতীয় জীবন পঙ্কিল এবং অধস্তন স্তরে অবনমিত করিয়াছিল, সেই সময়েও বাঙ্গলার মোহনলাল, বীর মীরমদন, মহারাষ্ট্রের মলহর রাও, বাজীরাও, আর মুসলমান সিরাজদ্দৌলা ও হায়দরপুত্র টিপু স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন—মাতৃ-স্বরূপিণী ভবানী ও অহল্যাবাঈও স্বীয় নারীত্বের পূর্ণমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন।

অতঃপর ইংরাজ আসিয়া বাঙ্গলা দখল করিল। পলাশী-কলঙ্ক ললাটে বহন করিয়া মিরজাফর নবাবী গদিতে উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু অকর্ম্মণ্য নবাব কেবল গুলি খাইতেন, শাসন করিতেন না। এই সময়ে আবার ভাগ্যান্বেষী কাশিমালীর ভাগ্য ফিরিল—তিনি নবাব হইলেন।

কিন্তু অবস্থায় পড়িয়া জাতীয়হৃদয় মিরকাশিমের আত্মবোধ জাগিয়া উঠিল, কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের—শ্বেতাঙ্গ-বণিকগণের অসমদর্শিতা তাঁহার প্রাণে ব্যথা দিল। প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পাদির বিনাশ-সাধনে তাঁহার শোণিত উত্তপ্ত হইল, ইংরাজের সহিত তাঁহার বিরোধ অনিবার্য হইল। বাঙ্গলার মান রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়া নবাব মিরকাশিম স্বীয় সর্ব্বনাশ সাধনে অগ্রসর হইলেন।

ইহারই পাঁচ বৎসর পরে রামমোহন রায়ের জন্ম হয় হুগলীতে। আর এই সময় হইতেই ভারতের বর্ত্তমান জাতীয় ইতিহাসের আরম্ভ। রামমোহন যখন এই জাতীয়তার বীজ প্রথমে রোপণ করেন, তখন বাঙ্গলা সম্পূর্ণ ইংরেজ করতলগত—আর হেষ্টিংস, ওয়েলেস্‌লি, ময়রার শাসন-কালে সমগ্র ভারত তখন উহাতে আবদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তখন এক জন ন্যায়পরায়ণ ইংরাজ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ভারতের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি রামমোহনকে চিনিলেন, তাঁহাকে সাহায্য করিলেন, রামমোহন প্রোথিত জাতীয় বীজ তাঁহারই সাহায্যে অঙ্কুরে পরিণত হইল।

রামমোহন মনে করিলেন ইংরাজী না শিখিলে দেশবাসীর মধ্যে আত্মবোধ জাগিবে না, তাই তিনি ইংরাজীতে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতবাসী যেন চাকুরী লাভ করিতে পারে, বিলাতে আন্দোলন করিয়া তাহাও পাশ করাইলেন।* তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন স্বাধীনতার বিরোধী জাতি পরিণামে জয়লাভ করিতে পারে না। Enemies to liberty and friends of despotisms have never been and never will be ultimately successful—"তাই তিনি অষ্ট্রিয়ার প্রবল শক্তির নিকটে দুর্ব্বল নেপলসের হতোদ্যমে এতই ম্রিয়মাণ হন যে, বাক্‌ল্যাণ্ড নামক জনৈক ইংরাজের সহিত পূর্ব্বে সাক্ষাতের কথা স্থির হইলেও তিনি তাঁহার সঙ্গে দেখা করেন নাই। আবার Reform Bill পাশ হওয়ায় এতই

* Vide Indian Charter Act of 1833.

আনন্দিত হন যে, জনৈক বন্ধুকে লেখেন, "জাতির মুক্তি এবং সমগ্র জগতের মুক্তি দেখিতে আমি একান্ত উদ্‌গ্রীব। রিফর্ম্ম বিল পাশ না হইলে আমি ইংরাজ জাতির সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিতাম।" এই স্বাধীনতা-প্রিয় রামমোহনই ইংলণ্ডে স্বাধীনতার পতাকা-বহনকারী ফরাসী জাহাজ দেখিয়া উহা থামাইয়া তাহাতে উঠেন এবং Glory, Glory, Glory to France বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।†

রামমোহন বিলাতে গিয়াও তাঁহার জাতীয় পোষাক পরিত্যাগ করেন নাই। ব্রাহ্মণ পাচক ও ভৃত্য হরিদাসকে সঙ্গে লইয়াছিলেন এবং ফরাসী সম্রাট্ লুই ফিলিপের নিমন্ত্রণে ভোজন-মজলিসেও জাতীয় ভাব বিসর্জ্জন দেন নাই।

বর্ত্তমানের 'স্বাধীন ভারত' রামমোহনেরই প্রথম কল্পনা। এই স্বাধীন ভারতকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন তিনি ইংরাজের বন্ধুরূপে এবং এসিয়ার পথ-প্রদর্শক রূপে। "An Independent India, Friend of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and Enlightener of Asia."

রামমোহন পরলোকপ্রাপ্ত হন ১৮৩৪ সালে; গুপ্ত কবি তখন ২৩ বৎসরের যুবক, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন চতুর্দ্দশ বৎসরের বালক —মধূসূধন দত্ত, হরিশ মুখোপাধ্যায়; ভূদেব মুখোপাধ্যায় রাজনারায়ণ বসু তখন দশ বৎসরের কিশোর। দীনবন্ধু পাঁচ বৎসরের শিশু। আর মহামানব রামকৃষ্ণ পরমহংস ইহারই দুই বৎসর পরে ভূমিষ্ঠ হন। বঙ্কিম, কেশব, হেমচন্দ্রও চারি বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁরা সকলেই সমধিক পরিমাণে জাতি-গঠনে সহায়তা করিয়াছেন।

রামমোহনের মৃত্যুর পনের বৎসর মধ্যেই একটি ভয়ানক আন্দোলনে জনশক্তি প্রবল হইয়া উঠিল। বাঙ্গলার জিলায় জিলায়, পল্লীতে

† ইতিপূর্ব্বে উত্তমাশা অন্তরীপে উঠিবার সময় সিঁড়িতে পিছলাইয়া রাজা পায়ে গুরুতর আঘাত পান।

পল্লীতে, প্রজাগণের দুর্দ্দশা তখন চরমে উঠিয়াছিল। ১৭৮৪ সালের পিটের ইণ্ডিয়া য়্যাক্ট অনুযায়ী কলিকাতায় একটি সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়। ক্রমে জিলায় জিলায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হয়। মফঃস্বলের ফৌজদারী আদালতে কিন্তু ইংরাজগণের বিচার হইত না—তাঁহাদের বিরুদ্ধে নালিসের বিচার হইত সুপ্রীম কোর্টে। ফলে অভিযোগের কারণ থাকিলেও, কলিকাতা আসিয়া মফঃস্বলের লোক অভিযোগ করিতে সাহস পাইত না। অর্থেও কুলাইয়া উঠিতে পারিত না। এ সময়ে আবার নীলকর কুঠীয়াল সাহেবেরা এক এক জন দুর্দ্ধর্ষ জমিদার হইয়া উঠিলেন। প্রজার প্রতি অত্যাচার অসহ্য হইল, ক্রমে উহা চরমে উঠিল। উদার-হৃদয় বীটন সাহেব তখন এই সকল অত্যাচারের মূল বিনাশে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন। তিনি ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে চারিখানি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন।* বীটন সাহেব দেখিলেন যে, কেবল কৃষকবর্গ ও প্রজাবর্গের প্রতি অত্যাচারের প্রতীকারই যথেষ্ট নয়, কোম্পানির দেওয়ানী বিচারকগণের রক্ষার বিধান করাও আবশ্যক। কিন্তু তিনি চেষ্টা করিলেন বটে, সফলকাম হইলেন না। ইংরাজগণের মধ্যে তখন অসাধারণ সংহতি; তাঁহারা এই বিলকে 'কালা আইন' Black Act বলিয়া আখ্যা দিলেন। বীটন সাহেবকে উপহাস, বিদ্রূপ ও অপমান করিলেন; আর এ দেশে ও বিলাতে আন্দোলন চালাইবার জন্য ৩৬ হাজার টাকা চাঁদা করিয়া সংগ্রহ করিলেন। এই আন্দোলনে দেশ কাঁপিয়া উঠিল। একা রামগোপাল ঘোষের বজ্রনির্ঘোষ-ধ্বনি শ্রুত হইল, কিন্তু প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্রমে উহা স্তব্ধ হইয়া গেল।

---

*1 Draft of an Act abolishing exemption from the jurisdiction of the East India Company's Criminal Courts.

2 Draft of an Act declaring the privileges of Her Majesty's European subjects.

3 Draft of an Act for the protection of judicial officers.

4 Draft of an Act for trial by jury in Company's Courts

দেশীয়গণ হারিলেন বটে, কিন্তু এ অপমান তাঁহাদের হৃদয় বিদ্ধ করিল। তাঁহারা ইংরাজের সংহতির ফল দেখিলেন এবং অতঃপর আপনাদের সমবেত শক্তি বৃদ্ধি করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সংহতির ফলই British Indian Association। ১৮৫১ সালের ৩১শে অক্টোবর ইহার প্রতিষ্ঠা। রাজা রাধাকান্ত দেব ইহার প্রথম সভাপতি এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক।

ইহার পরের ঘটনাই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সিপাহি বিদ্রোহ। অসন্তোষেই ইহার সৃষ্টি কিন্তু জাতীয়তাবোধে ইহার বৃদ্ধি। তাই বুঝি বিদ্রোহীগণ পলাশীযুদ্ধের তারিখটিকেই প্রথম আক্রমণের দিনরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। পঞ্চনদের খালসার মনে তখন ঘোর অসন্তোষ, নানাসাহেবের পেন্‌শন তখন বন্ধ, ঝাঁসীর রাণীর † তেজোদ্দীপ্ত বাণী 'মেরী ঝাঁসী নেহি দেঙ্গি' তাঁতিয়া টোপি, কুমার সিংহের বীরত্ব—সেই অনলে বিরাট ইন্ধন জোগাইয়াছিল। সেই মহাবিপ্লবে হিন্দুমুসলমান একতাবদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সব ব্যর্থ হইল। বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইয়াছিল—দয়ালু, ন্যায়পরায়ণ ও স্থির-মস্তিষ্ক ভারত শাসনকর্ত্তা ক্যানিংএর তৎপরতায়। তিনি ভারত ও ইংলণ্ডের বন্ধন দৃঢ়ীভূত করিয়া অপূর্ব্ব ধীশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বিতার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেলেন।

১৮৫৭ এর সিপাহী বিদ্রোহ এবং ১৮৫১-এর বাঙ্গলার জাগরণ এতদুভয়ের নীতি এবং আদর্শে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ১৮৫৭ সালের সেই বিদ্রোহে বারাকপুর, বহরমপুর ও রাণীগঞ্জে প্রাথমিক চাঞ্চল্য দৃষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু বাঙ্গালী তাহাতে যোগ দেয় নাই। —দেয় নাই—অনেকটা ধর্ম্মাদর্শে একটা স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ চরিত্র-বলে। যে বাঙ্গালী এক দিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে বিরাট কার্য্যকুশলতায়, অবিশ্রান্ত সংগ্রামে, আত্মবোধের প্রেরণায় সমগ্র জগতে

† সমসাময়িক অনেক ইংরাজ বলেন,—Rani Lakshmi Bai is the only man amongst the Indian people.

প্রমাণ করিয়াছিল "হিংসার দ্যোতনা কেবল শক্তি, সময় এবং সংহতির অপব্যয় মাত্র"—আরও প্রমাণ করিয়াছিলেন "অহিংসনীতিতে স্বাধীনতা অর্জ্জন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু হিংসায় কখনও আমরা প্রকৃত অধিকার পাইতে পারিব না—"সেই বাঙ্গালী সেই বিদ্রোহে কিছুমাত্র সহানুভূতি না দেখাইয়া বড়ই বুদ্ধিমত্তা ও বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিল।

পর বৎসরেই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর শাসন বিলুপ্ত হয় এবং স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে প্রজাশাসন গ্রহণ করেন। লর্ড ক্যানিং ভারতের প্রথম প্রতিনিধি (viceroy)।

মহারাণীর ঘোষণা-পত্রে (Queen' Proclamation) ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্য সম্বন্ধে অনেক আশার বাণী পাওয়া গিয়াছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কাউন্সিল য়্যাক্ট পাশ হয় এবং পর বৎসরেই কলিকাতায় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু অতঃপরও রাজ্যের বিশৃঙ্খলা বিদূরিত হয় নাই। যদিও মহারাণী স্বহস্ত-স্বাক্ষরিত বাণীতে প্রদেশে প্রদেশে, জিলায় জিলায়, মহকুমায় মহকুমায় ঘোষণা করেন যে তাঁহার অধিকৃত যাবতীয় প্রজার জাতি, বর্ণ ও দেশনির্ব্বিশেষে সুশাসনে সকলের সমানাধিকার বিদ্যমান রহিয়াছে, তথাপি ইংরাজ-ব্যবসায়ীগণ কর্ত্তৃক দেশীয় প্রজার প্রতি স্থানবিশেষে এরূপ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতে থাকে যে, দেশবাসী মনে করেন—

"রাজ্ঞী ইউরোপীয়দিগকে দুর্দ্দম দারুণ ব্যাঘ্রের ন্যায় ছাড়িয়া দিয়া এ দেশীয়দিগকে উৎসন্ন করিবার নিমিত্ত কি ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন? জগদীশ্বর এই নিমিত্ত কি ইংরাজ জাতিকে দুস্তর সাগর পার করিয়া এ দেশে আনিয়াছেন? ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি এই তাদের কর্ত্তব্য? মুসলমান অধিকারেও এইরূপ ঘটনা বিরল ছিল।"*

---

*সোমপ্রকাশ ২১শে মাঘ, ১২৬৯।

† ফষ্টর চরিত্র কাল্পনিক নয়। খুলনায় বঙ্কিমের সহিত এরূপ চরিত্রের বুঝাপড়া হইয়াছিল।

এই অত্যাচারের সামান্য পরিচয় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র 'চন্দ্রশেখরে' ফষ্টর প্রভৃতি চরিত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ বঙ্গদেশই নানারূপ অত্যাচারের লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিল। তখন নীলকর সাহেবদের ভয়ানক অত্যাচার। কুঠিয়াল সাহেবেরা চাষীকে দিয়া জোর করিয়া নীল চাষ করাইত। অর্থকষ্টে, ঋণের দায়ে, খাজনার তাগাদায় চাষা দাদন লইত। কিন্তু নীল আদায়ের জন্য সাহেবদের অত্যাচারের অবধি থাকিত না। প্রজার সঙ্গে চুক্তিপত্র সাধারণতঃ এক বৎসরের জন্য হইত। ক্বচিৎ দুই বা তিন বৎসরের জন্য হইত। হিসাবনিকাশের সময়ে খরচের ঘরে আসিত—(১) রায়তের নামে দাদনের টাকা, (২) চুক্তিপত্রের ষ্ট্যাম্পের দাম, (৩) বীজের মূল্য। আর জমার ঘরে আসিত রায়তগণ-প্রদত্ত কয় গাড়ী নীলের চারা। সাধারণতঃ রায়তের ভাগ্যে আর পাওনা হইত না। নীলকরের পাওনাই আবার পর বৎসরের হিসাবে সর্ব্বাগ্রে উঠান হইত। এইরূপে রায়তের ভাগ্যে পাওনাতো কিছু হইতই না, বরং বকেয়া বাকী ফি বৎসরে ক্রমেই বাড়িয়া যাইত। এই অবস্থাই দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণে" আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—

"নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা,
একবার লাগলে আর উঠে না।"

কেবল দীনবন্ধু নয়, ১৮৬০ হইতে ১৮৮৪ সালই বাঙ্গালা দেশে সাহিত্যিকের যুগ বলিয়া পরিগণিত। রাজনীতি ও জাতীয়তার উদ্যোগ-পর্ব্বে যে তিনজন গ্রন্থকারের অবদানে বাঙ্গালা-দেশের জনশক্তি গড়িয়া উঠে, তন্মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামই সমধিক উল্লেখযোগ্য। মধুসূদন, রঙ্গলাল ও নবীনচন্দ্রও গৌণভাবে তাঁহাদের সমকক্ষতা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রভাকর ও ভাস্কর, হিন্দু পেট্রিয়ট ও সোমপ্রকাশ, বঙ্গদর্শন ও আর্য্য-দর্শন, বান্ধব ও ভারতী প্রভৃতি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রও বিশিষ্টভাবে সহায়তা করিয়াছে। ঐ যুগে সাহিত্য যদি জনমত গঠনে সহায়তা না

করিত, তবে পরবর্ত্তী কালে রাজনৈতিক আন্দোলন এত অধিক শক্তি ধারণ করিতে সমর্থ হইত না। বস্তুতঃ এই সমস্ত গ্রন্থকার এবং পত্রিকা সম্পাদকগণ যেভাবে জনশক্তি গঠন করিয়াছেন, সুবপন সহযোগে তাহাই রাজনৈতিক আন্দোলনে মহীরুহ ধারণ করিয়াছে। তাই বলিতেছি জাতীয় মহাসমিতি গঠনে বাঙ্গালার রাজনীতি-বিশারদগণ অপেক্ষা বাঙ্গালার সাহিত্যরথিগণের নিকটে আমরা কম ঋণী নই। আর সেই ঋণদান সর্ব্বপ্রথমে করেন দীনবন্ধু মিত্র।

রঙ্গলাল, বঙ্কিম ও মনোমোহন সকলেই কবি ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের শিষ্য। ইহারা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে গুপ্ত কবির নিকটেই জাতীয়তা শিক্ষা করেন। স্পষ্টবাদিতা, স্বাদেশিকতা ও জাতীয়ভাব ঈশ্বর গুপ্তের প্রধান সম্পদ ছিল। তিনি যখনই লেখেন—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥"

অমনি শিষ্যগণের মধ্যেও জাতীয়তা প্রবাহিত হইয়া যায়। অল্পদিন মধ্যেই (১৮৫৯ সালে) কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় "পদ্মিনী" কাব্যে ভীমসিংহের মুখে নিম্নলিখিত বাণী আরোপিত করিয়া দেশবাসীকে উদ্দীপিত করিলেন—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে, কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়রে, কে পরিবে পায়?
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে, নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ তায় হে, স্বর্গ-সুখ তায়॥
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে, বাহুবল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে, দেশের উদ্ধার
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নেই হে, তুল্য তার নাই॥"

ইতিপূর্ব্বে আমরা যে-নীলদর্পণের কথা বলিতেছিলাম সেই অমূল্য গ্রন্থেরও গ্রন্থকার ঈশ্বর গুপ্তেরই অন্যতম প্রধান শিষ্য দীনবন্ধু মিত্র।

আর এই গ্রন্থই সেই সময়কার একটা ঘোরতর অত্যাচার নিবারণে প্রধান সহায় হইয়াছিল। এই নীলকর অত্যাচার বা প্রজাবিদ্রোহ সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ আবশ্যক।

বাঙ্গালার প্রথম ছোট লাট ফ্রেডারিক হ্যালিডে সাহেব (Sir Frederick Halliday) সাধারণতঃ নীলকরগণের পক্ষবর্ত্তী ছিলেন। তিনি মনে করিতেন নীল রপ্তানীর জন্য তাহাদের চেষ্টা প্রশংসার্হ। তাঁহার শাসনকালে অনেক নীলকর সাহেব কালেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের সহিত মিশিতেন, ক্লাবে যাইতেন এবং তাঁহাদের সহিত খানাপিনায় যোগ দিতেন। তাই প্রজাগণের বিশ্বাস ছিল যে, গভর্ণমেণ্টও নীলের অংশীদার। এই ধারণা ভ্রান্ত—সন্দেহ নাই, কিন্তু বদ্ধমূল হয় নীলকরগণের প্রতি ফ্রেডারিক সাহেবের সদয় ব্যবহারে। বস্তুতঃ নীলকরগণের বিরুদ্ধে কেহ অভিযোগ আনিতে সাহস করিত না, আনিলেও কোন ফল হইত না। নীলকরের অত্যাচারে দেশ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। *

* Extracts from the Records of the Bengal Govt. No. 141.

Page 782.—"The Police Darogahs" they say,—"had instructions from the higher authorities and that unless the petitioners submitted to the planters, they will be turned out from their habitations."

Page. 792—"The Hakeems surrounded by the planters sit along with them while deciding cases, and the Court is crowded with Amlahs and the Muktears of the planters."

"These oppressions are practised in the mofussil and the country is about to be ruined owing to the injustice done by the police Amlahs and the Magistrates.''

Page 805—"It is an established custom in the mofussil to allow a European a sit on the Bench, when he appears as plaintiff, beside the judge."

Page 813—"Sir, even the Darogahs and Deputy Magistrates are in favour of the Indian planters."

অত্যাচারের মাত্রা ক্রমে এতই বাড়িয়া উঠিল যে, গত্যন্তর খুঁজিয়া না পাইয়া প্রজাগণ বুঝিলেন আত্মশক্তিতে নির্ভর ভিন্ন কোন উপায় নাই। আর এই শক্তি তাঁহাদের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল—সম্পূর্ণ সংহত ও অহিংস ভাবে। স্থানে স্থানে অত্যাচার অসহ্য হওয়ায় হাঙ্গামা হইয়াছিল বটে, কোন কোন স্থানে কুঠিও ভস্মীভূত হয় সত্য, কিন্তু এরূপ ঘটনা বিরল, আর যেখানেই হইত অল্পসময়ের মধ্যেই সাহেবরা প্রজার সংহতি নষ্ট করিয়া ফেলিত। কিন্তু যশোহর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে কৃষককুলের সংহত, নিরুপদ্রপ ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে গভর্ণমেণ্ট স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রজার দুর্দ্দশায় বড়লাট ক্যানিংও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ অপেক্ষাও প্রজাগণের সঙ্ঘবদ্ধতায় তিনি অধিকতর শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি লেখেন যে, কোন বুদ্ধিহীন নীলকর ক্রোধে বা ভয়ে যদি একটী গুলী নিক্ষেপ করিয়া ফেলে, তবে বোধ হয় বাঙ্গলার প্রত্যেক কুঠিতেই আগুন ধরিয়া যাইবে।

"I assure you that for about a week it caused me more anxiety than I have had since the days of Delhi, and from that day I felt that a shot fired in anger or fear by one foolish planter might put every factory in Lower Bengal in flames."

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে পিটার সাহেব (Sir John Peter Grant) লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর হইয়া আসিলেন। ১৮৬০ সালের বর্ষাগমে তিনি ভাগীরথী, যমুনা প্রভৃতি নদী ভ্রমণকালে প্রজাগণের দুর্দ্দশা দূরীকরণে বদ্ধপরিকর হন। ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ১৮৬০ সালে লিখিত তাঁহার মন্তব্য হইতেই এই আন্দোলনের গভীরতা উপলব্ধি করা যাইবে—

I have myself just returned from an excursion to Serajganj on the Jamuna river where I went by water for objects connected with the line of the Dacca Railway and wholly unconnected with the indigo matter. I had intended to go up the Matha bhanga and down the Ganges, but finding on arriving at the

Kumar and Kaliganga which rivers run in Nadia and Jessore and through that part of the Pabna District which lies south of the Ganges,······numerous crowds of Rayats at various places whose whole prayer was for an order of Government that they should not cultivate indigo. On my return a few days afterwards, along the same two rivers, from dawn to dusk as I steamed along these two rivers for some 60 or 70 miles, both banks were literally lined with crowds of villagers claiming justice in this matter. Even the women of the villages on the banks were collected in groups by themselves; the males who stood at and between riverside villages in little crowds must have collected from all the villages at a great distance from either side. I do not know that it ever fell to the lot of any Indian Officer to steam for 14 hours through a continued double street of suppliants of justice. All were most respectful and orderly but all were plainly in earnestness. It would be folly to suppose that such a display on the part of tens of thousands of people—men, women and children has no deep meaning. The organisation and capacity for combined simultaneous action is the cause which the remarkable demonstration over so large an extent of country proved, are subjects worthy of much consideration.

কৃষককুলের সঙ্ঘবদ্ধতায়, সমবায় শক্তি ও বিনম্র এবং শান্ত ব্যবহারে স্তম্ভিত হইয়া ছোটলাট গ্রাণ্ট সাহেব আর কালবিলম্ব করিলেন না। ইতিপূর্ব্বেই তিনি বিচক্ষণ সিভিলিয়ান সিটনকারকে সভাপতি করিয়া একটি কমিশন বসাইয়াছিলেন। ইহাই 'ইণ্ডিগো কমিশন' নামে খ্যাত। কমিশনে প্রজাগণ সন্তুষ্ট হন, কিন্তু নীলকরেরা হাড়ে হাড়ে চটিয়া যান। তাই সার জন বাধ্য হইয়া তাহাদের সন্তোষার্থ একটী নিষ্ঠুর আইনের প্রবর্ত্তনাও করেন। ইহাই ১৮৬০ সালের ১১ আইন নামে অভিহিত। ইহাতে ম্যাজিষ্ট্রেগণকে অসম্ভব ক্ষমতা প্রদান করা হয়। যদি কেহ নীলচাষে প্রজাকে বাধা দিত, তবে এই আইনে তাহার দণ্ড হইত, আর তাহাতে আপিল চলিত না।

যাহা হউক উপরোক্ত কমিশনে সম্ভ্রান্ত ইংরাজ সিভিলিয়ান, সদাশয় পাদরীমহোদয়গণ, নীলকর, দেওয়ান, জমিদার, রায়ত, নিরপেক্ষ ভদ্রলোক ও সাংবাদিকগণ সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং সিটনকার প্রমুখ কমিশনের সমগ্র সভ্যবৃন্দ একমত হইয়া স্বীকার করেন যে, নীলচাষে রায়তের লাভ হইত না। ঐ কমিশনে যে-সমস্ত অত্যাচার কাহিনী বিবৃত হয়, তাহাই অবলম্বনে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তাহা সজীব করিয়া দীনবন্ধু 'নীলদর্পণ' নাটক রচনা করেন। ঢাকা হইতে ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উহা প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধু তখন ঢাকায় সরকারী কার্য্যোপলক্ষে নিযুক্ত ছিলেন। ঢাকার একাধিক স্থানে নাটকখানির অভিনয়ও হয়।

নীলদর্পণ নাটকে উড্, রোগ, গোলক বসু, নবীনমাধবী, রেবতী, পদী ময়রাণী, সৈরিন্ধ্রি প্রভৃতি প্রধান চরিত্র। উপরোক্ত "নিষ্ঠুর আইনে" গোলক বসুর জেল হয় এবং রেবতী বলিতেছিল, 'শুনছি না কি এ ম্যাদের পিল হয় না'। উড্ সাহেব ইহাকে 'শ্যামচাঁদের দাদা' বলিয়া উল্লেখ করেন।

রায়তগণের সঙ্ঘবদ্ধতারও ইহাতে উল্লেখ আছে। একজন রায়ত নবীনমাধবকে বলিতেছে—

"বড়বাবু, মোর ছেলে দুটোরে দেখো, তাদের খাওয়াবার আর কেউ নেই। গেল সন আট গাড়ী নীল দেলাম, তার একটা পয়সা দেল না, আবার বকেয়া বাকী ব'লে হাতে দড়ী দিয়েছে, আবার আন্দা-রাবাদ নিয়ে যাবে—"

তাইদ—"তুই বেটা চল্, দেওয়ানজীর কাছ দিয়ে হোয়ে যেতি হবে। তোর বড়বাবুরও এমনি হবে!"

রাইয়ত—"চল যাব, ভয় করিনে, জেলে পচে মরবো, তবু গোড়ার নীল কর্‌বো না!"

এই ভাবেই তখন সকল প্রজার মধ্যে সঙ্কল্প দৃঢ় হইয়াছিল।

সিটনকারের ন্যায় আরও কয়েকজন ইংরাজ তখন নীলকরদিগের

চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন। নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট হার্সেল তাঁহাদের অন্যতম। ইনি বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিশারদ উইলিয়াম হার্সেলের পৌত্র। ইনিই নবীনমাধবের "অমর নগরের নিরপেক্ষ মাজিষ্ট্রেট, বড় মানুষের ছাওয়াল, আর মফঃস্বলে বাহির হইলে 'নীলমামদোর বাড়ি খাতি' যাইতেন না।"

ছোটলাট গ্রাণ্ট সাহেব সম্বন্ধেও উল্লেখ আছে—তোরাব বলিতেছে—

"হালের গারনেল সাহেবডারে খোদা বেঁচিয়ে রাকে মোরা প্যাটের ভাত করি খাতি পারবো, আর সুমন্দির নীল মামদো ঘাড়ে চাপতি পারবে না।"

এই নীলদর্পণের প্রভাবেই নীলকরগণের অত্যাচার সম্বন্ধে দেশবাসী সচেতন হইয়া উঠে, আর উহার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন সমুত্থিত হয়। এই সম্বন্ধে স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রীর স্মৃতিকথাই তাৎকালীন অবস্থার একটি উজ্জ্বল চিত্র। তিনি লিখিয়াছেন,—

"যখন মানুষের মন এইরূপ উত্তেজিত, তখন দীনবন্ধু মিত্রের সুপ্রসিদ্ধ নীলদর্পণ নাটক প্রকাশিত হইল। নাটকখানি বঙ্গসমাজে কি মহা উদ্দীপনার আবির্ভাব করিয়াছিল তাহা আমরা কখনও ভুলিব না। আবালবৃদ্ধবনিতা আমরা সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম ঘরে ঘরে সেই কথা, বাসাতে বাসাতে অভিনয়—ভূমিকম্পের ন্যায় এক সীমা হইতে আর এক সীমা পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। এই মহা উদ্দীপনার ফলেই নীলকরের অত্যাচার বঙ্গদেশ হইতে জন্মের মত অন্তর্হিত হইল।"

দীনবন্ধু মিত্রের পূর্ব্ব হইতেই প্রকাশ্যভাবে একজন সহৃদয় দেশ-বাসী যিনি কৃষককুলের দুর্দ্দশায় কাতর হইয়া সর্ব্বদা স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট এবং লর্ড ক্যানিংকে উদ্বুদ্ধ করিয়া জাতির আশীর্ব্বাদভাজন হন, সেই প্রাতঃস্মরণীয় হরিশ মুখোপাধ্যায়ের নামও সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

ইনি হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কলমের জোরে মৃতেও প্রাণসঞ্চার হইত। স্থিরবুদ্ধি হরিশ্চন্দ্রকে সিপাহী বিদ্রোহ-আন্দোলন কোন প্রকারে বিকৃত মস্তিষ্ক করিয়া ফেলিতে পারে নাই, কিন্তু নীলচাষীদের ন্যায্য সর্ব্বব্যাপী আন্দোলনে তিনিই নেতৃত্ব করেন। অবিরত সংবাদপত্রে লিখিয়া, ইংলিশম্যান ও হরকরার সহিত বিবাদ করিয়া, বক্তৃতা দিয়া, দেশবাসীকে পরামর্শ দিয়া বড়লাট, ছোটলাটকে সদুপদেশ দিয়া, হরিশ্চন্দ্র নিজের স্বাস্থ্য, অর্থ ও শক্তি ব্যয়িত করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। 'ইণ্ডিগো কমিশন' গঠন ও 'নিষ্ঠুর আইনের' রদ ব্যাপারে তিনি প্রাণপাত করেন, আর তাঁহার চেষ্টা বিশেষ ভাবে ফলপ্রসূও হয়। ১৮৬৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর ভারত-সচিব, সার চার্লস উড এই নিষ্ঠুর আইন (১১ আইনের Summary Procedure) স্থগিত করিয়া প্রজাবর্গের প্রশংসাভাজন হন।

এই প্রসঙ্গে আর একজন সদাশয় ইংরাজের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি মহানুভব পাদরী লং (Rev. James Long)। নীলদর্পণ নাটক ইংরাজীতে অনূদিত হয় সিটনকার সাহেবের যত্নে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহার অনুবাদ করেন এবং লং সাহেব একখানি মুখবন্ধ (Preface) লিখিয়া প্রকাশ করেন। সিটনকার সাহেব বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের দপ্তরের মোহরাঙ্কিত করিয়া দুইশত খানি পুস্তক বিলাতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। ইহাতে নীলকরগণের বিক্ষোভের সীমা রহিল না। তাহারা ইংলিশম্যানের সম্পাদক ওয়াল্টার ব্রেটকে খাড়া করিয়া তাঁহাকে দিয়া লং সাহেবের নামে একটি মানহানি মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন।

'নীলদর্পণের' ভূমিকায় লিখিত ছিল, "দৈনিক সংবাদপত্রদ্বয় তোমাদের প্রশংসায় তাহাদের পত্র পরিপূর্ণ করিতেছে, তাহাতে অপর লোক যে-মত বিবেচনা করুক, তোমাদের মনে কখনই আনন্দ জন্মিতে পারে না, যেহেতু তোমরা তাহাদের এরূপ কারণের কারণ বিলক্ষণ

অবগত আছ। রজতের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণ শক্তি! ত্রিংশত মুদ্রা-লোভে অবজ্ঞাস্পদ জুডাস খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক যীসাসকে করাল পাইলেট-করে অর্পণ করিয়াছিল; সম্পাদক যুগল সহস্র-মুদ্রা লোভ পরবশ হইয়া উপায়হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ করিবে আশ্চর্য্য কি?"

ইহাতেই বিচারে লং সাহেবের এক মাস কারাদণ্ড ও হাজার টাকা জরিমানা হয়। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ অবিলম্বে সেই টাকা হাজির করেন। আর লং সাহেব হাসিতে হাসিতে কারাবরণ করেন। যাইবার সময় তিনি বলিয়া যান, "এইরূপ কাজে যদি সহস্রবার জেলে যাইতে হয়, তাহাতেও আমি প্রস্তুত আছি।"

নীলদর্পণ নাটকে রোগ সাহেব আসন্ন-প্রসবা ক্ষেত্রমণির সতীত্ব-নাশে অকৃতকার্য্য হইয়া তাহার উদরে পদাঘাত করে। এইরূপ ঘটনা না কি সত্যই হইয়াছিল। হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত হয় যে, আর্চ্চিবল্ড হিল্‌স্ Archiebald Hills নামে জনৈক নীলকর হরমণি নামে নদীয়া জেলার একটি কৃষক যুবতীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহার জল আনিবার সময়ে বলপূর্ব্বক তাহাকে নিজের কুঠিতে লইয়া গিয়া আবদ্ধ করে এবং দ্বিপ্রহর রাত্রিতে পাল্কী করিয়া বিদায় করিয়া দেয়। কাগজে বাহির হইবার পরে হিল্‌স হরিশ মুখোপাধ্যায়ের নামে নালিস করে। এই হিল্‌স্ ও হরমণিই নীলদর্পণের রোগ ও ক্ষেত্রমণি।

নীলকরের অত্যাচার এক দিনেই নিবারিত হয় নাই, কিন্তু হরিশ অকালেই মানবলীলা সম্বরণ করেন, এ-দিকে লং সাহেবেরও কারাদণ্ড হইল। লোকে আক্ষেপ করিয়া গাহিতে লাগিল:

হায়রে ভাই, প্রজার এবার প্রাণ বাঁচানো ভার,
অসময়ে হরিশ ম'ল, লঙের হ'ল কারাগার
নীলবাঁদরে সোনার বাঙ্গলা করলে
এবার ছারে খার।

যাহাহউক নিরস্ত্র, সংহত ও সমবেত চেষ্টাতেই যে নীলকর অত্যাচার

প্রশমিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে নীলব্যবসায়ীগণের যে কত ক্ষতি হইল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। শতবর্ষ পূর্ব্বে মিরকাশিমের সহিত ব্যবসা লইয়া ইংরাজ বণিকের বিরোধ হইয়াছিল এ-সংগ্রামে মিরকাশিম কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, তাহার সর্ব্বনাশ সাধন হয়। এবার প্রজাগণের সংহত চেষ্টার ফলে ইংরাজ বণিকের পরাজয় মানিতে হইল। সংহত চেষ্টার ফল আজ ভারতবাসী বুঝিল— জনশক্তি এই ব্যাপারেই প্রবল ও দুর্ব্বার হইয়া উঠিল। আর ইহার মূলে ছিল সাহিত্য—এক দিকে সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায়, আর এক দিকে নীলদর্পণ ও তাহার অনুবাদ-প্রকাশক পাদরী লং। এই দুর্জ্জয় প্রভাবেই বাঙ্গলার জনমত এত শক্তিশালী হয়। বস্তুতঃ যথাযোগ্য কারণ হইলে বাঙ্গলার শক্তি অতঃপর যে কিরূপ অসাধ্য সাধন করিয়াছে, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও ১৯২১ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবক-সম্প্রদায়বাহিনীর সাফল্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

নীলকর বিদ্রোহে জনসাধারণের মধ্যে যে শক্তি সঞ্চয় হয়, ক্রমে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নানাভাবে তাহা প্রতিফলিত হয়। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে ধীরে ধীরে জাতীয়তা প্রবেশ করে এবং সাহিত্যেও জাতীয়তার ভাব পরিস্ফুট হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বাধীন মনোবৃত্তি, তালপাতার চটি ও মোটা চাদর এবং দীনের প্রতি বেদনা ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে জাতীয়তার বীজ সঞ্চারিত করে। মধুসূদন দত্ত পরিচ্ছেদ এবং আহারে সাহেব হইলেও, ইংরাজ মহিলার পাণি গ্রহণ করিলেও, খ্রীষ্টান সমাজে মিশিলেও, হিন্দু-হৃদয় ও জাতীয়তা বিসর্জ্জন দেন নাই। 'জাতীয় নাট্যশালা' (National Theatre) কথাটি প্রথম তাঁহারই পরিকল্পনা। আর মেঘনাদবধ কাব্যে দেশরক্ষা-ব্রতের প্রতি বিশিষ্ট অনুরাগেই পেট্রিয়টিজম্ পরিস্ফুট করিয়াছেন। বর্ত্তমান 'জাতি' কথা প্রথমে বোধ হয় মধুসূদনের কাছেই শুনি। ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে বলিতেছেন—

"ধর্ম্মপথ গামী !
হে রাক্ষসানুরাজ, বিখ্যাত
তুমি, কোন ধর্ম্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি। শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পর সদা।"

মেঘনাদবধ কাব্য—ষষ্ঠ অধ্যায়।

মধুসূদনের জাতীয়তা দীনবন্ধুরও অগ্রগামী এবং তাঁহার ভীমসিংহ ও মেঘনাদ যেমন প্রকৃষ্ট জাতীয় চরিত্র, তেমনি 'একেই কি বলে সভ্যতা' নামক প্রহসনেও জাতীয়তা যেন ভাসিয়া উঠিয়াছে।

তদানীন্তন আদি ব্রাহ্ম সমাজেও কৃষ্টি ও জাতীয়তা প্রসার লাভ করে। রামমোহন রায়ের স্বাধীন ভারতের সঙ্কল্প তাঁহার গঠিত সমাজ বিস্মৃত হয় নাই। তদুপরি ঠাকুর বাড়ীর প্রধান প্রধান লোক সকলেই জাতীয়তার পতাকাধারী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথই (পরে মহর্ষি) ছিলেন British Indian Association-এর প্রথম সম্পাদক। তখনকার দিনে ইংরাজের মোহ আচ্ছন্নতা করিত না, শিক্ষিত এমন বাঙ্গালী অত্যন্ত স্বল্প ছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ইংরাজের নিকট হইতে শতহস্ত দূরে থাকিতেন। এমন কি Miss Mary Carpenter পর্য্যন্ত যখন তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য কলিকাতায় আসেন তখন তিনি তাঁহার জমিদারীর নিকটস্থ কুষ্টিয়া মহকুমায় পলাইয়া যান। তিনি মনে করিতেন ভায়তবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত তাঁহার মতের মিল হয় না। কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল লব (Mr. Lobb) কোন সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন :—

"The proud old man does not condescend to accept the praise of Europeans."

রাজনারায়ণ বাবু সর্ব্বদাই বলিতেন, "দেবেন্দ্র বাবু ইংরাজের

তোষামোদ করিয়া চলিলে এতদিন মহারাজা, K. C. S. I হইতেন।” দেবেন্দ্রনাথই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন, আর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ছিল আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন :—

“তত্ত্ববোধিনীর আমল হইতেই প্রকৃতপক্ষে স্বদেশীভাবের প্রচার আরম্ভ হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় উহাতে ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী লিখিয়া লোকের মনে সর্ব্বপ্রথম দেশানুরাগ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন; তাহার পর রাজনারায়ণ বসু মহাশয় হিন্দুমেলার কল্পনা করিয়া এবং নবগোপাল মিত্র মহাশয় উহা অনুষ্ঠানে পরিণত করিয়া এই স্বদেশীভাবের প্রবাহে সে-সময়ে প্রচণ্ড একটা বলসঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন।”

যে-বৎসরে চড়কপূজায় পিঠ ফোড়া, বরশী, ঘূর্ণী প্রভৃতি উঠিয়া যায়, তাহারই দুই এক বৎসর পরে এই মেলার সূত্রপাত হয়। ১৮৬৭ সালে এই মেলার প্রথম সুচনা। অবশ্য ইতিপূর্ব্বেও একটি স্বদেশী সমিতি ছিল। ইহার প্রতিষ্ঠা হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উদ্যোগে এবং ইহার সভাপতি ছিলেন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়। রবীন্দ্রনাথও এই সভায় মাঝে মাঝে আসিতেন। স্বদেশী দিয়াশালাই প্রভৃতি কারখানা স্থাপনা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। রাজনারায়ণ বাবুর এই স্বদেশী সভার কার্য্যে প্রবল অনুরাগ সিল। কিন্তু তাঁহার আত্মভোলা ভাব এবং তজ্জন্য কিছু কিছু বস্তুতন্ত্রহীনতা শিল্পী রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নাই। লেখকের মনে হয় যে “চিরকুমার সভার” চন্দ্র চরিত্রে স্বদেশজাত দিয়াশালাই প্রভৃতি সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বাবুর অনুরাগের কতকটা পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তবে রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধের অনুরাগ ও একপ্রাণতা সম্বন্ধেও বেশ জাজ্বল্য পরিচয় দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

“দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ সে তাঁহার সেই তেজের জিনিষ। দেশের সমস্ত খর্ব্বতা দীনতা অপমানকে দগ্ধ করিয়া

ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুইচক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে তিনি গান ধরিতেন—গলায় সুর লাগুক আর না লাগুক সে তিনি খেয়ালই করিতেন না, গাইতেন—

"একসূত্রে বাঁধিযাছি সহস্রটী মন
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন ॥"

হিন্দুমেলা চৈত্রমাসে হয় এবং ইহাতে স্বদেশজাত দ্রব্যাদির যাহাতে প্রচলন হয়, সেই উদ্দেশ্যেই মেলার প্রবর্ত্তন হয়। রাজনারায়ণ বসু বলেন,—

"যখন সঙ্কীর্ণ গৃহে অস্পষ্ট বর্ত্তিকার আলোকে জাতীয়গৌরব সম্পাদনী সভার কার্য্য করিতাম, তখন আমরা স্বপ্নেও মনে করি নাই যে তাহা হইতে চৈত্র (হিন্দু) মেলারূপ বৃহৎ ব্যাপার সম্ভূত হইবে। মেলার ভাবটি নূতন তাহা আমাদিগের মনে উদিত হয় নাই কিন্তু মেলা সংস্থাপক মহাশয় তৎসংস্থাপন কার্য্যে আমাদিগের প্রকাশিত "Prospectus of a Society for the promotion of Nationl Feeling among the educated natives of Bengal (জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা) প্রস্তাব দ্বারা যে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন ও তাহা হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মেলায় কোন কোন বিষয়ে ঐ প্রস্তাব অনুসারে অবিকল কার্য্য হইয়া থাকে, ইহা তিনি স্বীয় ঔদার্য্য ও মহত্ব গুণে অবশ্য স্বীকার করিবেন।"

এই হিন্দুমেলার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন নবগোপাল মিত্র। তাঁহার চেষ্টা এবং গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অর্থসাহায্যেই এই মেলার প্রতিষ্ঠা হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ওদেবেন্দ্রনাথ মল্লিক ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ও গণেন্দ্রনাথ ছিলেন সম্পাদক। স্বর্গীয় শিশির ঘোষ ও মনোমোহন বসুও এসম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন। এই হিন্দুমেলাই বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রথম জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীর পত্তন করে। এই মেলায় তখন কৃষি, চিত্র, শিল্প, ভাস্কর্য্য, স্ত্রীলোকদিগের সূচি ও কারুকার্য্য

দেশীয় ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যায়াম প্রভৃতি জাতীয় সমস্ত বিষয়ই প্রদর্শিত হইত। এই মেলায় প্রবন্ধ পঠিত হইত ও জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা ও গান গীত হইত।

প্রথম মেলার উদ্বোধনে সতেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নিম্নলিখিত গানটী গীত হয়—

মিলে সব ভারত-সন্তান
একতান মনোপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান
ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান ?
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী
শত খনি রত্নের নিধান ?
হোক ভারতের জয়
জয় ভারতের জয়
গাও ভারতের জয়

দ্বিতীয় বারের মেলায়ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আঠারো বৎসর বয়সে নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করেন।

জাগ জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান !
মাকে ভুলি কতকাল রহিবে শয়ান ?
ভারতের পূর্ব্বকীর্ত্তি করহ স্মরণ
রবে আর কতকাল মুদিয়ে নয়ন !
দেখ দেখি জননীর দশা একবার
রুগ্ন শীর্ণ কলেবর অস্থিচর্ম্মসার ;
অধীনতা অজ্ঞানতা রাক্ষস দুর্জ্জয়,
শুষিছে শোণিত তাঁর বিদরি হৃদয় ;
স্বার্থপর অনৈক্য পিশাচ প্রচণ্ড
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেহ করে খণ্ড খণ্ড

মায়ের যাতনা দেখি বল কোন প্রাণে
সুপুত্র থাকিতে পারে নিশ্চিন্ত মনে ?
ঐ দেখ, কাঁদিছেন জননী বিহ্বলা ;
গুমরিয়া কত কাল থাকিবে অবলা ? *

১৭৮৮ শকে (১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে) এই মেলার প্রথম প্রতিষ্ঠা। ইহার দ্বিতীয় বৎসরের বিবরণীতে (১৭৮৯) সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে-বিবৃতি পাঠ করেন তাহাতে জানা যায় যে, হিন্দু জাতিকে একত্র করা ও আত্মনির্ভর শিক্ষা দেওয়াই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কাহারও মুখে 'স্বাধীনতা' কথাটারও অস্ফুট ধ্বনি হইয়াছিল। বস্তুতঃ জাতির ঐক্যস্থাপনেই অনুষ্ঠাতাগণ বিশেষ-রূপে মনোযোগী ছিলেন। উপরোক্ত কবিতাটি দ্বিতীয় বৎসরের মেলার বিবরণী হইতেই সংগৃহীত।

হিন্দুমেলা উপলক্ষ করিয়াই মনোমোহন বসুর জাতীয় সঙ্গীত রচিত হয়—

"দীনের দীন সবার দীন, ভারত হল পরাধীন
তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার সূতা জাতী ঠেলে অন্ন মেলা ভার।"

যাহা হউক স্বাদেশিকতা ও ঐক্যবন্ধনের ধ্বনি সেই সময়ে একবার ক্ষীণভাবে উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু উহার বীজ বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতের জন্য কোনরূপ অঙ্কুরোদ্‌পাদন করিতে পারে নাই। তবে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ইহার প্রভাব বিশেষভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন,—

"বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশী প্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল।...সেই সময় স্বদেশ-প্রেমের সময় না হইলেও আমাদের বাড়ীর সাহায্যে যে-হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হয়, ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম।"

জাতীয়তার তৃতীয় ও শ্রেষ্ঠতম স্তরই **বঙ্কিমচন্দ্রের** লেখনী। সব্যসাচীর ন্যায় তিনিই গাণ্ডীব ধারণ করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে জাতীয়তার বীজ প্রথম অঙ্কুরিত করেন এবং ক্রমে উহা সতেজ ও পল্লবিত করিতে কৃতকার্য্য হয়েন। তিনিই তাঁহার সৃষ্ঠ চরিত্র সত্যানন্দের ন্যায় দেশের জন্য অনেক চিন্তা করিয়াছেন, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন, "আমি একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল, মা।" তিঁনি জন্মভূমির উদ্ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে মায়ের উদ্বোধন করিয়াছিলেন ঃ

"এসো মা গৃহে এসো, ছয় কোটি সন্তানে একত্রে এককালে দ্বাদশকোটি করযোড় করিয়া তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটী মুখে ডাকিব, মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্য দায়িকে···। তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা? এই ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—ঐ ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এসো মা গৃহে এসো যার ছয় কোটি সন্তান তাঁর ভাবনা কি?"

বঙ্কিমই হিরণ্ময়ী স্বর্ণপ্রতিমা জন্মভূমির মূর্ত্তি যেন সাক্ষাৎ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে দেশবাসীকে ডাকিয়া দেখাইয়াছিলেন—"একদিন দেখিব দিগ্‌ভূজা নানা প্রহরণ প্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্র পৃষ্ঠ বিহারিণী দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগরূপিণী; বামে বাণী বিজ্ঞানমূর্ত্তি সরস্বতী, সঙ্গে বলরূপী কাত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ,—এই আমাদের সুবর্ণ বঙ্গপ্রতিমা।"

বঙ্কিমই প্রথমে দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে প্রীতিবন্ধনের জন্য প্রথম প্রয়াসী হন। তিনিই প্রথমে উচ্চ-নীচ শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের পক্ষপাতী হন। তিনিই প্রথমে ঐক্যবন্ধনে অগ্রণী হইয়া উপদেশ দেন—

"এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের

মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা, মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা ধনবান এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে, উচ্চশ্রেণীর সহিত যদি পার্থক্য জন্মিল, তবে সংসর্গ কোথায়? যদি শক্তিমন্ত ব্যক্তিরা অশক্তদিগের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী না হইল, তবে কে আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে? আর যদি আপামর সাধারণ উদ্ধৃত না হইল, তবে যাঁহারা শক্তিমন্ত তাহাদিগের উন্নতি কোথায়? এরূপ কখন কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্রলোকদিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বরং যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তা সম্পন্ন। যতদিন এই ভাব ঘটে নাই—যত দিন উভয়ে পাথক্য ছিল, ততদিন উন্নতি ঘটে নাই। যখন উভয় সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য হইল, সেই দিন হইতে শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ। রোম, এথেন্স, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা ইহার উদাহরণস্থল। সে-সকল কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। পক্ষান্তরে সমাজ মধ্যে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পার্থক্য থাকিলে সমাজের যেরূপ অনিষ্ট হয়, তাহার উদাহরণ স্পার্টা, ফ্রান্স, মিশর এবং ভারতবর্ষ। এথেন্স এবং স্পার্টা দুই প্রতিযোগিনী নগরী, এথেন্সে সকলে সমান; একজাতি প্রভু, একজাতি দাস ছিল। এথেন্স হইতে পৃথিবীর সভ্যতা সৃষ্টি হইল; যে-বিদ্যাপ্রভাবে আধুনিক ইউরোপের এত গৌরব, এথেন্স তাহার প্রসূতা। স্পার্টা কুলক্ষয়ে লোপ পাইল। ফ্রান্সে পার্থক্য হেতু ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে মহাবিপ্লব আরম্ভ হয়, অদ্যাপি তাহার শেষ হয় নাই। যদিও তাহার চরম ফল মঙ্গল বটে, কিন্তু অসাধারণ সমাজ-পীড়ার পর সে-মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে। হস্ত-পদাদি ছেদ করিয়া, যেরূপ রোগীর আরোগ্য সাধন, এ-বিপ্লবে

সেইরূপ মঙ্গল সাধন। সে-ভয়ানক ব্যাপার সকলেই অবগত আছেন। মিশর দেশে সাধারণের সহিত ধর্ম্মযাজকদিগের পার্থক্য হেতুক, অকালে সমাজোন্নতি লোপ পায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণগত পার্থক্য। এই বর্ণগত পার্থক্যের কারণে, উচ্চবর্ণ এবং নীচবর্ণে যেরূপ গুরুতর ভেদ জন্মিয়াছিল, এমত কোন দেশে জন্মে নাই এবং এত অনিষ্টও কোন দেশে হয় নাই। সে-সকল অমঙ্গলের সবিস্তার বর্ণনা এখানে করার আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা সম্পত্তির প্রভেদে অন্যতম বিশেস পার্থক্য”—

ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও জাতীয়তা বিশিষ্ট বঙ্কিম এই ভেদজ্ঞান দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তবে তিনি সাহিত্য-সম্রাট—এই ভেদবুদ্ধি বিদূরিত করিতে প্রয়াস পান সাহিত্যের সহায়তায়। তাই প্রকৃষ্ট বাঙ্গলা ভাষার প্রবর্ত্তন করিয়া সাম্য সংস্থাপনে ব্রতী হন। তখন কৃতবিদ্যগণের মধ্যে কথোপকথন হইত অধিকাংশ সময়ে ইংরাজীতে। চিঠি-পত্র লেখা হইত ইংরাজীতে তাই বঙ্কিম আক্ষেপ করিয়াই বলেন, “অবস্থা দেখিয়া মনে হয় বোধ হয় অগৌণে দুর্গোৎ-সবের মন্ত্রাদিও ইংরাজীতেই পঠিত হইবে।”

বস্তুতঃ এই ভাবে শিক্ষিতমণ্ডলীতে (Intelligensia) তৈয়ার করা প্রথমেই অত্যাবশ্যক হইয়াছিল। তবে একথাও ঠিক তিনি কেবল বঙ্গবাসীর সুখ-দুঃখের কথাই ভাবেন নাই। সমগ্র ভারতের কথাই তাঁহার চিন্তার মধ্যে ছিল। ভারতবাসীর মিলন সম্বন্ধেও তিনি নীরব থাকেন নাই। নিম্নলিখিত কথায়ই জাতীয়তার একটী আদর্শ পাই।

বঙ্কিম ‘বঙ্গদর্শনের’ প্রথম সংখ্যায়ই লিখিয়াছেন,

“ভারতবর্ষীয় নানাজাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যম না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য ‘এক-পরামর্শিত্ব’, একোদ্যম কেবল ইংরাজীর দ্বারা সাধনীয়; কেন না, এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পাঞ্জাবী ইহাদিগের সাধারণ মিলন-ভূমি

ইংরাজি ভাষা, এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি করিতে হইবে। অতএব যত দূর ইংরাজী চলা আবশ্যক, তত দূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না।"

এই কথাই আবার তিনি স্বর্গীয় শম্ভু মুখার্জ্জির নিকটে লিখিয়াছেন—

"There is no hope for India until the Bengali and the Punjabi understand and influence each other and can bring their joint influence to bring upon the Englishmen. This can be done only through the medium of the English and I gladly welcome your projected periodical."

এই মতৈক্য—ভারতীয় ঐক্য—**ভারতীয় সর্ব্ব-জাতীয় সম্মিলন** প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী হইতেই বঙ্গদর্শনের সূচনায় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সমুদ্ভূত হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় সাহিত্য আশ্রয় করিয়া জাতীয়তা প্রচারে ব্রতী হন, জাতীয় রঙ্গমঞ্চও তেমনি সাধারণ লোকের মধ্যে এই ভাব প্রচারে বিশেষ সহায়তা করে। বাঙ্গালার রঙ্গালয় বরাবরই জাতীয়তার বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে। দীনবন্ধুর কথা তো পূর্ব্ব অধ্যায়েই বলিয়াছি। গিরিশ-চন্দ্রের চৈতন্যলীলা, সিরাজুদ্দৌলা, মিরকাসিম ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি নাটকও এক সময়ে জাতীয় ভাব ও জাতীয় ধর্ম্মপ্রচারে প্রচুর লোক-শিক্ষার কার্য্য করিয়াছে। আর আজ এই জাতীয়তার অভ্যুদয়-কালেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ, ও শিশিরকুমার জাতীয়তামূলক নাটকাদির সহায়তায় যথেষ্ট লোক-শিক্ষার উপাদান যোগাইয়াছেন। যে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের সময়ে জাতীয় মহাবিদ্যালয়রূপে পরিণত হইয়াছিল, এই যুগেই তাহার সূচনা।

যে বৎসরে 'হিন্দুমেলা'র শুভ উদ্বোধন, সে বৎসরই কয়েকমাস পরে গিরিশচন্দ্র বাগবাজার পল্লী-অঞ্চলে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় করিয়া উহার সমগ্র অধিবাসীকে মুগ্ধ করেন। ইহার ২।৩ বৎসর মধ্যেই গিরিশ সম্প্রদায় "ন্যাসনাল থিয়েটার" নাম পরিগ্রহ করে (১৮৭১)। থিয়েটারের 'ন্যাসনাল' নামটীও 'ন্যাসনাল নবকুমারের'ই প্রদত্ত নাম। ইতিপূর্ব্বে তিনি 'ন্যাসনাল পেপার' প্রচলন করেন এবং দেশীয় অনুষ্ঠানাদিকে 'ন্যাসনাল' নামে অভিহিত করিতে ভালবাসিতেন। তাই লোকে তাঁহার 'ন্যাসনাল নবগোপাল' আখ্যা দিয়াছিলেন। হিন্দুমেলার অনুষ্ঠাতাও ইনিই ছিলেন।

জাতীয় নাট্যশালা ক্রমে 'পাব্লিক' হইয়া সাধারণের নিকটে পয়সা লইয়া থিয়েটার দেখাইতে ব্যবস্থা করে; এবং 'নীলদর্পণ' নাটকেই ইহার আরম্ভ। তবে নীলকর অত্যাচার তখন প্রায় স্থানেই প্রশমিত হইয়াছে, তাই অভিনয়ের জন্য হইলেও জাতীয়তা হিসাবে এতদিন পরে কলিকাতায় অভিনীত এই নাটকের আর তেমন আদর হয় নাই। অবশ্য সেই আদর দেখা গিয়াছিল দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা নগরীতে। তবে পরবর্ত্তী অনেক নাটকাদিতে বিলক্ষণ জাতীয়তার বীজ উপ্ত হইত। তখন সহরে 'স্বদেশ-হিতৈষণা,' 'স্বাধীনতা' প্রভৃতি কথার বেশ আলোচনা হইত। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত সঙ্গীত'* তখন বজ্রনির্ঘোষ স্বরে নিনাদিত হইত। অধিকাংশ ছাত্র, শিক্ষক ও যুবকের মুখেই প্রতিধ্বনিত হইয়া বাজিয়া উঠিত :—

"বাজ রে শিঙ্গা, বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে'
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

* ১৮৭০।২২ জুলাই-এর এডুকেশন গেজেটে 'ভারত সঙ্গীত' প্রকাশিত হয়

"আরবা মিশর পারস্য, তুর্কী
তাতার, তিব্বত, অন্য কব কি,
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয়জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

"বিংশতি কোটি মানবের বাস,
এ ভারতভূমি যবনের দাস,
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।
আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহারা
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা ?
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা—
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধাঁ।"

সদ্য-প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাসনাল থিয়েটার'ও জাতীয়তা প্রচারের বিশেষ সহায়ক অস্ত্র হইয়া উঠিল। এ সময়ে অমৃত-বাজার পত্রিকার সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় 'ভারতমাতা' নামে একখণ্ড নাট্যকাব্য রচনা করেন এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী ন্যাসনাল থিয়েটারে উহা অভিনীত হয়। 'ভারতমাতা' সম্বন্ধে অমৃতলাল বসু মহাশয় বলেন—

"এই সময়ে সহরে আর একটা বিষয়ের অল্পে অল্পে আদর হচ্ছিল, সেটা স্বদেশ হিতৈষিতা, স্বাধীনতা ইত্যাদি। ন্যাসনাল নবগোপালের হিন্দুমেলা টেলা উপলক্ষে নবগোপাল মনোমোহন বসুর বক্তৃতাদিতে ঐ সকল কথার আলোচনা হ'ত, তখন হেম বাবুর ভারত-সঙ্গীত নূতন হয়েছে, তখন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি' গানটি নূতন রচিত হয়েছে। এই সময়ে আমরা ন্যাশনাল থিয়েটারে 'ভারতমাতা' বলে একটা ছোট-খাট দৃশ্য দিলাম। এই 'ভারতমাতা'র অভিনয় বড়ই শুভক্ষণে আরম্ভ হয়েছিল।

সাধারণে বিষয়টি appreciate করলে। ভারতমাতার ক'খানা প্রচলিত গান ছিল, সে গুলার আদর এমন বেড়ে গেল যে, শেষে আমাদের যেদিন ভারতমাতার অভিনয় না হ'ত, সে দিন দর্শকের তুষ্টির জন্য প্লাকার্ডের পরিশেষে ভারত-সঙ্গীত বলে বিজ্ঞাপন দিতে হ'ত। মহেন্দ্রবাবু ভারতমাতা সাজতেন। এমন সুন্দর অভিনয় ক'রেছিলেন যে, আমরা তাঁকে 'মা' বলে ডাকতেম।"

পাঠকের অবগতির জন্য ভারতমাতার সমগ্র দৃশ্যটির বিবরণ এখানে উদ্ধৃত হইল—

"ভারতমাতা বাম করে বাম গণ্ড স্থাপন করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার মূর্ত্তি গম্ভীর, মুখশ্রী অপূর্ব্ব সুন্দর কিন্তু মলিন। কেশ রুক্ষ ও আলুলায়িত, পরিধানে একখানি মলিন ও জীর্ণ-বস্ত্র। হস্তে দুইগাছি, লৌহবলয়, যেন চিন্তাসাগরে নিমগ্ন। নিকটে কয়েকটী সন্তান নিদ্রা যাইতেছে, মুখ শুষ্ক। শরীর চর্ম্মাবশিষ্ট ও পরিধানে জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র।

"সন্তান কয়টী নিকটে ঘুমায়,
বিছানা বিহনে পড়িয়া ধূলায়,
অস্থি-চর্ম্ম-সার সবারি দেহ,
তেজহীন শুষ্ক বিবর্ণ বদন,
পরিধান মাত্র মলিন বসন,
জাগায় যে কাছে নাহিক কেহ।"

"এমন সময়ে হঠাৎ রক্তালোকে গৃহ আলোকিত হইল। ভারতলক্ষ্মী আবির্ভূতা হইয়া ভারতমাতার মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ভারতমাতার দৃক্‌পাত নাই, লক্ষ্মী একটী গান করিলেন—

"মলিন মুখচন্দ্রিমা ভারত তোমারি
হেরি দিবা-নিশি ঝরে নেত্রবারি
যে বদন কান্তি বরষিত শান্তি
আজি তা কেমনে এমন নেহারি

দুঃখ-পারাবারে নিরখি তোমারে
হৃদযে ধৈরজ ধরিতে না পারি।"

গান শুনিয়া ভারমাতা লক্ষ্মীর দিকে চক্ষু ফিরাইলেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি শূন্য ও পলকহীন। যেন জ্ঞান নাই। লক্ষ্মী আর একটী গান গাহিলেন—

"ভারতি, তোমার সন্তানগণ
ঘুমাযে রযেছে সবে হযে হতজ্ঞান
বলবীর্য্যহীন, অন্ন বিনা ক্ষীণ
দুর্দ্দশা দেখিযা বিদরয়ে প্রাণ।"

"তোমার এই দশা আর দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আজ এইস্থান পরিত্যাগ করে দুস্তর সাগরের অপর পারে চলে যাচ্ছি।"

ভারতমাতা আবার চাহিলেন। কিন্তু এবারেও যেন তিনি সংজ্ঞাহীনা। লক্ষ্মী তখন অন্তর্ধান করিলেন, আর অমনি আলোক নিভিয়া গেল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই ভারতমাতা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। মনে হইল যেন তাহার সর্ব্বস্বই চোরে অপহরণ করিয়াছে। তিনি সন্তান-গণকে জাগাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কেহই উঠিল না—উঠিলেও আবার ঘুমাইয়া পড়িল। ভারতমাতা কাঁদিলেন—

"হায়, লক্ষ্মী অন্তর্হিত হয়েছে, তিনি এখন মহারাণীর মূর্ত্তিতেই সাগরপারে বিরাজ কচ্ছেন, তাঁরই আশ্রয় প্রার্থনা করা যাক্।" সকলে 'মহারাণীর জয়' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। এমন সময়ে কিন্তু বিধি বাম হইল—

"হেনকালে শ্বেতকান্তি একজন
কোপে জমদগ্নি আরক্ত বদন
বিদ্রোহী বলিয়া ভৎর্সিয়া গর্জ্জিয়া
পদাঘাত করে নিষ্ঠুর অন্তরে
সন্তানগণের গায়।

হেরিয়া দুঃখিনী জানুন্যস্ত ভূমি
কাঁদি বলে, বিধি কোথা আছ তুমি
ছাড়িলেন লক্ষ্মী আমায় যে কালে
কেন না গেলেন ডুবিয়া পাতালে ?
কোথায় হরিশ কোথায় গিরিশ
কোথা ফেলি গেলি মায ?

ভারতমাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "ঈশ্বর তুমি কোথায় ? হতবিধে ! তোমার মনে কি এই ছিল ? উঃ বাবা ! তোরাই কি আমার তারা রে ? আমার সেই একদিন আর এই একদিন ! কোথায় হরিশ, কোথায় গিরিশ। কোথায় রামমোহন, কোথায় রামগোপাল !"

এই স্থানটি বড় মর্ম্মস্পর্শী হইত।

শেষভাগে "একতা" আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন—
"ভ্রাতৃগণ, অনৈক্য, আত্মাভিমান ও স্বজাতি-হিংসাই তোমাদের সর্ব্বনাশের মূল। যতদিন তোমাদের অন্তর হ'তে এ সব ভাব দূরীভূত না হবে, ততদিন তোমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। এখন সকলে আমার আশ্রয় গ্রহণ কর ও কায়মনোবাক্যে জননীর দুঃখনাশ-ব্রতে ব্রতী হও;—

কেন ডর ভীরু কর সাহস আশ্রয়
'যতোধর্ম্ম স্ততো জয়'
ছিন্ন-ভিন্ন হীনবল,
ঐক্যেতে পাইবে বল,
মাযের মুখ উজ্জ্বল করিতে
কি ভয়, কি ভয় ?"*

এই 'ভারতমাতা' অভিনয় দেখিতে সময় সময় প্রায় ১৫ শত লোকও উপস্থিত হইত। আর অভিনয়ের পরেও প্রায় পোনর মিনিট পর্য্যন্ত শ্রোতৃবৃন্দ নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকিত। ১৮৭৪ সালে নৈমুরে

* কবিতাটী তথনকার বাঙ্গালা অমৃত বাজার হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি।

যে হিন্দুমেলার অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে ন্যাশনাল থিয়েটার কর্ত্তৃক "ভারতমাতা" অভিনীত হয়।

রঙ্গভূমিতে জাতীয় ভাব প্রচারেব এই প্রথম আরম্ভ এবং পরে বিভিন্ন নাটকে এই ভাবটি নানা প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে।

এই 'ভারতমাতা'র উপরে ঠাকুর বাড়ীর যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কেবল গান কয়খানিই রচিত নয়; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরু-বিক্রম," সত্যেন্দ্রনাথের "মিলে সব ভারত-সন্তান এক মনপ্রাণ,' এবং দ্বিতীয় হিন্দু মেলা উপলক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ জাতীয় কবিতা সবই যেন 'ভারতমাতা'য় এক সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। নাটকখানিতে কিরণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ইহার রচয়িতা বলিয়া প্রকাশ আছে। কিন্তু অমৃতলাল প্রভৃতি অনেকেই বলিয়াছেন যে, উহাতে শিশিরকুমার ঘোষ (অমৃতবাজার-সম্পাদক), মহাশয়ের ভাব সমধিকভাবে সন্নিবিষ্ট আছে।

'ভারত মাতা'র পরে ন্যাসনাল থিয়েটারে জাতীয়তামূলক একাধিক নাটকের অভিনয় হয়। তন্মধ্যে ১৮৭৭ সালের জ্যোতিরিন্দ্র নাথের 'পুরু-বিক্রম' ও হরলাল রায়ের 'বঙ্গের সুখাবসান,' ১৮৭৫ সালের 'শরৎ সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকে (উভয় নাটকই উপেন্দ্রনাথ দাস্ কর্ত্তৃক রচিত) এবং অমৃতলাল বসু মহাশয়ের 'হীরকচুর্ণ নাটক'ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'পুরু-বিক্রম' নাটকে গ্রীক সম্রাট সেকেন্দার সাহের বিরুদ্ধে ভারতগৌরব পুরু কিরূপ নির্ভীকতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা বেশ বর্ণিত আছে। এখানেও 'মিলে সব ভারত সন্তান' গানটী উদ্ধৃত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা গানটীর কতক পরিচয় দিয়াছি। নিম্নলিখিত কলি কয়েকটীও উহার অংশ। অভিনয়ে গভীর ভাবের সঞ্চার হইত :—

গাও ভারতের জয়—
রূপবতী সাধ্বী সতী ভারত ললনা
কোথা দিবে তাদের তুলনা ?

শর্ম্মিষ্ঠা, সাধ্বী, সীতা, দময়ন্তী পতিব্রতা
অতুলনা ভারত-ললনা।
হোক্ ভারতের জয় ইত্যাদি,
বশিষ্ঠ, গৌতম, অত্রি মহামুনিগণ
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন।
বাল্মিকী, বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস,
কবিকুল ভারত-ভূষণ।
হোক্ ভারতের জয় ইত্যাদি।
বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী,
অধীনতা আনিল রজনী
সুগভীর সে তিমির ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি!
হোক ভারতের জয় ইত্যাদি,
ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ,
পৃথ্বীরাজ আদি বীরগণ?
ভারতের ছিল সেতু যবনের ধূমকেতু
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন।
হোক্ ভারতের জয় ইত্যাদি।
কেন ডর ভীরু কর সাহস আশ্রয়,
যতোধর্ম্ম স্ততো জয়।
ছিন্ন-ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?
হোক্ ভারতের জয় ইত্যাদি।

যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুরাজ ভারতীয় সৈন্যগণকে যবন (গ্রীক) সৈন্যগণের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত উৎসাহ-বাণীতে উত্তেজিত করিতেছিলেন ঃ

"ওঠ! জাগ! বীরগণ। দুর্দ্দান্ত যবনগণ,
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ।
হও সবে এক প্রাণ, মাতৃভূমি কর ত্রাণ,
শত্রুদলে করহ নিঃশেষ॥

বিলম্ব না সহে আর, উলঙ্গিয়ে তরবার
জলন্ত অনল সম চল সবে রণে।
বিজয় নিশান দেখ উড়িছে গগনে।
যবনের রক্তে ধরা হোক্ প্লবমান
যবনের রক্তে নদী হোক্ বহমান
যবন-শোনিত-বৃষ্টি করুক বিমান।
ভারতের ক্ষেত্র তাহে হোক বলবান।
এত স্পর্দ্ধা যবনের, স্বাধীনতা ভারতের
অনায়াসে করিবে হরণ?
তারা কি করেছে মনে, সমস্ত ভারত ভূমে
পুরুষ নাহিক একজন?
'বীর-যোনি এই ভূমি, যত বীরের জননী,'
না জানে একথা তারা অবোধ যবন।
দাও শিক্ষা সমুচিত দেখুক বিক্রম॥
ক্ষত্রিয়-বিক্রমে আজ কাঁপুক মেদিনী
ক্ষত্রিয়ের অসি হোক জ্বলন্ত অশনি
চৌদ্দ লোক কেঁপে যাক শুনি সেই ধ্বনি
পিতৃপিতামহ সবে, ছাড়ি দুঃখময় ভবে
গিয়াছেন চলি যাঁরা পুণ্য দিব্যধাম।
রয়েছেন নেত্র পাতি, দে'খ যেন যশোভাতি
না হয় মলিন, থাকে ক্ষত্রকুল নাম।
স্বদেশ-উদ্ধার তরে, মরণে যে ভয় করে,
ধিক সেই কাপুরুষে, শত ধিক তারে।
পচুক সে চিরকাল দাসত্ব আঁধারে,
স্বাধীনতা বিনিময়ে, কি হবে সে প্রাণ লয়ে
যে ধরে এমন প্রাণ ধিক্ বলি তারে।
যায় যাক প্রাণ যাক, স্বাধীনতা বেঁচে থাক
বেঁচে থাক চিরকাল দেশের গৌরব।
বিলম্ব নাহিক আর, খোল সবে তরবার
ঐ শোন ঐ শোন যবনের রব।

এইবার বীরগণ, কর সবে দৃঢ় পণ
মরণ শরণ কিম্বা যবন, নিধন,
যবন নিধন কিম্বা মরণ শরণ,
শরীর পতন কিম্বা বিজয় সাধন।

জ্যোতিরিন্দ্র নাথের* 'সরোজিনী' নাটকেও জন্মভূমির জন্য আত্মবলিদান হেতু বীরঙ্গনাগণ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশকালে গাহিতে-ছিলেন—

"জ্বল্ জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুণ
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা
দেখ্‌রে যবন দ্যাখরে তোরা
যে জ্বালা হৃদয়ে জাগালি সবে
সাক্ষী রহিলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে।"

'সরোজিনী' নাটকে নায়ক বিজয়সিংহ (অমৃত বসু মহাশয় সাজিতেন) বলিতেছে—

"যখন মাতৃভূমি আমাদিগকে কার্য্য ক'র্‌তে বল্‌চেন তখন তাই যথেষ্ট, আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত ক'রবার প্রয়োজন নাই। মাতৃ-ভূমির বাক্যই আমাদের একমাত্র দৈববাণী। দেবতারা আমাদের একমাত্র হর্ত্তা কর্ত্তা সত্য, কিন্তু মহারাজ, কীর্ত্তিলাভ আমাদের নিজের চেষ্টার উপরেই নির্ভর করে। অতএব অদৃশ্যের প্রতি দৃক্‌পাত না ক'রে পৌরুষ আমাদিগকে যেখানে যেতে বল্‌বে—চলুন আমরা সেইখানেই যাই।"

উপেন্দ্রনাথ দাস ঐ ন্যাসনাল থিয়েটারের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার শরৎ-সরোজিনী ও সুরেন্দ্র-বিনোদিনী উভয় নাটকেই তিনি

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকাবলী সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যরথী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, মহোদয়ের নিকট আমি বিশেষ ঋণী। ইনি 'বেঙ্গলীর' প্রসিদ্ধ স্বদেশভক্ত স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সুযোগ্য পৌত্র।

দর্শকবৃন্দকে নানারূপ জাতীয়তামূলক উক্তিতে উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। কোন কোন স্থানে ফোর্টউইলিয়মের প্রতিও কটাক্ষ ছিল। আবার উভয় নাটকেই জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটদের অত্যাচার কাহিনী বিবৃত হইয়াছিল। এই সমস্ত নাটক ও অভিনয় তদানীন্তন ছোট লাট স্যার রিচার্ড টেম্পলের আদৌ পছন্দ ছিল না। একবার বেলভিডিয়ার প্রাসাদে সাহিত্যিকগণ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে হেয়ার স্কুলের শিক্ষক হরলাল রায় "বঙ্গের সুখাবসান" নাটক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ছোটলাট বাহাদুর হরলালবাবুকে ঐ নাটকে স্বাধীনতা প্রকাশ করায় বেশ উপহাস করিয়াছিলেন।*

শিক্ষিত মহলে আর একটি বিষয়ে বড় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ইহারও উৎপত্তি সাদা-কালোর ভেদবুদ্ধিতে। "ইলবার্ট বিল আন্দোলনে" তখন উহা বিশেষভাবে সারারণের মধ্যে ব্যাপক আবেগ সঞ্চার করে।

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত মহাশয় একই বৎসরে বিলাত হইতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাস হইয়া বিভিন্ন স্থানে আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। সামান্য সামান্য বিষয়ে ত্রুটি হওয়ায় সুরেন্দ্রবাবুর চাকুরী যায়। এক সময়ে সুরেন্দ্রবাবু ঘোরতর সাহেব ছিলেন, এমন কি এজলাসে বাঙ্গলায় সওয়াল জবাব পর্য্যন্ত হইতে দেন নাই, কিন্তু তাঁহার পদচ্যুতিতে দেশীয়গণ সাদা-কালার পার্থক্য-বশতঃ চাকুরীটি গিয়াছে উপলব্ধি করিয়া বড়ই ব্যথিত হন ও জাতীয় অপমানে বিশেষভাবে উত্তেজিত হন।

সুরেন্দ্রনাথও বসিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। অক্লান্ত সাধনায় দু'এক বৎসরের মধ্যেই তিনি জনশক্তি উদ্বোধিত করিয়া ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন (Indian Associasion) গঠন করেন

---

* রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত।

১৮৭৬।২৬শে জুলাই তারিখে। ইতিপূর্ব্বে স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ও 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামে একটি জাতীয় সমিতি গঠন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে বেশ ভাল কাজ হইত।* রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান লীগ থাকিতে অন্য একটী সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপত্তি করেন। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ও একটী বঙ্গীয় সমিতি গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। যাহা হউক সুরেন্দ্রনাথ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গঠনেই কৃতকার্য্য হন। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু এ-বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন এবং তিনিই প্রথম সম্পাদক পদে বৃত হন ও সাহিত্যরথী স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার সরকার মহাশয় আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী হন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ হয়ঃ

(1) A Creation of a strong body of public opinion in the country.

(2) Unification of Indian races and peoples upon the basis of common political interests and aspirations.

(3) The promotion of friendly feeling between Hindus and Mohammedans.

(4) Inclusion of the masses in the great public movements of the day.

যাহা হউক এ সময়ের আর একটি ঘটনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অভিনয় আইন পাশ হইবার পরেই লর্ড লীটন ভার্নাকুলার প্রেস্ অ্যাক্ট (Vernacular Press Act) নামে একটি আইন করিয়া বাঙ্গালী সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন। অমৃতবাজার কাগজ তখন বাঙ্গলায় প্রকাশিত হইতেছিল, অতঃপর রাতারাতি ইংরাজী

* সভাপতি শম্ভু মুখার্জ্জি, সম্পাদক কালীমোহন দাস (চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যেষ্ঠতাত) সহসম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ।

হইয়া গেল। এই আইনে দেশবাসী আপনাদিগকে আরও অপমানিত মনে করিল। ইতঃপূর্ব্বে অস্ত্র আইন 'Arms Act' পাশ করিয়া ভারতবাসীগণকে নিরস্ত্র করিয়াও লর্ড লীটন যথেষ্ট কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়াছিলেন, ভারতীয়গণকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে ইনিই সুপারিস করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতসচিব তাহা অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু অতঃপর ১৮৮০ সালে ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্ট পরিবর্ত্তিত হইল। গ্লাড্‌ষ্টোনের হাতে আবার ক্ষমতা আসিল এবং তাঁহারই উদারতায় অতঃপর লর্ড লীটনের স্থানে ভারতে একজন সহৃদয় গভর্ণর জেনারেল আসিলেন। ইনিই ভারতবন্ধু সদাশয় রিপন। তাঁহার ভারত-হিতৈষণা সর্ব্বজন-বিদিত। কিন্তু অস্ত্র আইন রহিত করিতে না পারিলেও তিনি অনাচারমূলক 'মুদ্রাযন্ত্র আইন' (Press Act) দমন করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। বেণ্টিক ও ক্যানিং-এর ন্যায়, কৃতজ্ঞ-হৃদয় ভারত লর্ড-রিপনেরও যশোগান করিতে বিরত হইবে না। লর্ড রিপন যে কেবল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনঃ প্রদান করিলেন তাহা নয়। তিনিই প্রথমে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড এবং মিউনিসি-প্যালিটিতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত সাদা কালোর পার্থক্য যে ভারতবাসীর প্রাণে গুরুতর বেদনা দিতেছে, তাহা উপলব্ধি করিয়া তিনি প্রথমে ইলবার্ট বিলের যৌক্তিকতা সমর্থন করেন। উপরোক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ে এবং উহাদিগের আনুষিক ব্যাপারে জনশক্তি বড় প্রবল হইয়া উঠে। বস্তুতঃ ভারতবাসীর হৃদয়স্থিত প্রধূমিত অন্তশক্তি ১৮৮২—১৮৮৪-তে নানাভাবে আত্ম-প্রকাশ করে। এই সংহতি শক্তিই কংগ্রেসের উদ্যোগ পর্ব্ব।

ইলবার্ট বিল আন্দোলর আরম্ভ হয় ১৮৮২ সালের প্রারম্ভে। এই বৎসরেই Criminal Procedure Code-এর (ফৌজদারী কার্য্যবিধির) সংস্কার আরম্ভ হয়। এই সময় বেহারীলাল গুপ্ত মহাশর প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন

বাঁকুড়া জিলার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটরা জষ্টিস অব্ দি পিস্ (জে, পি) হইতেন, কিন্তু মফঃস্বলের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটরা Justice of the peace হইতে পারিতেন না। অথচ উভয়েই সিভিলিয়ান ফলে এই হইল যে, কলিকাতায় বিহারীলাল গুপ্ত শ্বেতাঙ্গদিগের (European British Subjects) অপরাধের বিচার করিতে পারিতেন আর মফঃস্বল বলিয়া উক্ত শ্বেতাঙ্গ আসামীর উপরে রমেশ দত্ত মহাশয়ের কোন হাত ছিল না। অথচ তাঁহার অধীনস্থ শ্বেতাঙ্গ জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের সেই বিচারের অধিকার ছিল। রমেশচন্দ্র বেহারীলালের দৃষ্টি এই বৈষম্যের প্রতি আকর্ষিত করিলে, মিঃ গুপ্ত ছোটলাট বাহাদুর স্যার এস্‌লি ইডেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দেন। স্যার এসলির নির্দ্দেশানুসারে মিঃ গুপ্ত একটি মন্তব্য লিখিয়া পাঠান এবং স্যার এসলি বড়লাট সাহেবের কাছে তাহা পাঠাইয়া উহা সমর্থনে মতামত প্রকাশ করেন। ইহাই পাঠ করিয়া ১৮৮২, ২০শে মার্চ্চ বড়লাট লর্ড রিপণ ব্যবস্থা-সচিব (Law Member) স্যার কোর্টনে ইলবার্টকে দিয়া একটি বিল (আইনের খসড়া) প্রস্তুত করেন। এই বিলই 'ইলবার্ট বিল' নামে খ্যাত। এই বিলের খসড়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ৩০শে জানুয়ারী প্রস্তুত হয়।

এই বিলটি উপলক্ষে সমগ্র শ্বেতাঙ্গ সমাজে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। নেটিভের হাতে তাহাদের বিচার! তাহাদের অসহ্য হইল। তাহারা চাঁদা তুলিয়া আন্দোলন চালাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন এবং এই আন্দোলনে ইউরোপিয়ান, ইউরেসিয়ান, আর্ম্মেনিয়ান ও ইহুদি প্রভৃতি সকলে দলবদ্ধ হইলেন। তাহাদের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া অচিরে একটী ডিফেন্স এসোসিয়েশন (Defence Association) গঠিত হইল।

৯ই ফেব্রুয়ারী (১৮৮৩) এই বিল ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইলে উহা বাহিরে আলোচনার জন্য সময় দেওয়া হয়। চতুর্দ্দিকে সভা হইতে আরম্ভ হয়, শ্বেতাঙ্গগণ এ-সম্বন্ধে লিখিতে, বলিতে ও

বুঝাইতে লাগিলেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এই বিলের প্রতিবাদকারিগণ টাউন হলে একটি বিরাট সভা করেন। ঐ সভায় জে. জে. কেস্‌উইক, মিঃ জি, এইচ. এ ব্রানসন ও এ বি. মিলার প্রভৃতি ক্ষুদ্রচিত্ত এংলো-ইণ্ডিয়ান দলপতিগণ দেশীয়দিগের সম্বন্ধে যে সাম্প্রদায়িক বিষ উদ্‌গীরণ করেন, তাহাতে সমগ্র ভারতে ভয়ানক আগুণ জ্বলিয়া উঠে। সে সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা তখনকার ভয়ানক দৃশ্য কখনও ভুলিতে পারেন নাই। কেবল দেশীয়গণের বিরুদ্ধে নয়, লর্ড রিপনও এই সমস্ত নেতৃবৃন্দের নানারূপ বিদ্রূপ ও নিন্দার পাত্র হইয়া উঠিলেন। আর ইংলিশম্যান ও হরকরা প্রভৃতি কাগজ সে সাম্প্রদায়িক অনলে ইন্ধন প্রদান করিতে লাগিল।

এই সভায় কটূক্তি ও বিদ্রূপবাণীতে ব্রানসনই সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করে এবং এরূপ জঘন্য নিন্দায় এমনি খ্যাতিলাভ করিল যে, বিলের বিরুদ্ধে তাহার প্রতিবাদ Bransonism এ পরিণত হয়! এই বিষয়ে সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র একজন দেশীয় খ্রীষ্টান (বাদক) ও এক জেলেনীর কাহিনী অতি অপূর্ব্ব ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা সেই চিত্রটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ইংলিশম্যান সংবাদ পত্র জলধর ডিপুটীর সহিত জেলেনির মধ্যে যে সম্পর্কের তত্ব খুঁজিয়া পাইয়াছে, আর ডিক্‌সন নামধারী একজন দেশীয় বাদক খ্রীষ্টানকে যে কিরূপে European প্রজা বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র বেশ রসিকতার সহিত সে চিত্রটী অঙ্কিত করিয়াছেন।

যাহা হউক, অনেকগুলি প্রস্তাব টাউনহলের উক্ত সভায় পাশ করা হয়। প্রথমটীতে বলা হয় যে, এই বিলটী অনাবশ্যক, "unnecessary, uncalled for and founded on no experience" আর, "Whilst forfeiting a much valued and prized and time-honoured privilege of European British subjects it confers no benefit upon natives, whilst imperilling the

liberties of European British subjects it in no way affords any additional protection to natives ; it will deter the investment of British capital in the country by giving rise to a feeling of insecurity as to liberties and safety of Europoan British subjects employed in the mofussil and also of their wives and daughters and it has already stirred on both sides a feeling of race antagonism and jealousy such as never has been aroused since the Mutiny of 1857.

এই প্রস্তাবটী উত্থাপিত করেন মিঃ জে. জে. কেস্উইক ' সমর্থন করেন মিঃ জে. এইচ. এ ব্রানসন এবং অনুমোদন করেন মিঃ ডব্লিউ ব্লিক।

আর্ম্মানিয়ান ও আংলো-ইণ্ডিয়ানগণের প্রতিবাদ ও 'নেটিভের' প্রতি বিষোদ্গীরণে এবং ইংলিসম্যান প্রভৃতি কাগজের ঐ প্রতিবাদের সমর্থনে কবিকণ্ঠ মুখর হইয়া উঠে। এই সময়ে এই আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া অনেক কবিতা ও ছড়া রচিত হয়। কবিবর হেমচন্দ্র লেখেন—

"গেল রাজ্য গেল মান, ডাকিল ইংলিসম্যান
ডাক ছাড়ে ব্রান্সন, কেসায়ক মিলার
নেটিভের কাছে খাড়া, নেভার—নেভার"
নেভার—সে অপমান, হতমান বিবিজান,
নেটিবে পাবে সন্ধান, আমাদের জানানা ?
বিবিজান! দেহে প্রাণ, কখনো তা হবে না।"

শ্বেতাঙ্গ ব্যারিষ্টারগণের যমস্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী লালমোহন ঘোষ মহাশয় ঢাকার নর্থ-ব্রুক হলে এমন প্রাণ-স্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা দেন যে, সমগ্র বাঙ্গালা ব্রানসন প্রভৃতির প্রতি অজস্র ধিক্কার বর্ষণ করিতে লাগিল।* হাইকোর্টের উকিলগণও সভা করিয়া ব্রানসন

* Our poets shall sing of his infamy until his name shall become a bye word and a hissing reproach to after-ages and to generation yet unborn.

প্রভৃতিকে কাজ দেওয়া বন্ধ করিল। দেশীয় য়্যাটর্নিরাও একটি সভা করিয়া উকিলগণের প্রস্তাব অনুমোদন করেন, আর ব্রানসনকে কোনও মোকদ্দমায় নিযুক্ত করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ফলে সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ব্রানসন হাইকোর্টে briefless ব্যারিষ্টাররূপে পরিণত হন। ব্রানসন এই কটূক্তির নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনাও করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশীয়গণ উহা মঞ্জুর করেন নাই। কারণ ব্রানসন নিজের মত যে ভ্রমাত্মক, তাহা ঘুণাক্ষরেও স্বীকার করেন নাই। ব্রানসনের তদানীন্তন অবস্থা "সোমপ্রকাশে" (১৮৮৩, ৭ই মে) বিবৃত আছে—

"কেবল সোমপ্রকাশের নয়, যাবতীয় সংবাদপত্রের পাঠকবর্গকে আর পরিচয় করিয়া দিতে হইবে না যে, এই ব্রানসন সাহেবটি কে? ইনি ন্যায় অন্যায় বিবেকশূন্য, ইলবার্ট-বিলের ঘোরতর বিরোধী, ইনিই অন্যায়পক্ষ সমর্থন করিয়া ইলবার্টদ্বেষী ইংরাজদিগের উকিল হইয়াছিলেন, সেই অপরাধে ইনিই ভারতবাসীর অশ্রদ্ধেয় হইয়া হা অন্ন হা অন্ন করিতে করিতে জাহাজে চড়িয়া তর্ তর্ করিয়া ভাসিতে ভাসিতে আজ সাগর পারে চলিয়া যাইতেছেন।

"আহা! ব্রানসন সাহেবের শেষ দশাটা ভাবিলে প্রাণের ভিতর কাঁদিয়া উঠে। এতকাল হাইকোর্টে থাকিয়া যিনি তর্কবিদ্যায় অসামান্য পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন—তাঁর অন্তিমদশায় এই ঘটিল। অর্থ যাঁহাকে অহরহ অনুসন্ধান করিত, রাশি রাশি মোকদ্দমা দিবার জন্য লোক যাঁহার কত আরাধনা করিত, সেই ব্রানসন অবশেষে একটীও মোকর্দ্দমা পাইলেন না; গললগ্নবস্ত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, তবু তাঁহার অদৃষ্টচক্র আর ঘুরিয়া আসিল না। সুতরাং দিনপাতের আর উপায় কি? কাজেই তিনি বিলাত যাত্রা করিলেন।" [সোমপ্রকাশ, ২৫শে বৈশাখ ১২৯০]

ভারতীয়গণের সংহতিবলে ব্রানসনের এই দশা হইল বটে, কিন্তু

শ্বেতাঙ্গগণের আন্দোলন থামিল না। Sir Rivers Thompson (পরবর্ত্তী ছোটলাট) লিখিলেন—

If it be the opinion of the Government of India that this is a case of temporary excitement which will soon die out, I am sure they are mistaken ; for I feel, in the whole of my experience in India, this is unmistakably the strongest and most united."

বস্তুতঃ শ্বেতাঙ্গগণ লর্ড রিপণের উপর বলপ্রয়োগ করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। ১৮৮৩-৮৪ শীতঋতুতে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে গভর্ণমেণ্ট হাউসের সিংহদ্বারে লর্ড রিপণের সহিত একদল লোক অপমানসূচক ব্যবহার করিয়াছিল। মিঃ বাকলাণ্ড বলেন—

A conspiracy had been formed by a number of men in Calcutta who had bound themselves in the event of Government adhering to their projected legislation to over-power the sentries at Government House, put the Viceroy on board a steamer at Chandpalghat and send him to Engand via Cape Comorin. The existence of the conspiracy was known to the Lieutenant Governor and the responsible officers who subsequently gave the information.

দুই একজন সহৃদয় বন্ধু জিজ্ঞাসু হইয়াছেন যে, কংগ্রেসের ইতিহাসে সাহিত্যের বিস্তৃত ইতিহাসের প্রয়োজন কি ? এই প্রশ্ন খুবই সমীচীন এবং ঐ সকল বন্ধু যে সময়োচিত উপদেশ বাক্যে আমাকে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহাতে আমি তাঁহাদের নিকট খুবই কৃতজ্ঞ।

কংগ্রেসের ইতিহাস লিখিতে বিভিন্ন দিক্ হইতে বাঙ্গালীর অবদান উল্লেখ না করিলে সেই ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে। কারণ এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে "What Bengal thinks today, India thinks tomorrow". আর বঙ্গবাসীই যে সর্ব্বাগ্রে প্রথম হইতে

স্বাবলম্বন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আর লর্ড রিপনের সময় আত্মপ্রতিষ্ঠার উপাদানও জুটিয়াছিল, বাঙ্গালা সাহিত্য যদি জমি উর্ব্বর করিয়া না রাখিত, তবে জনশক্তি এত প্রবল হইত না, আবার জনশক্তি প্রবল না হইলে কংগ্রেস ক্রমে জন-কয়েক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত বাৎসরান্তিক মিলন সভায় আরম্ভ হইয়া অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে এত বড় বিরাট জনসঙ্ঘে পরিণত হইতে পারিত না, সুতরাং জনশক্তির উদ্ভব, বৃদ্ধি ও প্রধান্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে পূর্ব্ববর্ত্তী যাবতীয় ঘটনাবলী এবং সাহিত্যের অবদান উল্লেখ না করিলে কংগ্রেসের ইতিহাস একেবারে অসম্পূর্ণ থাকিবে। সুতরাং অনিবার্য্য কারণে ঐ সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িতেছে, আর জাতীয় সাহিত্যেই সেই সমস্ত কাহিনী সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইয়াছে। এজন্যই ১৮৮৫ ডিসেম্বরের পূর্ব্বের জাতীয় সাহিত্যের অবস্থা ও যাবতীয় আবশ্যকীয় ঘটনাই এই গ্রন্থে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

ইলবার্ট বিল সম্বন্ধে কেন সহসা এরূপ তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইল? "নেটিভে"র উদ্দেশ্যে কেন এত বিষোদ্গার হইল? ইডেন, রিপন ও ইল্‌বার্ট তো রত্নের আশায় সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন, তবে কেন হলাহল উত্থিত হইল, কেন তাঁহারা শেষে ভীত হইয়া পড়িলেন? এখানে তাহার উল্লেখ করিব,—অনেকেই জানেন যে লর্ড রীপন এই সময়ে স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে স্যার রিচার্ড গার্থের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী ভাবে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং মিঃ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ষ্টাণ্ডিং কৌন্সিলি (Standing Counsel) নিযুক্ত করিয়া উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে শ্বেতকায় ব্যারিষ্টারগণ বড়ই অসন্তুষ্ট হন। *

* সুপ্রসিদ্ধ জন ব্রাইট এই অসন্তোষের কারণানুসন্ধান করিয়া মন্তব্য করেন—

"These two appointments and the suspicion that more may follow, have disturbed the minds of the members of the Calcutta Bar, and built up all this jealousy"—Speech at Wills' Rooms on Aug. 1, 1883.

বস্তুতঃ ইউরোপীয়গণ মনে করিতেন যে, "ভারতবর্ষ আমাদের বিজিত দেশ, আমরা তরবারির সহায়তায় ইহা অর্জ্জন করিয়াছি, তরবারির সহায়তায়ই ইহা রক্ষা করিব। এদেশবাসীর ভারতবর্ষে অধিকার কি? ইহারা তো দাস বই কিছুই নয়?" ইলবার্ট বিলের সময় ছোট লাট স্যার রিভারস্ টমসন, মিঃ জষ্টিস্ ষ্টিফেন প্রভৃতি সিভিলিয়ানও এই সাদা-কালোর পার্থক্য বিদূরিত করিতে অগ্রসর না হইয়া বরং ইহার বিরোধীই হইয়াছিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শ্বেতকায় এসিয়াবাসীও, এমন কি আর্ম্মানিয়ান ইহুদী পর্য্যন্ত ইলবার্ট বিলের ঘোরতর বিরোধী হইয়াছিলেন। সাদা কালোর পার্থক্য উঠাইবার উদ্দেশ্য * পণ্ড হইল। প্রসিদ্ধ বাগ্মী লালমোহন ঘোষ বাঙ্গালা দেশেই কেবল ব্রানসনের প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়ান নাই, ইংলণ্ডে গিয়াও নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়া উদার ইংরাজগণকে পক্ষানুবর্ত্তী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্রাইট, ব্রাড্‌ল প্রভৃতি উদারনীতিক ইংলণ্ডবাসীগণ এদেশীয় ইংরাজগণকে বিশেষ সতর্ক করিয়া ভারতবাসীর সহিত সৌহৃদ্য স্থাপন করিতে উপদেশ দেন। ব্রাড্‌ল'র পার্লামেণ্টের বক্তৃতায় এই ভাবটি স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। তিনি এই সময়ে ১৮৮৩, ৩১ ডিসেম্বরে ভারতবাসীগণকে সমানাধিকার প্রদানের পক্ষপাতী হইয়া পার্লামেণ্টে বলেন—

"I am of opinion that we have obtained our authority in India in a great part by means, of which we ought to be heartily ashamed. And I think if we continue to govern India there is the weightiest duty upon every Englishman and English woman to take care that the despotic authority of England should be used, as much as it can be, to redeem our past and to make our Indian fellow citizens desirous of being governed by us (hear, hear). Conservative speakers seem to hold a

---

* Object of removing the race-disability imposed upon native Magistrates and Judges by chapter 33 of the Code of Criminal Procedure.

ifferent view. They hold the view that was put forward by ord Ellenborough in the House of Lords many years ago. He said that "*Our very existence depended upon the exclusion of the native from the military and political power. We have won the empire by the sword and we preserve it by the same means*". [*Shame*]. I say that is a shameful doctrine (hear, hear). I say that is a doctrine which no Englishman, to whatever party he may belong, ought to propound". †

Corn Law-এর বিনাশকর্ত্তা বৃদ্ধ জন ব্রাইট্ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্যে স্বাভাবিক উদারতা দেখান:

"But I should say that one thing is perfectly certain that India was not committed to our control to be held as a field for English ambition and English greed, Our fathers may have erred—in my opinion, they did greatly err—but their children will make some compensation to the countless millions now subject to their rule by a policy of generosity and justice—a policy, which in my opinion, India and the world have a right to expect and to demand from the Christian people, as we profess to be". *

"ইংরাজগণের দুরাকাঙ্ক্ষা ও অর্থলিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্যই ভারতবর্ষের শাসনভার আমাদের হস্তে ন্যস্ত হয় নাই।..."

ব্রাড্‌ল একজন উদারনৈতিক ভারত-হিতৈষী পার্লামেণ্টের সভ্য ছিলেন। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, যদি ক্ষুদ্রচিত্ত ইউরোপবাসী শ্বেতাঙ্গগণ ভারতীয়গণকে আপনার করিবা লইতে না পারেন, তবে তাহারা যেন সেই দেশে না যায়। ইলবার্ট বিল সম্বন্ধে তাঁহার মতও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:—

I hold here a Government report—not a report of a party character but a report made under the authority of Govern-

† Vide 'Hindu Patriot', January 9, 1884.

* Presidential Speech t Wills' Rooms on August 1, 1883, in support of Ilbert Bill.

ments both Conservative and Liberal, and I find that since railways have commenced, mean whites or European vagrants have begun to spread over the country and are increasing in numbers so that efforts have been made to grappte with this evil. This report has not been made for the Ilbert Bill, for it was printed nine years before the Ilbert Bill was proposed. The gaols and work-houses have found in them too many of these European vagrants. But none of these have been subject to Criminal Law, because there was no European Judge and in order to get them tried, you had to send them to Madras, Calcutta or Bombay. Often you could not transport the witnesses so far; therefore, there was a failure a and miscarriage of justice. The Ilbert Bill is to remedy this, to give the same jurisdiction outside the presidency cities as exists......Now Mr. Justice Stephen claims tht the Ilbert Bill ought not to be accepted because it is the privilege of the European not to be tried by a Hindoo. I deny that privilege. If an Englishman puts himself in contact with the Hindoo knowingly beforehand, he is bound to submit himself to the law and he has no right to privilege which prevent his crime from punishment. (cheers.)

The people who has no sympathy with the natives amongst whom they go, should not go there (hear, hear). They should not go amongst them if they intend to regard them as an alien race. And if they go, they have no right to ask us to protect them with the sword, because they do not choose to be sympathetic with the natives to whom it is their profit to go.

কিন্তু ইংলণ্ডে লালমোহন, ব্রাইট, ব্রাড্‌ল, ব্রাইস্‌ প্রভৃতি মহানুভবগণের চেষ্টা সত্ত্বেও, এবং ভারতে জনশক্তি প্রবল হইয়া উঠিলেও, ফলতঃ সবই ব্যর্থ হইল। ১৮৮৪ সালের ৪ঠা ও ৭ই জানুয়ারীতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাদানুবাদ হয় এবং পরে ২৮শে জানুয়ারী ১৮৮৪ সালের তিন আইন (Act III 1884) বিধিবদ্ধ হইয়া স্থিরীকৃত হয়:

(১) ইউরোপীয় এবং ভারতীয় জিলার মাজিষ্ট্রেট এবং দায়রার জজদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে না, তাঁহারা 'জষ্টিস অব দি পিস্ (J. P.)' বলিয়া অভিহিত হইবেন।

(২) কিন্তু ইউরোপীয় প্রজা (European British subject যে কোন অভিযোগে ইচ্ছা করিলেই বিচারে জুরীর সহায়তা পাইবেন। সেই সব জুরীর অধিক সংখ্যকই তাঁহাদের সমশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি হইবেন।

ইহাতে ফলে কোন লাভই হইল না। এদিকে ইউরোপীয় প্রজাগণের সুবিধা পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিল। ভারতীয় প্রজাগণের জুরীর সুবিধা রহিল না। আর ইংরাজের পক্ষে অন্যরূপ দাঁড়াইল। এদিকে জিলার ইউরোপীয় জুরীগণ নির্দ্দোষী বলিলে প্রায়ই আসামীর মুক্তিলাভ হইত। অনেক সময়ে মফঃস্বলে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক জুরী পাওয়া যাইত না। ফলে অন্য জিলা অথবা কলিকাতায় বিচার হইত, তাহাতে বিচারপ্রার্থীর অযথা খরচ ও অসুবিধার একশেষ হইত এবং সাক্ষী প্রভৃতি যথা সময়ে উপস্থিত করিতে না পারায় অপরাধীর অব্যাহতিলাভ প্রায়ই হইত। অতএব ইলবার্ট বিলের পরিণাম ভারতবাসীর পক্ষে মোটেই হিতজনক হইল না? এবং লর্ড রিপনকে বাধ্য হইয়া এই কয়টি বিষয়ের জন্য ব্যাপারটী Select Committee-তে দিতে হইয়াছিল। তবে দণ্ডপ্রদান সম্বন্ধে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের একটু ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। কার্য্যবিধির ৪৪৬ ধারানুসারে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্বেতাঙ্গ অপরাধীর তিন মাস বা ১০০০৲ টাকার স্থলে ৬ মাস শাস্তি অথবা ২,০০০৲ টাকা জরিমানা পর্য্যন্ত করিতে পারেন। ইহা কিছুই নয়, কারণ দেশীয় জিলার মাজিষ্ট্রেটের হাতে বিচারই প্রায় হইত না; কারণ যে সমস্ত স্থানে জিলার মাজিষ্ট্রেটের ভার এদেশবাসীর নিকট অর্পিত থাকিত, সেখানে শ্বেতাঙ্গ আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটও দেওয়া হইত। আর ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট্ও এই সব হাঙ্গামার ভয়ে সাধারণতঃ অধীনস্থ শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ান আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের আদালতেই এরূপ

মোকদ্দমা প্রেরণ করিতেন। কারণ শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেটগণের ক্ষমতা পূর্ব্ববৎই রহিল। ফলে যেখানকার জল সেখানেই রহিল। নীল-কর ও চা-করগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল।

কবিবর হেমচন্দ্র ইলবার্ট বিলের পরিণাম দেখিয়া 'মন্ত্রের সাধন' নামে কবিতায় প্রাণের ঝাল মিটাইলেন—

শিখিবে ভারত—শিখিবে এ কথা
চিরদিন তরে না হবে অন্যথা—
একদিকে কোটী প্রাণী কাতরতা
শ্বেতাঙ্গ ক'জন বিপক্ষ তায়!
তবুও ক'জনে চরণে দলিল
রাজ প্রতিনিধি রাজমন্ত্রিদল
স্বজাতি গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিল
এমনি তাদের অমিত বল
শেখ রে এখন ভারত সন্তাণ
শ্বেতাঙ্গ নিকটে তৃণের সমান
সমগ্র ভারত জাতি কুলমান—
রাজস্তুতি গান সব বিফল।
যে মন্ত্র সাধনে সুপটু উহারা
সেই বীরব্রত—একতার ধারা
সে সাহস-উৎস—সে উৎসাহ-ধারা
হৃদয়কন্দরে গাঁথিয়া রাখো—
তবে অগ্রসর হৈও কভু আর—
করিতে এরূপে স্বজাতি উদ্ধার—
পণে যদি দাও প্রাণ আপনার—
নতুবা যা আছো তাহাই থাকো ॥*

* বস্তুতঃ লালমোহনও এ বিষয়ে বিলাতের সভায় স্পষ্টই বুঝাইয়াছিলেন—

"Well, gentlemen, it comes to this, that while a native of India may be sentenced to capital punishment without the intervention of a jury, the same Magistrate may not of himself impose a shilling fine on a drunken Englishman who may claim to be tried by a jury, no matter how trivial the offence may be with which he is charged—with being drunk or disorderly in the streets".

হেমচন্দ্র লর্ড রিপনকেও রেহাই দেন নাই। তাঁহার সম্বন্ধেও উল্লেখ করিয়া নিম্নলিখিত কবিতা রচনা করিয়াছেন—

"শুন হে রিপন ভারতের লাট
আর নাহি করো এ তাণ্ডব নাট
বিষময় ফল—বিষম বিকট
  মনুষ্য-হৃদয় সহিত খেলা।
অতি হীনবল—ঘোর কৃষ্ণকায়
সে জাতিও যদি আশার দোলায়
দুলে বহুক্ষণে—আশা না জুড়ায়
  সে নিরাশাঘাত রোধে না বেলা
সুধাছলে তুমি দিলে হলাহল
সম্প্রীতি করিলে সহ নিজদল
বাড়ালে তাদের শতগুণ বল
  'পৃটোরিয়া গার্ড' রোমেতে যথা।"

কিন্তু ভারতবাসীর প্রতি তিনি বস্তুতঃই সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে, রিপনের ঐ ব্যাপারে বিশেষ দোষ ছিল না, তিনি দোটানায় পড়িয়াই এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থা ছিল "Between Scil'a and Charybdis." লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর Sir Rivers Thompson-প্রভৃতি সকলেই তাঁহার বিপক্ষে ছিলেন। তাঁহার অবস্থা সম্বন্ধে সমসাময়িক সংবাদপত্র-সম্পাদকের মতের সহিত আমাদের খুব মিল হয়। † উক্ত সাংবাদিক মন্তব্য করিয়াছেন—

A few days before the commencement of the past year, had been announced the concordant with the European and Anglo-Indian Defence Association upon the ill-fated Ilbert Bill. Throughout the prolonged and bitter controversy caused by this unfortunate measure. the native community had given Lord Ripon a loyal, warm and enthusiastic support.

† Hindu Patriot Jan, 5. 1885.

Nevertheless their hopes received a rude shock, when the late Viceroy set his heart upon domestic reform ; little did he think of the difficulties which beset his path. Surrounded by a Bureaucracy tenacious of their own powers and by a European community jealous of their own privileges, Lord Ripon found himself placed in an extremely difficult and delicate position, and some of his whole schemes for the advancement of the country were shipwrecked between them. "The peace with dishonour"—as our lamented predecessor, The Hon'ble Kristo Das Pal in the agony of his distress characterised the arrangement in the Defence Association—had grievously disappointed our countrymen. The task of reform in India is difficult in in any case, but it becomes hopeless when it is imposed by obstructions prepared for at the very Council table of the Government House.

লালমোহনও Kensington Town Hall-এ এই সম্বন্ধে বলেন*

"Well, gentlemen, I must confess that for a time it seemed as if the feelings of loyalty to the throne, and of grateful admiration for the Viceroy, were about to give way to resentment and sullen discontent ; it seemed as if my countrymen were about to lose all faith in the sincerity of English statesmen, or at any rate, in their capacity and power to do justice to us when the Anglo-Indian community were interested in the perpetuation of injustice and oppression. But, gentlemen, when we had time for reflection and after the outburst of disappointment, better cornsels prevailed. We recognised the earnestness with which Lord Ripou had laboured for the good of the people. We recognised the difficulties which the Viceroy had :had to encounter. We felt that a Viceroy, however good and conscientious he might be—and none could be better or more conscientious than Lord Ripon—we felt that such a Viceroy, unless he also happened to be gifted with more than ordinary strength of mind, would perhaps be powerless to

* Lecture on Friday, 4th April, 1884.

do much good to us, if he is to be thwarted at everp step and opposed, openly and in secret, by the whole pack of permanent officials in India. I might go further, that it is hardly much use for you to send out a good man to India like Lord Ripon if he is to have as his immediate subordinates men like the Lieutenant Governor of Bengal—men who are constantly insulting the Indian people by openly professing their contempt for Indian national sentiment and popular feeling.

(Cries of 'shame' & hissing)

ইলবার্ট বিলের পরিণাম এইরূপ হইল বটে, উহার উদ্দেশ্য পণ্ড হইল সত্য, কিন্তু বাঙ্গালী একটা মহৎ শিক্ষা লাভ করিল। ইংরাজ তাহাকে সঙ্ঘবদ্ধতার পরিণাম শিখাইল—বাঙ্গালী সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ইংরাজকেও স্তব্ধ করিল।*

বস্তুতঃ দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথের মোকর্দ্দমা ও নির্য্যাতনে বাঙ্গালী উপরোক্ত শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের সদ্ব্যবহার করিল। তবে পার্থক্য এই —শ্বেতাঙ্গগণ যেমন বাঙ্গালীর প্রতি অসৌজন্য-সূচক উক্তি প্রয়োগ করিয়া ক্ষুদ্রতার পরিচয় দিয়াছিল, বাঙ্গালী কখনও তাহা করে নাই। আর এই আন্দোলন কেবল বঙ্গভূমেই নিবদ্ধ রহিল না। বোম্বাই, মাদ্রাজ, অযোধ্যা, পাঞ্জাব প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণ বাঙ্গালীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া এই অন্দোলনে যোগদান করিয়া উহা শক্তিশালী করিয়া তোলে। † এইখানে উহার আমূল বৃত্তান্ত প্রদান করিতেছি :—

* They faithfully reproduced the example set by the European community when the editor of the 'Bengalee' Newspaper was committed by the Full Bench of the High Court to the Presidency Jail on a charge of contempt of Court (Jan. 7, 1884. 'Hindu Patriot').

† (Vide Editor's remarks, Hindu Patriot 7. I. 1884.)

Our enemies were but too ready to taunt us with the remark that the hardy races of Upper India had no sympathy for the weak Bengalee but the demonstrative action in the North Western Provinces, the Punjab. Oudh, Bombay and Madras showed beyond the shadow of a doubt that there is a common feeling among all classes of the native population throughout the country.

কলিকাতার বড়বাজারের একটি মোকর্দ্দমায় হাইকোর্টের বিচার-পতি নরিস্ সাহেব গৃহস্বামীর বাটীস্থ শালগ্রাম-শিলাটীর প্রাচীনত্ব বা নবীনত্বপ্রমাণের জন্য উহা আদালতে আনিতে আদেশ দেন এবং ইহাতে দেশবাসী যাবতীয় হিন্দুর মন ব্যথিত হয়।

এই ঘটনাটি সর্ব্বপ্রথমে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পিতা ভুবন-মোহন দাশ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত Brahmo Public Opinion কাগজে প্রকাশ করিয়া আদালতের এইরূপ আপত্তিজনক আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার সম্পাদিত বেঙ্গলী সংবাদপত্রে তীব্রতার সুর আরও একটু উপরে উঠাইয়া জষ্টিস নরীসের আচরণের ঘোর প্রতিবাদ করেন। উক্ত মন্তব্যে জজ বাহাদুরকে জেফ্রিস ও ক্রেগ্‌সের সহিত তুলনা করা হয়। তখন ইলবার্ট বিলের তুমুল আন্দোলনে বঙ্গদেশ একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রকম্পিত, ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে সদ্ভাবের হ্রাস পাইয়াছে, পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে। জষ্টিস নরীসও রাজনৈতিক আন্দোলনকারী সুরেন্দ্রনাথের ভাষা নীরবে সহ্য করিলেন না। অবিলম্বে সুরেন্দ্রনাথকে আদালত-অবমাননার অপরাধে Full bench-এ সোপর্দ্দ করা হইল এবং বিচারে তাঁহার দুইমাস বিনাশ্রম দেওয়ানী জেলের আদেশ হইল। ঐ সময়ে চীপ জষ্টিস ছিলেন স্যর রিচার্ড গার্থ। মিঃ রমেশচন্দ্র মিত্রও (পরে স্যর রমেশ) পাঁচজনের একজন ছিলেন কিন্তু তিনি ভিন্ন মত পোষণ করিয়া বলেন যে, এরূপক্ষেত্রে Taylor case-এ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রধান বিচারপতি স্যর বার্ণেস্ পিকক্ কেবল জরিমানাই করিয়াছিলেন ; এ ক্ষেত্রেও জেল-শাস্তি দেওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তাই নাই। কিন্তু সকলে ছিলেন একদিকে আর তিনি একদিকে, অতএব অধিকাংশের মতানুসারে জেলের আদেশই বহাল রহিল।

যেদিন সুরেন্দ্রবাবুর জেলের হুকুম হয় (৫ই মে, ১৮৮৩), ছাত্রগণ একটি বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া হাইকোর্টে প্রবেশ করে। ঢাকার

বিখ্যাত ব্যায়াম-বীর (পরে জুবিলী স্কুলের শিক্ষক) ৺পরেশনাথ ঘোষ মহাশয় তখন কলিকাতায়। তিনিও শোভাযাত্রার সঙ্গে ছিলেন এবং হাইকোর্টের দরজা বন্ধ হইবার পূর্ব্বে দ্বাররক্ষাকারি-গণকে—যেন সাহায্য করিবার অভিপ্রায়েই—উহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দরজা ধরিয়া রাখেন। সান্ত্রীগণ বুঝিল যে ছাত্রগণ পরেশনাথকে ঠেলিয়া ভিতরে যাইতে পারিবে না তাই কেহ আপত্তি করিল না; কিন্তু তাহারা অবিলম্বে দেখিয়া বিস্মিত হইল যে তাঁহার বিশাল পদদ্বয়ের মধ্যের স্থান দিয়া ছাত্রগণ অনায়াসে দলে দলে হাইকোর্টের প্রাঙ্গনে ও এজলাসে প্রবেশ করিতে লাগিল।

স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় (পরে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার আশুতোষ) সেই ছাত্রদলের দলপতি ছিলেন; স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জনও (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন) সেই দলভুক্ত ছিলেন। স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের একটি শ্যালকও তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া জানালা ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং তজ্জন্য আট দিনের জেলে সুরেন্দ্রবাবুর সহযাত্রী হন। সুরেন্দ্র নাথের মুক্তির পরেও (৪ঠা জুলাই, ১৮৮৩), সভা, শোভাযাত্রা ও অভিনন্দনের কলকোলাহলে দেশের চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। ইলবার্ট বিল আপোষের কয়েক মাস মধ্যেই, ১৮৮৪ সালের শেষ দিকে, লর্ড রিপন পদত্যাগ করিলেন। আবার বাঙ্গালার—কেবল বাঙ্গালার নহে, সমগ্র ভারতের —সঙ্ঘবদ্ধতার সুরে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত হইল। প্রথমেই তিনি কি কাজে যেন দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন, ফিরিবার পথে শিয়ালদহ হইতে গভর্ণমেণ্ট হাউস পর্য্যন্ত কলিকাতায় যে শোভাযাত্রা হইল তাহা অবর্ণনীয়, অপূর্ব্ব, অভাবনীয়। যে আবেগ, যে শ্রদ্ধা, যে কৃতজ্ঞতা লইয়া বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধ-বনিতা তাঁহার দর্শনেচ্ছু হইয়া রাস্তায়, ময়দানে, জানালার পার্শ্বে জনতার সৃষ্টি করিয়াছিল পূর্ব্বে তাহা কেহ কখনও দেখে নাই। অতঃপর আবার কলিকাতা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত প্রদেশে প্রদেশে জিলায় জিলায় ভারতের লোক তাঁহাকে

যেরূপ আকুল প্রাণে বিদায় দিয়াছিল তাহাও কল্পনার অতীত। সমগ্র ভারত এক সুরে বাজিয়া উঠিল আর আমলাতন্ত্র ভয়-ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসু হইল—একি সত্য না স্বপ্ন! (If it is real what does it mean ?)

ইলবার্ট বিল আন্দোলন ও সুরেন্দ্রনাথের নির্য্যাতন ব্যতিরেকে আর একটি বিষয়েও বাঙ্গালী হৃদয় উত্যক্ত ও ব্যথিত হইয়াছিল। যদিও সেই আন্দোলনের মর্ম্ম শিক্ষিত ব্যক্তি মহলেই (Intelligensia-তেই) নিবদ্ধ ছিল, তথাপি গভর্ণমেণ্টের অ-সমান ব্যবহারে সকলের হৃদয়ই তিক্ততায় ভরিয়া গিয়াছিল। এই আন্দোলনটি সিভিল সার্ভিস সংক্রান্ত ব্যাপারে উত্থিত হইয়াছিল।

লর্ড মেকলে এদেশবাসীদিগকে রাজকার্য্যে তুল্যাধিকার দেওয়ার জন্যই ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন করিয়াছিলেন। এই সময়ে, লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে, ১৮৩৩ সালে যে চার্টার পুনঃপ্রবর্ত্তিত হয়, তাহার একটি ধারায় (Sec. 87 of the Charter Act of 1833) তাহা লিপিবদ্ধ আছে :—

"No native of the said territories nor any natural-born subject of His Majesty resident therein shall, by reason only of his religion, place of birth, descent, or colour be disabled from holding any place, office or employment under the Company."

"And it is our further will that, so far as may be, our subjects, of whatever race or creed, be freely and impartially admitted to office in our service—the duties of which they may be qualified by their education, ability and integrity duly to discharge".

এই দুইটি প্রতিজ্ঞাপত্রের বলেই, এই দেশের লোক যাহাতে ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের ন্যায় পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে পারে, তজ্জন্য ভারতবাসীগণকে উক্ত পরীক্ষা প্রদানের অধিকার দেওয়া হয়। এই নিয়মের ফলেই স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া

বোম্বাই প্রদেশে মাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র এবং বিহারীলালও সিভিলিয়ান পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন। কিন্তু লর্ড লিটন এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নেটিভের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিয়া শঙ্কিত হন ও এই ভারতীয়গণের সেই অধিকার লোপের জন্য সুপারিস করিয়া ডেস্‌পাচ পাঠান। ভারত-সচিব লর্ড ক্র্যানব্রুক (Cranbrook) কিন্তু তাহা অনুমোদন করিলেন না।

কিন্তু অন্যভাবে লর্ড লিটনের উদ্দেশ্য সাধিত হইল।

অতঃপরে উক্ত পরীক্ষায় ২২ বৎসরের স্থলে ১৯ বৎসরের বেশী বয়স্ক পরীক্ষার্থীর অধিকার বিলোপ করা হয়। আর লর্ড লিটন আনন্দের সহিত প্রকাশ করেন যে এই বয়স কমাইয়া দেওয়ায় ভারতবাসী আর বড় কেহ পরীক্ষায় পাশ হইতে পারিবে না। ফলে ভারতবাসীর নিকটে সিভিল সার্ভিসের দ্বার একরকম রুদ্ধই রহিল। বস্তুতঃ ১৯ বৎসরে পরীক্ষা দিতে হইলে বৎসর তিনেক পূর্ব্বে পরীক্ষার্থীকে ইংলণ্ডে যাইতে হইত। এত অল্প বয়সে মা বাবা প্রায়ই ছেলেকে ছাড়িয়া দিতেন না। আর ইংরাজীতেও তাহাদের জ্ঞান ইংরাজ ছাত্রদের মত হইত না। আর এ পর্য্যন্ত কোন ছাত্রই ১৯ বৎসরের পূর্ব্বে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন নাই।

এই বৈষম্যের জন্য এই দেশে ও ইংলণ্ডে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং লালমোহন সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই আন্দোলনের মূলে ছিলেন। লর্ড রিপন এই বৈষম্য উঠাইবার জন্য, ইংলণ্ডে ও ভারতে যাহাতে উক্ত পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয় এবং সংস্কৃত* ও আরবী ভাষায় যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় নম্বর বেশী থাকে তজ্জন্য ২৬।৯।৮৩ ও ১৮৮৪ সালের ১৭ এপ্রিল তারিখে দুইটি despatch লিখিয়া পাঠান। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কারণ তিনি এবং ইলবার্ট

* সত্যেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভাষায় অনেক নম্বর পাইয়াছিলেন, কিন্তু তৎপরেই উক্ত বিষয়ে ৫০০ নম্বরের স্থানে ৩৫০ নির্দ্দিষ্ট হয়। অপর পক্ষে, লাটিন ও গ্রীকে বেশী নম্বর নির্দ্দিষ্ট হয়।

সাহেব ছিলেন বয়স-বৃদ্ধি অর্থাৎ ২২ বৎসরের পক্ষে, আর কাউন্সিলের অন্যান্য সভ্য ছিলেন এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে; বিশেষতঃ ভারত-সচিব লর্ড কিম্বারলে তাঁহাকে (লর্ড রিপনকে) কোন রূপেই সমর্থন করেন নাই। তবে এই উপলক্ষেও জনশক্তি অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়।

ইলবার্ট বিল আন্দোলন, সুরেন্দ্রনাথের নিপীড়ন, লর্ড রিপনের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি এবং সিভিল সার্ভিস আন্দোলন প্রভৃতি ব্যাপারে যে জনশক্তি এত বৃদ্ধি পাইল এবং যে জনশক্তির প্রাবল্যে ভাবী কংগ্রেস প্রথম হইতেই শক্তিশালী সঙ্ঘে পরিণত হইবার মত অনুষ্ঠান গড়িবার মত হইয়াছিল. সেই শক্তির উদ্ভব কোথায়? কেবল কবিতা, প্রবন্ধ, নাটকেই কি ইহার উৎপত্তি? বাঙ্গালী তো বহুকাল পূর্ব্বেই বিষাদ-তিমিরে মগ্ন হইয়াছিল—

কত কাল পরে বল ভারত রে!
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে।
অবসাদ-হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে
ও কি শেষ-নিবেশ রসাতল রে।
নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে,
পর-দাসখতে সমুদয় দিলে;
পর হাতে দিযে ধনরত্ন সুখে,
বহ লৌহ-বিনির্ম্মিত হার বুকে।
পরদীপমালা নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।*

কিন্তু এই তিমির হইতে আলোকরশ্মি দেখাইয়া কে বাঙ্গালার শক্তি গড়িল? কে বাঙ্গালীকে আশার বাণী বলিয়া উৎসাহিত করিল? কাহার মন্ত্রশক্তিবলে বাঙ্গালার আপামর সাধারণ ক্রমে এত শক্তিমান হইয়া উঠিল? পূর্ব্বাপর আনুপূর্ব্বিক অবস্থা অনুধাবন করিলে বলিতে হইবে যে, **এই শক্তিগঠনের কৃতিত্বই বঙ্কিমচন্দ্রের।**

---

* সুকবি গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়-রচিত বিষাদমূলক স্বদেশী সঙ্গীত। ১২৮৩ সালে 'আর্য্যদর্শন' কাগজে প্রথম প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিমই প্রথমে বাঙ্গালীকে মাতৃমূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। বঙ্কিমই প্রথমে দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া শুনাইয়াছিলেন—

"এস ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার-কালস্রোতে ঝাঁপ দিই! এস আমরা দ্বাদশকোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয়কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্র মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে উহারা পথ দেখাইবে—চল চল অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কাল-সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?"

বঙ্কিম সকলকে ডাকিলেন, কাল-সমুদ্রে সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা দেখাইলেন, ছয়কোটি সন্তান লইয়া দ্বাদশকোটি করজোড়ে মায়ের পাদপদ্ম পূজা করিতে চাহিলেন, কিন্তু আমরা তো সে মুর্ত্তি দেখিলাম না, সে মূর্ত্তি দেখিতে চাহিলাম না—সে পাদপদ্ম পূজা করিতেও আগ্রহ হইল না। তাই বঙ্কিম কাঁদিতে কাঁদিতে লিখিলেন,—

"আমি একা রোদন করিতেছি। কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা"—('বঙ্গদর্শন' তৃতীয় খণ্ড—"আমার দুর্গোৎসব" ১২৮১ কার্ত্তিক, ১৮৭৪-নভেম্বর)।

বঙ্কিম কিন্তু মাকে ভুলিলেন না, আবার মাতৃমূর্ত্তি দেখাইতে অগ্রসর হইলেন, উপন্যাসের সহায়তায় মন ভুলাইলেন। এবারেও তিনি সেই মাতৃমূর্ত্তি দেখাইলেন, **মন্দিরাভ্যন্তরে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "আনন্দমঠে"।** আর ভারতের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া সমগ্র দেশবাসীকে উন্মাদিত করিয়া উদাত্ত সুরে গাহিলেন—

"বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং
মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্

শুভ্র-জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্তকোটিকণ্ঠ-কল-কল-নিনাদকরালে
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈধৃ´ত-খরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীম্
রিপুদলবারিণীং মাতরম্॥
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্॥
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।”

এইস্থানে “বন্দেমাতরম”-এর সময়কার ইংরাজ শাসনের একটু অবস্থা জানা আবশ্যক। ১৮৭৬ হইতে ৮০ পর্য্যন্ত লর্ড লিটন ভারতবর্ষের গবর্ণর ছিলেন এবং ডিসরেলির প্রকৃত শিষ্যরূপে ভারতবর্ষে রুদ্রসাম্রাজ্যনীতি প্রবর্ত্তন করিয়া ভারতবাসীকে উত্যক্ত ও পীড়িত করিতেছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আহত হয় বাঙ্গালী ; এবং বাঙ্গালায়ই রুদ্রনীতির পরিণাম—জনশক্তির জাগরণ—হয় খুব বেশী। ডিসরেলি

ও সেলিসবারী, এলেনবরা ও লিটন সেই রক্ষণশীলগণেরই ছিলেন অগ্রণী, আর এই দল ভারতবাসীকে দাস এবং ভারতবর্ষকে বিজিত দেশ ভিন্ন আর কিছু মনে করিতে পারিতেন না। এই নীতির প্রত্যুত্তরেই বঙ্কিমলেখনী প্রসব করিল আমাদের অমূল্য সম্পদ্ 'আনন্দ মঠ'* আর এই অমর-সঙ্গীত "বন্দেমাতরম্"। এ গান শুনিয়া অনেকে প্রথমে উপহাস করিয়াছিল কিন্তু মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিম জানিতেন,—এবং জানিতেন বলিয়াই প্রকাশ করিতেন যে—"একদিন এই গানে ভারতের আকাশ বাতাশ বিকম্পিত হবে। আর মাটিধুলো হ'তে আরম্ভ ক'রে গাছের পাতা পর্য্যন্ত কাঁপতে থাকবে।"

এই মাতৃমূর্ত্তি নূতন নহে। বঙ্কিম "আমার দুর্গোৎসবে" বাঙ্গালীকে আর একবার এই মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন, আজ আবার গদগদ কণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে দেখাইলেন যে, অন্ধকার-সমাচ্ছন্না কালিমাময়ী হৃত-সর্ব্বস্বা নগ্নিকা মা আমার হইবেন "দশভূজ দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরেন্দ্রকেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত।"

কিন্তু কি রূপে মায়ের মূর্ত্তি দেশবাসী সকলে দেখিতে পাইবে? বঙ্কিম তাহাও বলিয়া দিলেন—

"যবে মায়ের সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেইদিন উনি প্রসন্ন হইবেন।"

কি লইয়া মাকে মা বলিয়া ডাকিবে? বঙ্কিম বলিলেন, ভক্তি লইয়া। অতি প্রথমেই সেই ভক্তির চিত্র বঙ্কিম অঙ্কিত করিলেন—

"অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেক জাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে।

* আনন্দমঠ মুদ্রিত হয় ১৮৮২, ডিসেম্বর, আর 'বঙ্গদর্শনে' বাহির হয় ১২৮৭ সালের চৈত্র হইতে ১২৮৯ বৈশাখ পর্য্যন্ত, (১৮৮১ মার্চ্চ হইতে ১৮৮২ সালের মে পর্য্যন্ত)।

বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোক প্রবেশের পথমাত্র শূন্য ; এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ, পবনে তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নীচে ঘনান্ধকার। মধ্যাহ্নেও আলোক অস্ফুট, ভয়ানক। তাহার ভিতরে কখন মনুষ্য যায় না। পাতার অনন্ত মর্ম্মর এবং বন্য পশু-পক্ষীর রব ভিন্ন অন্য শব্দ তাহার ভিতর শুনা যায় না।

"একে এই বিস্তৃত অতি-নিবিড় অন্ধতমোময় অরণ্য। তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার ; কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায়।

"পশুপক্ষী একেবারে নিস্তব্ধ। কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ সেই অরণ্যমধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়—শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্দভাব অনুভব করা যাইতে পারে না।

"সেই অন্তশূন্য অরণ্যমধ্যে, সেই সুচিভেদ্য অন্ধকারময় নিশীতে সেই অননুভবনীয় নিস্তব্দতা মধ্যে শব্দ হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ?"

"শব্দ হইয়া আবার সে অরণ্যানী নিস্তব্দতায় ডুবিয়া গেল ; তখন কে বলিবে যে, এ অরণ্যমধ্যে মনুষ্য শব্দ শুনা গিয়াছিল ? কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তব্দতা মথিত করিয়া মনুষ্য-কণ্ঠ ধ্বনিত হইল।

" 'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না '

"এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকার-সমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল—'তোমার পণ কি ?'

"প্রত্যুত্তরে বলিল, 'পণ আমার জীবন সর্ব্বস্ব।'

"প্রতিশব্দ হইল, 'জীবন তুচ্ছ ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।'

" 'আর কি আছে ? আর কি দিব ?'

"তখন উত্তর হইল, 'ভক্তি'।"

অতএব বঙ্কিম বুঝাইতে চাহেন "স্বদেশকে সমস্ত ভক্তি দিয়া ভালবাসিবে এবং সেইজন্য অধর্ম্ম, আলস্য ও ইন্দ্রিয় ভক্তি ত্যাগ করিবে, আপনা ভুলিবে, ভ্রাতৃবৎসল হইবে, পরের মঙ্গল সাধিবে।"

অতঃপরে আমাদেব কার্য্য-পদ্ধতিও বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক করিয়া দিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে লর্ড লিটনের মুদ্রাযন্ত্র আইন ও সিভিল সার্ভিস নীতির প্রতিষেধক রূপে যে রাজনৈতিক আন্দোলন সমুত্থিত হইয়াছিল এবং পরে স্থরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ বাগ্মিগণ যে ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া রাজনীতি বা পলিটিকস্ প্রচার করিতেছিলেন—বঙ্কিম 'কমলাকান্তের পত্রে' পলিটিকস্ প্রবন্ধে ঐরূপ ভিক্ষানীতির প্রতিবাদ করিয়া বলেন, "না, এতে হবে না, 'ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ'। নিজের পায়ের উপরে নিজে নির্ভর কর।" তাই বঙ্কিম লিখিতেছেন—

"আমাদের ইচ্ছা পলিটিক্স—হপ্তায় হপ্তায় রোজ রোজ পলিটিক্স ...কিন্তু ভাই পলিটিক্সওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী তোমাদিগের হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স নাই তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এ দেশের মাটীতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।

"এইরূপ ভাবিতেছিলাম ইত্যবসরে দেখিলাম শিবু কলুর পৌত্র দশম বর্ষীয় বালক এক কাঁসী ভাত আনিয়া উঠানে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। দূব হইতেএকটী শ্বেতকায় কুক্কুর তাহা দেখিল। দেখিয়া একবার দাঁড়াইয়া চাহিয়া ক্ষুণ্ণমনে জিহ্বা নিষ্কৃত করিল। অমল ধবল অন্নরাশি কাংস্যপাত্রে কুসুমদামবৎ বিরাজ করিতেছে—কুক্কুরের পেটটা দেখিলাম নিতান্ত পড়িয়া আছে। কুক্কুর চাহিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, একবার আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া, হাই তুলিল। তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে এক এক পদ অগ্রসর হইল, এক একবার কলুর পুত্রের অন্নপরিপূরিত বদন প্রতি আড়

নয়নে কটাক্ষ করে এক এক পা এগোয়। অকস্মাৎ অহিফেন-প্রসাদে দিব্য চক্ষু লাভ করিলাম ;—দেখিলাম এই ত পলিটিক্স এই কুক্কুর ত পলিটিশ্যান! তখন মনোনিবেশপূর্ব্বক দেখিতে লাগিলাম যে কুক্কুর পাকা পলিটিক্যাল চাল চালিতে আরম্ভ করিল। কুক্কুর দেখিল কলু-পুত্র কিছু বলে না, বড় সদাশয় বালক ; কুক্কুর কাছে গিয়া থাবা পাতিয়া বসিল। ধীরে ধীরে লাঙ্গুল নাড়ে আর কলুর পো'র মুখপানে চাহিয়া হ্যা-হ্যা করিয়া হাঁপায়। তাহার ক্ষীণ কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি এবং ঘন ঘন নিশ্বাস দেখিয়া কলু-পুত্র একখানা মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া চুষিয়া লইয়া কুক্কুরের দিকে ফেলিয়া দিল। কুক্কুর আগ্রহ-সহকারে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তাহা চর্ব্বণ, লেহন, গেলন এবং হজম-করণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দে তাহার চক্ষু বুঁজিয়া আসিল।

"যখন সেই মৎস্য-কণ্টক সম্বন্ধে এই সুমহৎ কার্য্য উত্তমরূপে সমাপন হইল তখন সেই সুচতুর পলিটিশ্যানের মনে হইল যে আর একখানা কাঁটা পাইলে ভাল হয়। এইরূপ ভাবিয়া পলিটিশ্যন আবার বালকের মুখপানে চাহিয়া রহিল। দেখিল বালক আপন মনে গুড় তেঁতুল মাখিয়া ঘোর রবে ভোজন করিতেছে—কুক্কুর পানে আর চাহে না। তখন কুক্কুর একটি bold move অবলম্বন করিল—জাত পলিটিশ্যন না হবে কেন? সেই রাজনীতিবিদ্ সাহসে ভর করিয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া বসিলেন। একবার হাই তুলিলেন তাহাতেও কলুর ছেলে চাহিয়া দেখিল না। অতঃপর কুক্কুর মৃদু মৃদু শব্দ করিতে লাগিলেন। বোধ হয় বলিতেছেন হে রাজাধিরাজ কলুপুত্র! কাঙ্গালের পেট ভরে নাই।' তখন কলুর ছেলে তাহার পানে চাহিয়া দেখিল। আর মাছ নাই এক মুষ্টি ভাত কুক্কুরকে ফেলিয়া দিল। আর কুক্কুরও সুখে অন্নমুষ্টি ভোজন করিতে লাগিল··· এমন সময়ে কলুগৃহিণী গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইল। ছেলের কাছে একটা কুক্কুর ম্যাক্ ম্যাক্ করিয়া ভাত খাইতেছে—দেখিয়া কলুপত্নী

রোষ কষায়িত লোচনে এক ইষ্টকখণ্ড লইয়া কুক্কুরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত হইয়া লাঙ্গুল সংগ্রহ পূর্ব্বক বহুবিধ রাগরাগিণী আলাপচারী করিতে করিতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।"*

বঙ্কিমচন্দ্র পলিটিক্যাল এজিটেশনের ও ভিক্ষাবৃত্তি বা মডারেট পলিটিক্সের পূর্ব্বোক্ত ছবিটি দিয়া পরেই লিখিলেন—

"এদিকে এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া জোর করিয়া জাবনা খাইয়া গেল বংশদণ্ডের ভয়েও একপদ সরিল না। কলু-পত্নীর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হইল; অবশেষে তিনি রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন আর বৃষ অবকাশমতে জাবনা নিঃশেষ করিয়া হেলিতে দুলিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।"

বাঙ্কম এই পলিটিক্স পরিহার করিয়া বৃষজাতীয় পলিটিক্স গ্রহণ করিতেই নির্দ্দেশ দিয়াছেন, আর আত্মনির্ভরতা ও সাহসই বঙ্কিমের রাজনীতি।

দেখিতে দেখিতে আমরা ১৮৮৪ সালে আসিয়া পড়িলাম। আর একবৎসর মাত্র কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের বাকী। ঘটনাস্রোতে এই বৎসরটি বড়ই স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। যেমন ভাবে ও কার্য্যে জনশক্তি প্রকৃত পথগামী হইল, তেমন দেশের সিদ্ধান্তও প্রায় স্থিরীকৃত হইল। এই বৎসরে যেমন ইলবার্ট বিলের সিদ্ধান্ত ও লর্ড রিপনের পদত্যাগে রাজনীতিক্ষেত্র বড়ই উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, ধর্ম্ম-জগতেও এক বিষম আন্দোলন সমুত্থিত হইল। এই আন্দোলনের মূলে একদিকে যেমন ছিলেন রামকৃষ্ণ দেব ও তাঁহার পুত্রবৎসল শিষ্য গিরিশ ঘোষ, অন্য দিকে আবার ছিলেন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। থিওজফিক্যাল সোসাইটীর প্রভাবও বড় ন্যূন্য ছিল না। আর বঙ্কিমচন্দ্রের এদিকের অবদানও বড় সামান্য ছিল

* "আমাদের পলিটিক্স" বঙ্গদর্শন, ১২৮৪ ফাল্গুন।

না। তখন Young Bengal-এর বড়ই প্রভাব; কিন্তু তাহারা বিদ্বান ও সমাজে মান্য-গণ্য হইলেও অনেকেই জড়বাদী ছিলেন। কেহ কেহ ক্রিশ্চিয়ান হইয়াছিলেন, কাহারও বা ব্রাহ্মধর্ম্মে বড় আকর্ষণ ছিল। ইহারা সকলেই ছিলেন হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী। এদিকে হিন্দুসমাজ মধ্যেও নানারূপ মতভেদ,—শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব; হিন্দু যাজক কদাচারী; বৈষ্ণব সমাজও আবার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। ফলে দেশীয় যুবকমণ্ডলী অধিকাংশই তখন ধর্ম্মচ্যুত ও জাতীয়তা-ভ্রষ্ট হইতেছিল। এই দুর্দ্দিনে দক্ষিণেশ্বর হইতে পরমহংস রামকৃষ্ণদেব সকলের জন্য ব্যবস্থা করিয়া এক সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম প্রচার করেন—"যত মত, তত পথ"। আবার পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি এই সময়ে যেমন একদিকে হিন্দু ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন, জাতীয় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রও সেইরূপ অনুশীলন-তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া জনমণ্ডলীকে দেহ, মন, বুদ্ধি ও জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হইতে শিক্ষা দিয়া গুরুর আসন অধিকার করিয়াছিলেন। ঠিক এই সময়েই (১২৯১ শ্রাবণ) নাট্যকার গিরিশচন্দ্র 'চৈতন্যলীলার' অভিনয়ে বাঙ্গালার এক প্রান্ত হইতে অন্যপর্য্যন্ত ধর্ম্মের বন্যা বহাইয়া এক নূতন ভাবের প্রবাহ উত্থিত করেন।

'চৈতন্যলীলা'র প্রভাব সম্বন্ধে সমসাময়িক দেশীয় সংবাদ-পত্রের ভাষায়* বলিতেছি ঃ

The extraordinary success of চৈতন্যলীলা must have been largely due to the fact of its being the first of the passion-plays of the modern stage of Bengal and as such, to have appealed forcibly to the religious instincts of an arduously religious people and to have captivated the imagination and innate good feelings of a sceptical audience whom a revolutionary system of education had strongly and not unnaturally worked upon ....*Babu Girish Chandra Ghosh has deserved well of his co-religionists and his countrymen by his endeavours to improve*

* Hindu Patriot Dec 14, 1889

the moral tone of our age, to popularise the Hindu religion end to develop the slender literary and dramatic resources of the country. Our stage, as all right-minded men must concede, is after all beginning to be what it ought to be—namely, a power for good in the country and its influence must have already been felt and strongly to have succeeded in evoking hostile criticism in quarters in which the religion of the Hindu is expected to find its least favour.

থিওজোফিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট কর্ণেল অলকটও চৈতন্য লীলার অভিনয় দেখিবার পর ইহার বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া মত প্রকাশ করেন—

"As for 'Chaitanya Lila' I unhesitatingly affirm that it is impossible for any one but a "civilized" peg-drinking Babu like the one mis-behaving himself on the front bench of the orchestra, to witness the play without a rush of spiritual feeling and religious fervour." *

এই ভাবে বাঙ্গালায় যখন বিপ্লবের ধারা চতুর্দ্দিক হইতে প্রবাহিত থিওজোফিক্যাল্ সোসাইটী (Theosophical Society) তখন বিশেষ ভাবে ভারতের উপকার সাধন করে। Colonel Olcott ও ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি তখন ভারতে †—তাঁহারা স্থানে স্থানে হিন্দুর নিকট এই বাণী প্রচার করিলেন, "A Hindu had no reason to be ashamed of his own past and to rush for wisdom and inspiration from the material west—" "জড়বাদী পাশ্চাত্ত্য হইতে ধার করিবার আবশ্যক কি? হিন্দুর অতীত কিরূপ বিশাল ও প্রভাবশালী!"

হিন্দুর জাগরণের দিনে এই বাণী জাতীয়তার দিক্ হইতে অমৃতের কার্য্য করিল। হিন্দু আপন স্বত্ত্বা বুঝিল, ধর্ম্ম বুঝিল, জাতীয়তা

* Sd. H. S. Olcott 17th Oct. 1885
and published in Reis & Rayat.

† পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা ভারতভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

বুঝিল। হিন্দু পাশ্চাত্ত্য-মোহ অপসারিত করিবার পথ খুঁজিয়া পাইল। এবং এই বিষয়ে সেই থিওজোফিক্যাল সোসাইটীর নিকটেও ভারত বিশেষভাবে ঋণী।

থিওজোফিক্যাল সোসাইটীর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভ্রাতৃভাব ও সমভাবপরায়ণতা বৃদ্ধি (universal brotherhood and equality), এবং ইহার প্রসারকল্পে প্রতি বৎসর সভ্যগণের এক একটী সম্মিলন (conference) হইত। এই সম্মিলন প্রথমে বোম্বাইতে হইত এবং পরে মান্দ্রাজে হয়। কর্ণেল অলকট এক সম্মিলনে বলিয়াছিলেন, "This will be the nucleus of the future parliament of India"—"ভারতের ভবিষ্য জাতি-সম্মিলনের ইহাই উৎস হইয়া দাঁড়াইবে।" ফলেও তাহাই হইল। স্বর্গীয় জানকীনাথ ঘোষাল (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা ও স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী), নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় প্রভৃতি এই সব সম্মিলনে যাইতেন। মিঃ হিউমও একজন গোঁড়া থিওজফিষ্ট ছিলেন এবং এই সব সম্মিলনে যোগদান করিতেন। হিউম, নরেন্দ্রনাথ, জানকীনাথ এবং জন কয়েক থিওজফিষ্টই প্রথম কংগ্রেস সম্মিলনের অনুষ্ঠাতা ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ১৮৮৪ সালে লর্ড রিপনকে বিদায় অভিনন্দন দেওয়ার জন্য বোম্বাই সহরে যে সমগ্র ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মিলনের সুযোগ হয়, তাহাতেও এইরূপ একটি সম্মিলনের আবশ্যকতা অনেকই অনুভব করেন। এই সমস্ত সম্মিলনী হইতে ভাবধারা পাইয়াই জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান প্রসূত হইয়াছে। **ক্রমে ধর্ম্মের আন্দোলনের স্থান রাজনৈতিক আন্দোলন অধিকার করিল।**

তবে হিউম সাহেব প্রথমে একটী **সামাজিক সম্মিলন** গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কেন তাহা হয় নাই ক্রমে বলিতেছি।

কংগ্রেসের ইতিহাসের একটী পুরাতন কথাও আছে। সাত আট বৎসর পূর্ব্বে লর্ড লিটনের দিল্লী দরবারের সময় (১৮৭৭) পূণার সার্ব্বজনীন সভার প্রতিষ্ঠাতা গণেশ দত্ত যোশী, সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সাংবাদিকগণ* প্রতি বৎসর দেশের দুঃখ-কষ্ট জানাইবার জন্যও একটী সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে যোশী পর বৎসর কলিকাতায়ও আসিয়াছিলেন। কিন্তু উহা বেশী দূর অগ্রসর হইতে পাবে নাই। তবে যোশী তাঁহার সঙ্কল্প বিস্মৃত হন নাই!

যাহা হউক ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকেই জানকী ঘোষাল মহাশয় এবং দেওয়ান রঘুনাথ রাও (অন্যতম থিওজফিষ্ট) ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকটে এইরূপ রাজনৈতিক সম্মিলনের আবশ্যকতা বুঝাইয়া চিঠিপত্রাদি লিখিতে লাগিলেন। লিটনের দমন-নীতি ইলবার্ট বিল আন্দোলন, রিপনের প্রতি আমলাতন্ত্রের বিরোধিতা, সুরেন্দ্রনাথের নির্য্যাতন প্রভৃতিতে তাঁহাদের মন তখন খুবই তিক্ত, তাঁহারা উপরোক্ত প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করিলেন। পুণার সার্ব্বজনীন সভা এই কাজের ভার গ্রহণ করিল।

মান্দ্রাজের একটি বৈঠকে কার্য্য সম্পাদনের জন্য আটজন সভ্য লইয়া অতঃপর একটী কমিটি গঠিত হয় ১৮৮৫ মার্চ্চ মাসে এবং তাহাতে নরেন্দ্র নাথ, জানকীনাথ, দেওয়ান রঘুনাথ রাও, মিঃ এস সুব্রহ্মণ্য আয়ার (পরে চীফ. জাষ্টিস) প্রভৃতি সভ্য নির্ব্বাচিত হন। বোম্বাই হইতেও কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গ প্রভৃতি প্রতিনিধি ছিলেন।

মিঃ হিউম যে থিওজফিক্যাল সোসাইটীর একজন প্রধান সভ্য ছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইনি সিভিল সার্ভিসের কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ভারতের হিতৈষণায় আত্মনিয়োগ করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হন। ইতিপূর্ব্বে তিনি Bombay Presidency Asso-

* সাংবাদিকগণ লর্ড লিটনকে একটি অভিনন্দন-পত্রও দিয়াছিলেন। সেই পত্র পাঠ করেন সুরেন্দ্রনাথ। তিনি তখন 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র প্রতি-নিধিরূপে দিল্লীতে গিয়াছিলেন।

ciation প্রতিষ্ঠা করেন এবং কলিকাতা ও বোম্বাই হইতে এদেশ সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত টেলিগ্রাম বিলাতে পৌঁছাইয়া ভারতের প্রকৃত অবস্থা যেন গোপনে না রাখা হয়, তজ্জন্য বোম্বাইতে একটি 'টেলিগ্রাম ইউনিয়ন' স্থাপিত করেন। মান্দ্রাজে উক্ত প্রতিনিধি-সভার বৈঠকের অল্প পরেই তিনি মান্দ্রাজে উপস্থিত হইয়া সেই সভায় যোগদান করিয়া ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যগঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এইরূপ সম্মিলনের কল্পনা তিনি পূর্ব্ব হইতেই করিতেছিলেন, এবং যোগদান করিবার পর হইতেই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া, অজস্র অর্থব্যয় করিয়া, চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া যে সম্মিলন গঠন করেন, আজ তাহাই ভারতের একমাত্র শক্তিশালী সর্ব্বদল-প্রতিনিধি-সম্মিলন। মিঃ হিউমের প্রস্তাবেই কনফারেন্স নামের পরিবর্ত্তে এই অনুষ্ঠানকে জাতীয় কংগ্রেস (National Congress) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই নামকরণ বোম্বাই নগরীতে প্রথম অধিবেশনের পূর্ব্বেই করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ জানকী নাথ ও গণেশ জোশী, নরেন্দ্রনাথ ও মিঃ হিউমের অধ্যবসায় ও ও আপ্রাণ পরিশ্রম ব্যতীত এই সম্মিলনী এত সহজে গঠিত হইতে পারিত কি না সন্দেহ; তবে এ-কথাও ঠিক যে, ব্যক্তি বিশেষকে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা বা জনক বলিলেও জাতীয় কংগ্রেস তখনকার কালের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, ব্যক্তি বিশেষ কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিল এইমাত্র বলা যাইতে পারে। আর হিউম সাহেবই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতজ্ঞতার্হ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এ-সময়ে ভারতবর্ষে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পে গভর্ণমেণ্টও বিরোধী হইলেন না। কারণ উপর্য্যুপরি দুই তিন শাসনকর্ত্তার সময়ে জন-শক্তি যেরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহাতে গভর্ণমেণ্ট প্রকৃতই শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। ডিসরেলির মন্ত্রিত্বকালে লর্ড লিটনের রুদ্রনীতিতে ভারত খুবই উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, আর সদাশয় রিপনের শাসনকালে সেই উষ্ণতা আরও শতগুণে বৃদ্ধি পাইল; কারণ শ্বেতাঙ্গ-গণ মিলিয়া ভারতে কি ইংলণ্ডে তাঁহার সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করিয়া

ফেলিলেন।—তাহাতে ভারতবাসীর নিকটে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিলেন বটে—

"রিপণের গুণের কথা
রইল গাঁথা
জন্মের মত হৃদয় মাঝারে"

কিন্তু শ্বেতাঙ্গগণের ব্যবহারে দেশবাসী এত ত্যক্ত ও উৎপীড়িত হইয়া উঠিল যে, শঙ্কিত-হৃদয় লর্ড ডফরিণ ইচ্ছা করিয়াই মিঃ হিউমকে রাজনৈতিক সম্মিলনের* গঠনকার্য্যে উৎসাহিত করেন। লর্ড ডফরিণ বোধ হয় মনে করেন, ইহারা দুই একটি মন্তব্য করিয়া কেবল "বঙ্কিমচন্দ্র-উপহাসিত কুকুরের পলিটিকাল এজিটেসন" করিবে বই তো নয়, কিন্তু মনের কথা বাহির হইয়া যাওয়ায় ভূগর্ভস্থ আগ্নেয়গিরির উদ্ভব হইবার কারণ হইবে না, বরং অল্পে অল্পে নিঃসারিত হইলে ক্রমে সব ঠাণ্ডা হইবে। তাই তিনি মিঃ হিউমকে সামাজিক সম্মিলন না করিয়া রাজনৈতিক সম্মিলন করিতেই উদ্বুদ্ধ করেন, উদ্দেশ্য—যেন কংগ্রেস ইংরাজ শাসনের Safety valve প্রতিষেধকরূপে কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। রাজনৈতিক সম্মিলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইংলণ্ডবাসীর মনেও যেন সন্দেহ না হয়, তজ্জন্য হিউম সাহেব বিলাতে গিয়াও কর্ত্তৃপক্ষকে বুঝাইয়া দিয়া আসেন।

সমগ্র ভারতই তখন ব্রিটিশতন্ত্রের রুদ্রনীতিতে ব্যথিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বাঙ্গালাতেই সেই তিক্ততা সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বরে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে একটি জাতীয় সম্মিলনী আহূত হয় এবং তাহা যেন শীঘ্রই ভারতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়, এই ভাবে সুরেন্দ্রনাথ জ্বলন্ত ভাষায় তথায় বুঝাইয়া দেন। ১৮৭৯ হইতেই তিনি প্রতিনিধিমূলক শাসনের সার্থকতা বুঝাইয়াছিলেন এবং উত্তর ভারতের স্থান সমূহও ঘুরিয়া আসেন।

* পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিউম সাহেব প্রথমে একটি সামাজিক সম্মিলন গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। ভাইসরয়ের পরামর্শানুক্রমেই তাহা হয় নাই।

১৮৮৪ সালে বাঙ্গালায় আর কোন জাতীয় অনুষ্ঠান হয় না, বটে, তবে এই বৎসরে কলিকাতায় যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী (International Exibition) হয় তাহাতে নানা দেশ হইতে বহুলোক সমাগত হন। তাহাদের মধ্যে জাতীয়তা মূলক অনেক কথার আলোচনা হয়। ১৮৮৫ সালে বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে কলিকাতায় আবার সেইরূপ একটি অনুষ্ঠান হয়।

কলিকাতার এই বিশিষ্ট কনফারেন্সে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা, স্যার হেনরী কটন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন এবং কলিকাতার জমিদার সভা (British Indian Association) ইহার সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল।*

* A Conference of delegates from different parts of the country and representing different political associations was held at the British Indian Association Rooms on Friday, the 25th instant and the two following days. The con-ference was convened at the instance of the British Indian Association the Indian Union and the Indian Association. Delegates from Pabna, Faridpore, Burdwan, Jessore, Krishnagore, Baidya-bati Kati, Katada, Krishnagore and the North-western Provinces the Orissa People's Asso-ciation and the Barle Association also sent their representatives. The chair on the first day was taken by Babu Durga Charan Law C. I, E. and the conference was attended by H. H. the Maharaja of Darbhanga the Hon'ble Rai Shaib Viswanath Narain Mullick, Raja Purna Chandra Singh Bahadoor, the Hon'ble Peary Mohan Mukerjee, Mr. H. J. S. Cotton, Babu Jogendra Chandra Ghosh, Babu Mohesh Chandra Choudhury. Dr. Gurudas Banerjee and Babu Surendra Nath Banerjee amongst others. The reconstitution of the Legislative Councils and the Arms Act question were discussed on the first day ; the question of retrenchment of expenditure, the Civil Service question and Lord Kimberley's reply were discussed upon on the second day and the subjects of third day's discussion were the separation of Judicial from the Exeutive authority in the administration of criminal justice in the mofussil and the reconstitution of the Police. Mr. Cotton took part in the proceedings of the conference and assured the delegates that many of his countrymen in England sympathised with the natives of this country and their desire for more enlarged representation in the Legis lative Assemblies of the Empire, but counselled moderation.

—Hindu Patriot, Dec. 28, 1885, Page 606.

লর্ড লিটন শাসনকালীন ব্যাপারাদি—অস্ত্র আইন, *সিভিল সার্ভিস* পরীক্ষা, ফৌজদারী বিচারে শাসন ও বিচার-বিভাগের সংস্রবহীনতা প্রভৃতি বিষয় এবং ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায় এই সব সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, বোম্বাইতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন সময়ে আবার কলিকাতায়ও একটি অনুরূপ অনুষ্ঠান হয়। প্রথমেই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের এই দ্বি-ভাগ সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ হইতে পারে। সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায়ই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র হওয়া উচিত এইমত পোষণ করিতেন, তাই তিনি জমিদারবর্গের সহযেগিতায় উক্ত কনফারেন্সের আয়োজন করেন। অন্যান্য সকলে এইমত পোষণ করিতেন না। কিন্তু ইহাই মতদ্বৈধের একমাত্র কারণ নয়।

হিউম সাহেব এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটু শঙ্কিত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন জেলের আসামী, সিভিল সার্ভিস হইতে স্থানান্তরিত, ম্যাট্‌সিনির শিষ্য। বিশেষতঃ তাঁহার বক্তৃতাগুলি প্রায়ই গরম-গরম হইত। ছাত্রগণের তাঁহার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি যখন ছাত্রগণের সভায় বলিতেন "Who of you will be Mazzini and Garibaldi?" ছাত্রগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিত "all, all," কাজেই ছাত্র ও যুবকগণের অবিসম্বাদী নেতা উগ্রপন্থী (extremist) সুরেন্দ্রনাথকে সকলেই একটু ভয়ের চক্ষে দেখিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কংগ্রেসের অনুষ্ঠাতাগণ প্রায়ই ছিলেন থিওজফিষ্ট। এই থিওজফিষ্টগণকেও গভর্ণমেণ্ট একটু সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন; কেন না, তখন রুষিয়ার আক্রমণের ভীতি ছিল, আর মাডাম ব্লাভাট্‌স্কি ছিলেন রুষিয়ার অধিবাসিনী। ইহার পরে আবার সুরেন্দ্রনাথকে প্রথমে গ্রহণ করিয়া হিউম সাহেব আরও গভর্ণমেণ্টের সন্দেহের মাত্রা বাড়াইতে চাহেন নাই।

তবে প্রথম কংগ্রেসের সূত্রপাতেই হিউম সাহেব জমিদার বলিয়া

কোন সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট না হইয়া ভালই করিয়াছিলেন।

এই ভাবেই ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বরে বোম্বাই নগরীতে প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, আর ইহার প্রথম সভাপতিপদে বৃত হন বাঙ্গালারই একজন বিশিষ্ট জননায়ক মিঃ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হেনরী কটন (পরে স্যার হেনরী) যে অতঃপরে (১৯০৪ খৃঃ) বলিয়াছিলেন "Bengal has captured the imagination of the whole of India from Assam to Khyber Pass," কংগ্রেস সংগঠনে ক্রমে সেই সত্য প্রমাণিত হইল।

বঙ্গদেশের ন্যায় পশ্চিম ভারতেও ভারতীয় সভা, ভারতীয় লীগ ছাড়া বোম্বাই এসোসিয়েশন (The Bombay Association) জগন্নাথ শঙ্কর শেঠ ও দাদাভাই নৌরজী-কর্ত্তৃক কলিকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কিছু পরে স্থাপিত হইয়া কাজ করিতে অগ্রসর হয়। জগন্নাথ শেঠ মহাশয় ওকালতি করিতেন ও ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই আইন-সংসদের (Bombay Legislative Council) সভ্য ছিলেন। ভারতের বৃদ্ধ প্রবীণ নেতা দাদাভাই নৌরজীর নাম কে না শুনিয়াছে? ক্রমে তিনিই ভারতীয় কংগ্রেসের প্রধান স্তম্ভ হইয়া উঠেন। অতঃপরে মঙ্গল দাস নাথুভাই, নৌরজী ফারণডজী প্রভৃতি এই সমিতির প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করেন। বাঙ্গলায় যেমন রামগোপাল ঘোষ ও কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি বিশেষ লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইঁহারাও বোম্বাইতে সেইরূপ ছিলেন।

"পূর্ব্ব ভারতীয় সভা"ও অপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

"পুণা সার্ব্বজনীন সভা"ও সাধারণের জাগরণে বিশেষ সহায়তা করে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে গণেশ দেও যোশী কর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। যোশীজী যে ১৮৭৭ সালে দিল্লী দরবারের সময় ও পর বৎসরে কলিকাতায় বিশেষ কাজ করেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার সবিশেষ প্রযত্নের ফলেই স্বল্পকালমধ্যে কংগ্রেসের বীজটি অঙ্কুরিত হয়।

পরে রাও বাহাদুর কৃষ্ণজী লক্ষ্মণ নূলকর (K. L. Nulkar) ও সীতারামহরি চিপলাঙ্কার প্রভৃতিও ইহাতে বেশ কাজ করেন।

মাদ্রাজেও প্রথমে রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে একটী সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কিন্তু পরে 'হিন্দু' পত্রিকার প্রতিষ্ঠায়, ১৮৭৮ সাল হইতে জাতীয়তার প্রচার আরম্ভ হয়। প্রসিদ্ধ আনন্দ চার্লু, এম বীররাঘবাচারী, রঙ্গিয়া নাইডু, জি সুব্রহমণ্য আয়ার, এম সুবারাও পান্তলু প্রভৃতি ইহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তাঁহারাই উক্ত পত্রিকাও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজ মহাজন সভা ১৮৮১ সালে প্রতিষ্টিত হয়। মান্দ্রাজে দুই একবার প্রাদেশিক সম্মিলনীও হইয়াছিল।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েশন ১৮৮৫, ৩১ জানুয়ারী, কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গ, বদরুদ্দিন তায়েবজী (পরে উভয়েই বোম্বাই হাইকোর্টের জজ্) এবং স্যার ফেরোজ শা মেটা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত আর একটী রাজনৈতিক অনুষ্ঠান।

সমস্ত ভারতে প্রায় একই সময়েই যেন একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। তবে একথা ঠিক যে বঙ্গদেশের ঘটনা-স্রোতই বিশেষ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল এবং বাঙ্গলাই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহায়তা করে।

এতদ্ব্যতীত বিলাতে পার্লামেন্টের সভ্যগণের মধ্যে জন ব্রাইট, হেনরী ফসেট, চার্লস্ ব্রাড্‌ল প্রভৃতি ভারতবন্ধু মনীষিগণ ভারতীয়-গণের ভোটাধিকার—তাহাদের প্রতি ন্যায়ানুমোদিত সমদর্শিতা ও তাহাদিগকে যোগ্যতানুরূপ কার্য্যভার প্রদান করিবার বড়ই পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইলবার্ট বিলের পক্ষে ছিলেন, আর প্রধান মন্ত্রী লর্ড সল্‌সবেরী যে তুরস্কের সুলতানকে ইংলণ্ডে বসিয়া 'বল (Ball)' পার্টিতে আহ্বান করিয়াছিলেন ও সেই সমস্ত ব্যয়ভার ভারতের স্কন্ধেই চাপাইয়া দেন, তাহাতেও ইঁহারা সেই ঘোর অন্যায়ের যথেষ্ট প্রতিবাদ করেন। আর যে যে মহানুভব

ইংরাজ স্বদেশে থাকিয়া ভারতীয়গণের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার প্রদর্শনে একান্ত অনুরাগী ছিলেন, তন্মধ্যে জেমস্ ক্যাভিল (James Cavill), স্যার উইলিয়াম হান্টার, লর্ড ড্যালহৌসী, আর. টি. রীড্ ও মিঃ শ্ল্যাগ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এদেশের সিভিলিয়ানগণের মধ্যেও স্যার উইলিয়াম ওয়েডার-বর্ন, স্যার হেনরী কটন ও মিঃ আর্থার অক্টেভিয়াস হিউম প্রভৃতি সর্ব্বদাই মনে করিতেন যে, ভারতের স্বার্থের সহিত তাঁহাদের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া হিউম সাহেবকেই কংগ্রেসের জনক বলা যাইতে পারে। ভারতীয়গণের হিতসাধনের জন্য তিনি লেফটেনান্ট গভর্ণরের পদ পর্য্যন্ত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতীয়গণ পুনরায় কোন আন্দোলনের চক্রে আকৃষ্ট হইয়া আবার সিপাহীবিদ্রোহের ন্যায় জাতির অমঙ্গল-জনক কোন আন্দোলন বা বিদ্রোহরূপ ব্যাপারে জড়িত হইতে পারে। তাই তাহাদিগকে সুসঙ্গত আলোচনার গণ্ডীর মধ্যে রাখিবার উদ্দেশ্যেই তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে খুবই হিতকর ও সুবিধাজনক কার্য্য যে হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতীয়গণের পক্ষেও ইহা কম হিতকর হয় নাই। যে সময়ে ভারতবাসীগণের আন্দোলনমাত্রই রাজদ্রোহ-জনিত আশঙ্কার ভীতি সঞ্চার করিত, তাই নব উদ্যমের প্রারম্ভে হিউম সাহেবের ন্যায় একজন প্রকৃত ভারত-হিতৈষী শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানের সহায়তা ভিন্ন ভারতীয়-গণের কোন চেষ্টাই ফলপ্রসূ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। গভর্ণমেণ্ট এবং ভারতবাসী এতদুভয়ের হিতার্থেই হিউম সাহেব নিজে বিলাত গিয়া লর্ড ডাফরিণ প্রভৃতি ইংরাজগণের সম্মতি লইয়া আসিয়াছিলেন। লর্ড ডাফরিণও অনুষ্ঠাতাগণকে সহযোগিতায় বঞ্চিত না করিয়া খুবই বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছিলেন। এইজন্যই লর্ড ক্যানিংয়ের 'মানব-হস্ত-পরিমিত মেঘখণ্ড' দেখিয়াও আর তাঁহাকে ভয় পাইতে হয় নাই। কিন্তু হিউম সাহেব গভর্ণমেণ্টের পরম বন্ধুর কার্য্য

করিলেও এদেশবাসিগণকে যে প্রকৃতই আপনার দেশবাসী মনে করিতেন এবং তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষায় সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শনে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই, প্রথম অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে দেশীয় গ্রাজুয়েটগণকে উল্লেখ করিয়া যে একান্ত কাতর ও আকিঞ্চনের ভাবে আবেদন করেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইতেছে। একদিন যেমন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বালগঙ্গাধর তিলক বা মহাত্মা গান্ধী ছাত্রগণকে স্বার্থত্যাগে জাতির উন্নতি সাধন করিতে উৎসাহিত করিতেন, **হিউম সাহেবও কংগ্রেস**-উদ্বোধনের সময়ে সেইরূপ সংসারে-প্রবেশোন্মুখ প্রবীন শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ

"তোমরা শিক্ষিত, প্রাপ্তবয়স্ক ও পরিণতমস্তিষ্ক! আজ হউক কাল হউক, তোমাদের উপরেই তরুণমতি বালকগণের মস্তিষ্ক পরিচালনা করিবার ভার ন্যস্ত হইবে। ভাবিয়া দেখ, তোমাদের দায়িত্ব কত মহৎ। তোমরাই যদি এখন নির্ব্বুদ্ধিতা ও জড়তার প্রতিমূর্ত্তি হও, যদি নিজ নিজ ব্যাপারে এত স্বার্থান্ধ হইয়া উঠ যে, দেশের হিতকল্পে অঙ্গুলি সঞ্চালনেও ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়, তবে ইংরাজ যে তোমাদিগকে দাসের ন্যায় পদদলিত রাখিয়াছে, তাহা তাহার খুব সুবুদ্ধির কার্য্যই বলিতে হইবে।

"ইহাতে সত্যই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তোমাদের ন্যায় অসার ও জড়-প্রকৃতি ব্যক্তিগণের প্রতি ইহা অপেক্ষা অধিকতর সদ্ব্যবহার শোভা পায় না। সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক জাতি স্ব স্ব শক্তি-অনুযায়ী শাসন-ক্ষমতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। তোমরাই তোমাদের জাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষা ও দীক্ষায় শ্রেষ্ঠ। তোমরা যথেষ্ট জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমরাই জাতির শিরোদেশ অধিকার করিয়াছ। তোমরাই যদি সুখলিপ্সা ও স্বার্থানুযায়ী ব্যাপারে লোভ পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের নিজেদের শাসন-ব্যাপারে অধিকতর স্বাধীনতা ও ন্যায়নিষ্ঠশাসন পাইবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ না হইতে পার, তাহা হইলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে,

তোমাদের হিতৈষী ইংরাজগণ ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তোমাদের জন্য পণ্ডশ্রম করিতেছেন, লর্ড রীপনের মহৎ উদ্দেশ্য এবং আকাঙ্ক্ষা নিষ্ফল ও আকাশ-কুসুমের ন্যায় অসম্ভব হইয়াই পড়িবে, আর ভারতের শত্রুগণের কথাই ঠিক হইবে—যে, এরূপ অসার জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার আর কোন সম্ভাবনা নাই, তাহার জন্য কোন প্রকৃষ্টতর শাসনের কোন প্রয়োজনও নাই, আর তাহাতে তাহাদের বিন্দুমাত্র যোগ্যতাও নাই। তোমরা যদি এইরূপ নির্জ্জীব থাকিতেই অভিলাষী হইয়া থাক, তবে তোমাদের প্রতি অ-সম বা অন্যায় ব্যবহারের জন্য অভিযোগ বা নিষ্ফল ক্রন্দন করিবার তোমাদের আর কোন অধিকার নাই। যদি দেশের জন্য তোমরা ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগও করিতে না পার, যদি লোভ পরিত্যাগ করা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়, যদি বিলাস বর্জ্জন করিতে তোমরা কাতর হও, তবে আমি নিশ্চিত বলিতেছি যে পরাধীনতার দণ্ডই যেন আজন্ম তোমাদিগকে নিষ্পেষিত করিয়া রাখে। আর যে স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতি-বাৎসল্য ইংরাজের প্রধান ভূষণ, যাহার অভাবে তোমরা প্রতিযোগিতায় নিয়ত চাকুরী হইতে বঞ্চিত হইতেছ, স্বদেশপ্রেম ও দেশবাৎসল্য না থাকায় তোমাদের সেইরূপ বৃথা অভিযোগ করিবার কোন অধিকার নাই। অতএব সাবধান করিয়া দিতেছি যে, সেরূপ অভিযোগ আর কখনও যেন আমাদের কর্ণগোচর না হয়।"*

*And even if the leaders of thought are all either such poor creatures or so selfishly wedded to personal concerns that that they dare not strike a blow for their country's sake, then justly and rightly are they kept down and trampled on, for they deserve nothing better. Every nation secures precisely as good a Government as it merits. If you, the picked men, the most highly educated of the nation, cannot—scorning personal ease and selfish objects—make a resolute struggle to

যাহা হউক, পূণার সার্ব্বজনীন সভার উদ্যোগে কংগ্রেসের অধিবেশনের কার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইলে—মণ্ডপ ও থাকিবার ব্যবস্থা প্রভৃতি শেষ হইয়া গেলে,—পূণায় ভীষণ কলেরার প্রকোপ হয়। অমনি বোম্বাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং 'গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজের' কর্ত্তৃপক্ষের উদারতায় সেখানেই কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সমস্ত ব্যবস্থা হইয়া যায়। সমুদ্রতীরে, অসীমের আবহাওয়ার মধ্যে, ভারতীয় মহাসম্মেলনের প্রথম অভ্যুদয়। সভা হয় গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোডের (Gowalia Tank Road) উপরে উপরোক্ত সংস্কৃত কলেজের হলগৃহে। প্রতিনিধিগণ কলেজের বোর্ডিং-গৃহে সেই কয়দিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

---

secure greater freedom for yourselves and your country, a more impartial administration and a larger share in the management of your own affairs, then we, your friends, are wrong and your adversaries right, then all Lord Ripon's noble aspirations for your good are fruitless and visionary ; then, at present at any rate, all hopes of progress are at an end ; and India truly neither longs nor deserves any better Government than she enjoys: Only, if this be so, let us hear no more nations, peevish complaints—that you are kept in leading strings and and treated like children, for you will have proved yourself such. Men know how to act ; let there be no more complaints of Englishmen being preferred to you in all important offices : for, if you lack that public spirit, that highest form of altruistic devotion that leads man to subordinate private ease to the public weal, that patriotism that has made Englishmen what they are, - then rightly are these preferred to you, rightly and inevitably have they become your rulers. And rulers and task-masters they must continue ; let the yoke gall your shoulders never so sorely until you realise and stand prepared to act upon the eternal truth that self-sacrifice and unselfishness are the only unfailing guides to freedom and happiness.

সাতাসে ডিসেম্বর সকালের মধ্যে সবই প্রস্তুত হইয়া যায় এবং বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রায় শতাধিক ব্যক্তি উপস্থিত হন। গবর্ণমেণ্টের অনেক উচ্চ-কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সম্মেলনের কার্য্যে যোগদান করেন নাই। তবে এই প্রথম বৎসরেই ৭২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হন। ঐ দিন অপরাহ্ণে স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ, জাষ্টিস জার্ডিন, কর্ণেল ফেল্‌পস্, প্রফেসার ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ * প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আসিয়া প্রতিনিধি-বর্গকে অভ্যর্থনা ও সম্প্রীতি জ্ঞাপন করেন। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি না হইলেও তাঁহারা দেশের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন True servants of people.

প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য :

বাঙ্গালা—ডব্লিউ. সি. বোনার্‌জি. নরেন্দ্রনাথ সেন, জানকীনাথ ঘোষাল, মনোমোহন ঘোষ ও তাঁহার পত্নী† প্রভৃতি। জানকী বাবু এলাহাবাদ হইতে প্রতিনিধি হইয়া আসেন।

সিমলা—মিঃ হিউম্।

পূণা—ডবলিউ এস্, আাপ্ত ও জি, জি, আগরকার।

লাক্ষ্ণৌ—গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা।

বোম্বাই—দাদাভাই নৌরজী, কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গ, ফেরোজ শা মেটা, ডি. ই. ওয়াচা, বি. এম. মালাবারি, এন্. জি. চন্দ্রভারকার।

মান্দ্রাজ—পি. আর. নাইডু (মহাজন-সভার সভাপতি); এস্. সুব্রহ্মণ্য আয়ার ; এন্. বীরবাঘবাচারিয়া।

অনন্তপুর—পি. কেশব পিলে।

এতদ্ব্যতীত সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহানুভূতি দেখাইবার জন্য উপস্থিত হন :

* ইনি বোম্বাই এলফিনষ্টোন কলেজের জনপ্রিয় অধ্যাপক ছিলেন।

† পত্নী দর্শক ছিলেন।

মান্দ্রাজের ডেপুটী কালেক্টর সংস্কারক দেওয়ান বাহাদুর আর. রঘুনাথ রাও, অনারেবল মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, (পুণার ছোট আদালতের জজ, পরে বোম্বাই হাইকোর্টের জজ), আগ্রার লালা বৈজনাথ, প্রোফেসর কে. সুন্দর রমণ এবং আর. জি. ভাণ্ডারকর।

পূণার সার্ব্বজনীন সভার সাপ্তাহিক মুখপত্র 'দানপ্রকাশ', মারহাট্টা, কেশরী, আর নববিভাকর, ইণ্ডিয়ান মিরার, দি নাসিম, দি হিন্দুস্থান, দি ট্রিবিউন, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন, স্পেকটেটর, ইন্দুপ্রকাশ, দি হিন্দু, দি ক্রেসেণ্ট্ প্রভৃতি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন নিম্নলিখিত ভাবে:

বাঙ্গলা ৩, বোম্বাই ১৮, মান্দ্রাজ ৮, করাচী ২, বীরমগাঁও ১, সুরাট ৬, পূণা ৮, আগরা ২, কাশী ১, সিমলা ১, লক্ষ্ণৌ ৩, এলাহাবাদ ১, লাহোর ১, আম্বালা ১, আমেদাবাদ ১, বারহামপুর (মান্দ্রাজ) ১, মছলীপত্তন ১, চিঙ্গলীপটন ১, তাঞ্জোর ১, কুম্ভকনম ১, মাদুরা ১, টিনেভেলি ১, কোইম্বাটোর ১, সালেম ১ কাডাপুর ১।

মিঃ হিউম বাঙ্গালা দেশকে সত্যই ভালবাসিতেন। কারণ তিনি সিমলা হইতে আসিয়াও বাঙ্গলার ডেলিগেট (প্রতিনিধি) রূপে যোগদান করেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ভারতের সেই প্রথম রাজনৈতিক সম্মিলনীতে বাঙ্গালী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ই সভার নেতৃত্ব করেন। প্রথমে হিউম সাহেবের ইচ্ছা ছিল যে, বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণর বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, কিন্তু লর্ড ডাফরিণ কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে নিষেধ করেন, এমন কি তাঁহার যে ব্যক্তিগত সহানুভূতি আছে তাহাও অপ্রকাশ রাখিতে অনুরোধ করেন। অতঃপরে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি প্রখ্যাতনামা ষ্ট্যাণ্ডিং কৌন্সিলি মিঃ ডবলিউ. সি. ব্যানার্জ্জীকে সভাপতি করা স্থির হয়। সকলেই জানেন বোধ হয় যে, উমেশচন্দ্র প্রথমে বড় জবরদস্ত সাহেব

ছিলেন। কিন্তু ইলবার্ট বিলের সময় তাঁহার দিব্যচক্ষু প্রথমে উন্মীলিত হয়। ক্রমে তিনি শক্তিশালী জননায়ক হইয়া উঠেন। ১৮৮৪ সালে লর্ড রীপনকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা দেওয়ার সময়ে তিনিই নেতৃত্ব করেন। সেই সময় তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ অধিবেশনে হিউম সাহেবের প্রস্তাবে, মান্দ্রাজের সুব্রহ্মণ্য আয়ারের সমর্থনে ও মিঃ তেলাঙ্গের অনুমোদনে বাঙ্গালার নেতা মিঃ উমেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জী সভাপতি পদে বৃত হন।

সভাপতি মহাশয় সমাগত জনমণ্ডলীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া এবং প্রতিনিধিবর্গ, সরকারী কর্ম্মচারী এবং সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া এমন ওজস্বিনী ভাষায় তাঁহার কথাগুলি বলেন যে, এখনও তাহা কর্ণকুহরে ঝঙ্কৃত হয়ঃ

"আমার মনে হয় ইতিহাসের স্মরণাতীত কালের মধ্যে এত বড় বিশিষ্ট ও গুরুতর জনসংঘ ভারতে একত্রিত হয় নাই। ভারতের সমস্ত প্রদেশ ও স্থান হইতেই—যত দূরবর্ত্তীই হউক না কেন—প্রতিনিধিবর্গ সমাগত হইয়াছেন। হয় তো পার্লামেণ্টের কমন্স সভার সভ্যগণ যেমন নির্ব্বাচিত হইয়া আলোচনায় যোগদান করেন, সেই নির্ব্বাচন হিসাবে আমরা প্রতিনিধি-পদ-বাচ্য না হইতে পারি, কিন্তু আমার মনে হয়, ভাবের ঐক্য, অভাব অভিযোগের সর্ব্বসাধারণত্ব এবং দুঃখ-বেদনার সমতা আমাদিগকে এখানে যে একত্রীভূত করিয়াছে, নির্ব্বাচন প্রথার তুলনায় সেই ঐক্য উপেক্ষণীয় নয়। কেহ কি বলিতে পারে আমরা আত্মনির্ব্বাচনের ফলে উপস্থিত হইয়াছি? আমি বলি, কখনও নয়।

"কংগ্রেসের অধিবেশন যে আজ হইতেছে, তাহা তো বৎসরাবধিই প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। সমস্ত প্রদেশের জনগণই নানাবিধ অনুষ্ঠানাদিতে এই সম্মেলনের কথা জ্ঞাত হইয়াছে এবং সানন্দে তাহারা তাঁহাদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিগণের উপস্থিতি ও প্রতিনিধিত্বই

কামনা করিয়াছে। আজ সেই মনোনীত ব্যক্তিরাই এখানে আসিয়া সমুপস্থিত হইয়াছেন। নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত না হইলেও এই সমস্ত জননায়কগণের সহযোগিতার ফল নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণের উপস্থিতি অপেক্ষা কম কার্য্যকরী নয়। তবে কেবল আমাদের গভীর দুঃখ যে নানারূপ বাধাবিঘ্নে প্রতিহত হইয়া আমাদের বহু সহকর্ম্মী যোগদান করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের সহযোগিতায় বঞ্চিত হইয়াছি।*"

অতঃপর তিনি কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া বলেন, "আমি গুটিকতক উদ্দেশ্য বিবৃত করিতেছি—তবে এগুলিই সব নয়, কারণ প্রস্তাবাদিতে আমাদের লক্ষ্য স্থিরীকৃত হইবে।"

* "Surely never had so important and comprehensive an assemblage occurred within historical times on the soul of India. He claimed for it an entirely representative character. It was true that judged from the standard of the House of Commons they were not the representatives of the people of India in the sense the members of the House were representatives of the constituencies. But if community of sentiments, community of feelings and community of wants enabled any one to speak on behalf of others, then assuredly they might justly claim to be the representatives of the people of India. It might be said that they were self-elected but that was not so. The news that this Congress would be held, had been known throughout the year in the different provinces of India and they all knew that everywhere the news had been received with great satisfaction by the people at large and though no formal elections had been held the representatives had been selected by all the different associations and bodies and he only wished that all thus selected, had been able to attend instead of their having now to lament the absence of many valued co-adjutors whose attendance had been unhappily barred by various unfortunate circumstances—'

ছিলেন। কিন্তু ইলবার্ট বিলের সময় তাঁহার দিব্যচক্ষু প্রথমে উন্মীলিত হয়। ক্রমে তিনি শক্তিশালী জননায়ক হইয়া উঠেন। ১৮৮৪ সালে লর্ড রীপনকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা দেওয়ার সময়ে তিনিই নেতৃত্ব করেন। সেই সময় তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ অধিবেশনে হিউম সাহেবের প্রস্তাবে, মান্দ্রাজের সুব্রহ্মণ্য আয়ারের সমর্থনে ও মিঃ তেলাঙ্গের অনুমোদনে বাঙ্গালার নেতা মিঃ উমেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জী সভাপতি পদে বৃত হন।

সভাপতি মহাশয় সমাগত জনমণ্ডলীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া এবং প্রতিনিধিবর্গ, সরকারী কর্ম্মচারী এবং সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া এমন ওজস্বিনী ভাষায় তাঁহার কথাগুলি বলেন যে, এখনও তাহা কর্ণকুহরে ঝঙ্কৃত হয়ঃ

"আমার মনে হয় ইতিহাসের স্মরণাতীত কালের মধ্যে এত বড় বিশিষ্ট ও গুরুতর জনসংঘ ভারতে একত্রিত হয় নাই। ভারতের সমস্ত প্রদেশ ও স্থান হইতেই—যত দূরবর্ত্তীই হউক না কেন—প্রতিনিধিবর্গ সমাগত হইয়াছেন। হয় তো পার্লামেণ্টের কমন্স সভার সভ্যগণ যেমন নির্ব্বাচিত হইয়া আলোচনায় যোগদান করেন, সেই নির্ব্বাচন হিসাবে আমরা প্রতিনিধি-পদ-বাচ্য না হইতে পারি, কিন্তু আমার মনে হয়, ভাবের ঐক্য, অভাব অভিযোগের সর্ব্বসাধারণত্ব এবং দুঃখ-বেদনার সমতা আমাদিগকে এখানে যে একত্রীভূত করিয়াছে, নির্ব্বাচন প্রথার তুলনায় সেই ঐক্য উপেক্ষণীয় নয়। কেহ কি বলিতে পারে আমরা আত্মনির্ব্বাচনের ফলে উপস্থিত হইয়াছি? আমি বলি, কখনও নয়।

"কংগ্রেসের অধিবেশন যে আজ হইতেছে, তাহা তো বৎসরাবধিই প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। সমস্ত প্রদেশের জনগণই নানাবিধ অনুষ্ঠানাদিতে এই সম্মেলনের কথা জ্ঞাত হইয়াছে এবং সানন্দে তাহারা তাঁহাদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিগণের উপস্থিতি ও প্রতিনিধিত্বই

কামনা করিয়াছে। আজ সেই মনোনীত ব্যক্তিরাই এখানে আসিয়া সমুপস্থিত হইয়াছেন। নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত না হইলেও এই সমস্ত জননায়কগণের সহযোগিতার ফল নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণের উপস্থিতি অপেক্ষা কম কার্য্যকরী নয়। তবে কেবল আমাদের গভীর দুঃখ যে নানারূপ বাধাবিঘ্নে প্রতিহত হইয়া আমাদের বহু সহকর্ম্মী যোগদান করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের সহযোগিতায় বঞ্চিত হইয়াছি।*"

অতঃপর তিনি কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া বলেন, "আমি গুটিকতক উদ্দেশ্য বিবৃত করিতেছি—তবে এগুলিই সব নয়, কারণ প্রস্তাবাদিতে আমাদের লক্ষ্য স্থিরীকৃত হইবে।"

* "Surely never had so important and comprehensive an assemblage occurred within historical times on the soul of India. He claimed for it an entirely representative character. It was true that judged from the standard of the House of Commons they were not the representatives of the people of India in the sense the members of the House were representatives of the constituencies. But if community of sentiments, community of feelings and community of wants enabled any one to speak on behalf of others, then assuredly they might justly claim to be the rspresentatives of the people of India. It might be said that they were self-elected but that was not so. The news that this Congress would be held, had been known throughout the year in the different provinces of India and they all knew that everywhere the news had been received with great satisfaction by the people at large and though no formal elections had been held the representatives had been selected by all the different associations and bodies and he only wished that all thus selected, had been able to attend instead of their having now to lament the absence of many valued co-adjutors whose attendance had been unhappily barred by various unfortunate circumstances—'

কংগ্রেসের উদ্দেশ্য :

(১) ভারত সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের দেশকর্ম্মিগণের মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠতা, বন্ধুত্ব ও প্রেমবর্দ্ধন।*

(২) উক্ত সম্প্রীতির ফলে দেশপ্রেমিকগণের মধ্যে যাহাতে ভিন্ন জাতি, ধর্ম্ম অথবা বিভিন্ন প্রদেশের লোক বলিয়া কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা না থাকে, তাহা যথাসম্ভব দূরীকরণ এবং জনপ্রিয় গভর্ণর-জেনারেল লর্ড রীপনের চিরস্মরণীয় শাসন কালে জাতীয় ঐক্যঘটিত যে সমস্ত ভাবধারা গড়িয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছে তাহার পরিপুষ্টিসাধন ও দৃঢ়ীকরণ। †

(৩) প্রয়োজনীয় ও অবশ্য-করণীয় সমাজ সম্বন্ধীয় সমস্যায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সুচিন্তিত মত নির্দ্ধারণ ও লিপিবদ্ধ করণ। ‡

(৪) দেশীয় নেতৃবৃন্দ পরবর্ত্তী বৎসরে কিরূপভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইবে তাহা স্থিরীকরণ। §

---

* 'The promotion of personal intimacy and friendship amongst all the more earnest workers in our country's cause in all parts of the Empire.

† The eradiction by direct friendly intercourse of all possible race, creed, or provincial prejudices amongst all lovers of our countrry, and the fuller development and consolidation of those sentiments of national unity that had their origin in their beloved Lord Ripon's ever memorable reign.

‡ The authoritative record after this has been carefully elicited by the fullest discussion of the matured opinions of the educated classes in India on some of the more important and pressing of the social questions of the day.

§ The determination of the lines upon and method by which during the next twelve months it is desirable for active politicians to labour in the public interests.

মিঃ ব্যানার্জ্জি অতঃপরে আরও বলেন ঃ

"আমাদের উদ্দেশ্য যতই মহৎ এবং ত্রুটিবিহীন হউক না কেন, বড়ই দুঃখের বিষয় দায়িত্ব-বিহীন একদল লোক কংগ্রেসকে রাজদ্রোহী ও ষড়যন্ত্রকারিগণের ক্রীড়াভূমি বলিয়া আখ্যা দিতে দ্বিধা করে না। এখানে আসিয়া আমি সকলের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াছি, দেশের হিত সম্বন্ধে সকলেই আলোচনায় ব্যাপৃত হইয়াছেন এবং আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, আমাদের বন্ধুগণ ও আমরা রাজভক্তি ও ইংরাজ-শাসনের শুভকামনায় কাহারও অপেক্ষা ন্যূন্য নহি। আমরা এই জনসভায় শান্তিপূর্ণ ও সঙ্গতভাবে দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে যে ভাবেই আলোচনা করি না কেন, ইংলণ্ডের শাসন-প্রথানুযায়ী উপায়ে শাসনকর্ত্তাদের নিকট আমাদের অভাব অভিযোগ উপস্থাপিত করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ইংরাজ আমাদের অনেক হিত-সাধন করিয়াছেন, আমরা সেজন্য যথেষ্ট কৃতজ্ঞও রহিয়াছি। ইংরাজ-শাসন আমাদিগকে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা দিয়াছে, রেলওয়ের সহায়তায় আমাদের যাতায়াতের সুবিধা করিয়া ঐক্য-বন্ধনে সহায় হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার অমূল্য সম্পদও আমরা তাহাদের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু এখনও তাহাদের অনেক কার্য্য বাকী রহিয়াছে, এখনও তাহাদের করণীয় অনেক কিছু আছে। আমরা যত শিক্ষালোক পাইব, যত আমাদিগকে সুখ সুবিধা প্রদান করা হইবে, যত আমরা উচ্চ বিষয়ে আলোচনার সুযোগ পাইব—ততই আমরা রাজনৈতিক অধিকার লাভেও আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিব। ইউরোপে যে শাসন-প্রথা প্রচলিত, যদি আমরা সেই শাসন লাভ করিতে উদ্গ্রীব হই, তবে কি তাহা আমাদের রাজভক্তির বিরোধী? আমি তাহা স্বীকার করিব না, কোন বুদ্ধিমান ও দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিই তাহা কখনও স্বীকার করিবে না। আমরা তো এই চাই যে, গবর্ণমেণ্টের ভিত্তির আরও প্রসার হইবে আর আমাদের জনগণের ন্যায্য কর্ম্মভারও তাহাতে থাকিবে। ইহাই তো আমাদের কাম্য।

জিজ্ঞাসা করি, ইহা কি অসঙ্গত কামনা? আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে, আমাদের আলোচনায় যেমন দেশের লোকের উপকার হইবে, গবর্ণমেণ্টেরও তাহাতে প্রকৃত মঙ্গল সাধনই হইবে।"*

* "Surely there was nothing in these objects to which any sensible and unprejudiced man could possibly take exception and yet on more than one occasion, remarks had been made by gentlemen who should have been wiser, condemning the proposed Cougress as if it were a nest of conspirators and disloyalists. Let him say once for all and in this he knew well after the long informal discussions that they all had amongst themselves on the previous day, that he was only expressing the sentiments of every gentleman present, that there were no more thoroughly loyal and consistent well-wishers of the British Government than were himself and the friends around him. In meeting to discuss in an orderly and peacefull manner questions of vital importance affecting their well-being, they were following the only course by which the constitution of England enabled them to represent their views to the ruling authority. Much had been done by Great Britain for the benefit of India, and the whole country was truly grateful to her for it. She had given them order, she had given them railways and above all, she had given them the inestimable blessings of western education. But a great deal still remained to be done. The more progress the people made in education and material prosperity, the greater would be the insight into political matters and the keener their desire for political advancement. He thought that their desire to be governed according to the ideas of Government prevalent in Europe was in no way incompatible with their thorough loyalty to the British Government. All that they desired was that the basis of the Government should be widened and the people should have their proper and legitimate share in it. The discussions that would take place in this Congress would, he believed, be as advantageous to the ruling authorities as he was sure it would be to the people at large."

যদিচ প্রথমে সভাপতি ও প্রতিনিধিগণের বক্তৃতায় রাজভক্তির মাত্রা খুব বেশী ছিল—তখন উহা খুব থাকিতও—তথাপি প্রথম সভাপতির মুখ-নিঃসৃত কথাগুলিতে তাঁহাদের মনোভাব বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। তাঁহারা স্পষ্টই বলেন, "আমরা রাজভক্ত বটে, কিন্তু ইউরোপে যেরূপ শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত, আমরাও সেইরূপ শাসনাধীনেই থাকিতে চাই। এরূপ অভিপ্রায় আমাদের রাজভক্তির পরিপন্থী নহে।"

তারপরে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ

(১) ভারতীয় শাসনতন্ত্র অনুসন্ধান জন্য রয়াল কমিশন নিযুক্ত হউক এবং তাহাতে ভারতবাসীকেও সভ্য করিতে হইবে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ ইংলণ্ড ও ভারত এতদুভয় স্থান হইতেই লওয়া চাই।*

প্রস্তাবক—জি, সুব্রহ্মণ্য আয়ার (সম্পাদক, 'হিন্দু'); সমর্থক মিঃ ফেরোজ শা মেটা; অনুমোদক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন।

(২) ভারত সচিবের বর্ত্তমান গঠিত পরামর্শ পরিষদের উচ্ছেদ আবশ্যক।

প্রস্তাবক—এস্, এইচ, চিপলাঙ্কার।

সমর্থক—পি আনন্দ চার্লু।

জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয় বড়ই হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন।

(৩) এই প্রস্তাবে শাসন সংস্কারের কথা হয়। ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় যেন নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং পঞ্চনদ প্রদেশেও যেন ব্যবস্থাপক সভা হয়। সব সভায়ই বজেট (আয় ব্যয় হিসাবের খসড়া) সম্বন্ধে সভ্যগণ কর্ম্মকর্ত্তা (exeu-

* That this Congress earnestly recommends—the promised enquiry into the working of the Indian administration here and in England should be entrusted to a Royal Commission, the people of India being adequately represented therein and evidence taken both in India and England.

tive) গণকে যেন প্রশ্ন করিতে পারে। পার্লামেণ্টের কমনস্ সভায় যেন একটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠিত হয় এবং উপরোক্ত ব্যবস্থাপক সভার অধিক সংখ্যক সভ্যের মত যদি কর্ম্মকর্ত্তাগণ কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হয়, তবে এই কমিটি যেন সেই অধিকাংশের মত বিবেচনা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন।*

এই প্রস্তাব উত্থাপন কালে মিঃ তেলাঙ্গ বলেন: "আমরা মনোনয়ন চাই না, নির্ব্বাচন চাই। লর্ড রীপন যে স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন তাহাতে মিউনিসিপ্যালিটী ও ডিষ্ট্রীক্ট এবং লোক্যাল বোর্ডে—আমাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি পাইবার অধিকার জন্মিয়াছে। অতএব ক্রমে এই নীতির প্রসার হইয়া আমরা যেন প্রত্যেক প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভায়ও নির্ব্বাচিত সভ্য লাভ করিতে পারি। আপাততঃ অন্ততঃ অর্দ্ধেকসংখ্যক সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেই চলিতে পারে। এবং ক্রমে প্রধান প্রধান শহরের কর্পোরেশন, বিশ্ব-বিদ্যালয়, সুগঠিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যালিটী ও বোর্ড সমূহ যেন নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা লাভ করে।"

অনারেবল এস, সুব্রাহ্মণ্য আয়ারও বলেন: "নির্ব্বাচন প্রথার অস্তিত্ব নাই বলিয়া কাউন্সিলের বে-সরকারী সভ্যের কোন ক্ষমতা

* That this Congress considers the reform and expansion of the supreme and existing legislative Councils, by the admission of a considerable proportion of elected members (and the creation of similar councils for the North-West Provinces and Oudh and also for the Punjab.) essential and holds that all budgets should be referred to these councils for consideration, their members being more-over empowered to interpellate the Executive in regard to all branches of the administration; and that a Standing Committee of the House of Commons should be constituted to receive and consider and formal protests that may be recorded by majorities of such councils against the exercise by the Executive of the power which would be vested in it, of overruling the decisions of such majorities.

নাই বলিলেই চলে, কারণ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি যে, গভর্ণমেণ্ট ছোট খাটো বিষয়ে এক আধটু মতামত গ্রহণ করিলেও' কোন নীতি সম্বন্ধে নিজেদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত হইতে একটুও (এক চুলও) নড়ে না।"

দাদাভাই নৌরজী বলেন: "আমরা যে যে সংস্কার চাহিতেছি গভর্ণমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করিলে এবং আমাদের প্রশ্নাদি করিবার অধিকার দিলে গভর্ণমেণ্টের প্রতি অবিশ্বাস বা দুর্নাম অনেকটা তিরোহিত হইয়া যাইবে।"*

লালা মুরলীধর বলেন: "Real and direct representation must be had to minimise the influence of men wo are not true representatives of the country."

লালাজী খুব সুন্দর বক্তৃতা দিতেন, আর অভিভাষণে বড় হাসির উদ্রেক করিতে পারিতেন।

মহাদেও গোবিন্দ রানাডে মত প্রকাশ করেন যে, ভারতসচিবের সভায় নির্ব্বাচিত এবং মনোনীত উভয় প্রকারের লোক থাকাই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়। মিঃ হিউম—pointed out that a substitute for the Secretary of State's Council as regards extravagant expenditure was provided for in the scheme proposed by the resolution in the power of interpellation and in the financial power.

দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাও প্রভৃতি কয়েকজন পার্লামেণ্টরী কমিটি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।†

---

* If the Government granted the reforms and the right of interpellation prayed for, much of the misunderstandings and odium the Government had to suffer would be removed.

† D. Raghunath Rao thought that reference to a Parliamentary Committee would expose India to the risk of Government by English political parties,

Mr. P. M. Mehta thought that a subst.tute for the India Council was unnecessary. A Parliamentary Committee would be of great advantage by giving publicity to the discussion of Committee.

Mr. Narendra Nath Sen thought that a standing Committee of the House of Commons would be good if it contained their own representatives.

(৪) বিলাতের মত ভারতেরও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হউক।

(Simultaneous examination for Civil Service.)

মিঃ ডি, এস, হোয়াইট, মিঃ গিরিজাভূষণ মুখার্জ্জি* (নববিভাকর কাগজের সম্পাদক) ও মিঃ নৌরজী সাহেব এই প্রস্তাবে যোগদান করেন।

(৫) সামরিক বিভাগের বর্ত্তমান ব্যয়-বাহুল্য অনাবশ্যক এবং রাজস্বের সহিত তুলনায় ইহা খুব অতিরিক্ত। (The reduction of military expenditure.)

(৬) যদি সামরিক বিভাগের ব্যয় হ্রাস করা অসম্ভব হয় তবে অতিরিক্ত ব্যয় কাষ্টমস শুল্ক ও পরে লাইসেন্স করের দ্বারা নির্ব্বাহিত হউক।

(The re-imposition of the import cotton duties and extension of the License Tax, together with one Imperial guarantee to the Indian debt.)

(৭) কংগ্রেসের মতে ব্রহ্ম দেশ Upper Burma অধিকার অনাবশ্যক। কিন্তু সরকার যদি তাহা অধিকার করাই স্থির করেন ; তবে সমগ্র ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সিংহলের মত উপনিবেশ গঠিত করাই সঙ্গত।

(Separation of Burma from the Indian Viceroyalty.)

মান্দালয়ের (উত্তর বর্ম্মা) রাজা থিবো ফরাসী রাজ্যের সহিত গুপ্ত সন্ধি করিয়াছিলেন সন্দেহে লর্ড ডাফরিন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৮৮৫ সালের ২৭ নভেম্বর থিবো আত্মসমর্পণ করেন ও তৎপর দিবস মান্দালয় অধিকৃত হয়। ১৮৮৬ জানুয়ারীতে সমগ্র বর্ম্মাদেশ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়।

† ইনি নববিভাকর পত্রিকার সম্পাদনা করিতেন। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও আলিপুরের একজন নামজাদা উকিল ছিলেন। হাই কোর্টেও প্রবেশ করেন কিন্তু অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন।

(৮) কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবাবলী দেশীয় সমগ্র রাজনীতিক সমিতির গোচর করা হউক।

(Resolutions be forwarded to all political associations in the country with a request to adopt such measures as may be calculated to advance the sentiment of the various questions dealt with in the resolutions).

মিঃ হিউমের প্রস্তাব মতে ও সুব্রহ্মণ্য আয়ারের সমর্থনে পরবর্ত্তী বৎসরে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন স্থিরীকৃত হয়। সভাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "কলিকাতায় যথাসাধ্য অতিথি সৎকারে ত্রুটি করিব না।"

তিন দিন বৈঠক হওয়ার পরে যখন অধিবেশন শেষ হয়, সভাপতি মহাশয় বিস্তর প্রশংসাবাদ লাভ করেন। এবং পরে হিউম সাহেবকে তিনবার "Three cheers for Mr. Hume, the father of the Congress." বলিয়া অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। হিউম সাহেবও মহারাণীর জয়—"Three cheers for Her Majesty the Queen Empress." বলিতে বলিতে প্রত্যভিবাদন করেন।

প্রথম অধিবেশনের প্রস্তাবগুলি বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। কারণ, বহুদিন পর্য্যন্ত এই পরিমাপেই কংগ্রেসের কার্য্যাবলী পরিচালিত হয়। 'Three cheers' অনেক দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল—কেন না, পাশ্চাত্যভাবের অনুকরণে কংগ্রেসের সূত্রপাত হয়। কবে এই ধ্বনি বিতাড়িত হইয়া 'বন্দেমাতরম'-এর পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়, পাঠক বিশেষ ভাবে তাহা লক্ষ্য করিবেন। অধিবেশন শেষ হইয়া গেলে, প্রতিনিধিবর্গকে সমাদর করিয়া এলিফেণ্টা গুহা প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করান হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বোম্বাই নগরীতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু কলিকাতাই যে কংগ্রেসের জন্মস্থান এ কথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ হইবে। ১৮৮৩ সালে ইলবার্ট বিল, সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড এবং লর্ড রীপণের সংস্কার ও ব্যর্থ-প্রয়াস সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে সবিস্তার বিবরণ প্রদান করিয়াছি। এবারেই ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের যত্নে আলবার্ট হলে একটি জাতীয় সম্মিলনের অধিবেশনও হইয়াছিল, তবে ইহা প্রাদেশিক সম্মিলনীই ছিল। সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন প্রভৃতি তাহাতে নেতৃত্ব করেন, পার্লামেণ্টের সভ্য Seymour Keayও এই সভায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। অম্বিকা চরণ মজুমদার প্রভৃতিও উপস্থিত ছিলেন। প্রাদেশিক সম্মিলনী বাঙ্গলারই আন্দোলন। কিন্তু সমগ্র ভারতের মধ্যে যে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল তাহারই অভিব্যক্তি হয় জাতীয় মহাসম্মিলনীতে এবং সেই মহাসমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতায়ই হইয়াছিল।

কলিকাতার অধিবেশনে সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিবর্গকে অভ্যর্থনা করিবার কোন ত্রুটীই হয় নাই, কারণ বঙ্গবাসী অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় আতিথেয়তায় নূন্য নহে। তবে পার্থক্য এই যে, বাঙ্গালীরা কিছু ভোজন পটু, তাই অপরের পান-ভোজনের ব্যবস্থাও তাঁহারা প্রচুর রকমেই করিয়া থাকেন। কলিকাতায়ও উহার কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় নাই।

কলিকাতার অধিবেশনে হিউম সাহেবের আগ্রহে সুরেন্দ্রনাথকে দলভুক্ত করা হয়। তাই আর "ন্যাশন্যাল লিবারেল কনফারেন্সের" আবশ্যকতা রহিল না। কংগ্রেসই এখন অনন্য-জনসঙ্ঘ রূপে বঙ্গ-

বাসীকে আকৃষ্ট করে। অতঃপরে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ আর কখনও কোন অধিবেশনে অনুপস্থিত হন নাই। ক্রমে তিনিই বাঙ্গালীর অবিসম্বাদী জননায়ক হইয়া উঠেন।

যাহা হউক কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন, এবং সকলে উৎসাহের সহিত যোগদান করেন কলিকাতার অধিবেশন হইতেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি প্রতিবৎসর একজন নির্ব্বাচিত হইয়া অভ্যর্থনাদির তত্ত্বাবধান-ব্যাপারে নেতৃত্ব করেন, বোম্বাইতে সেরূপ কেহ ছিলেন না।

শিক্ষিত সমাজ এই অধিবেশন উপলক্ষে কিরূপে জাতীয়ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, 'ভারতসঙ্গীত', 'ভারত-বিলাপ' ও 'বৃত্রসংহারের' কবি প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী হেমচন্দ্রের 'রাখিবন্ধন' কবিতায়ই তাহা প্রমাণিত হয়।

সকলেই জানেন যে, গত চল্লিশ বৎসর হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্"-ই জাতীয় মহাসম্মিলনীর জাতীয় মহাসঙ্গীত। কিন্তু তখনও বন্দেমাতরমের মর্ম্ম কেহ বুঝেন নাই। সহযোগী সাহিত্যিকেরাও ইহা পছন্দ করিতেন না। বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়া নেতৃবৃন্দ আনন্দধ্বনি (cheers) বিদেশীর অনুকরণেই করিতেন। 'বন্দেমাতরম্' তখন তাঁহারা ভাবিতেও আরম্ভ করেন নাই। কিন্তু অল্পদিন মধ্যে চাকুরী করিতে করিতেই বঙ্কিম শুনিলেন তাঁহারই বন্ধু হেম তাঁহারই সুরে সুর মিলাইয়া তাহারই সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি করিয়া এই উৎসব উপলক্ষে 'রাখিবন্ধন' কবিতা রচনা করিয়া উদাত্তকণ্ঠে গাহিতেছেন—

ভারত জননী জাগিল !
পুরব বাঙ্গালা মগধ বিহার
দেরাইসমাইল হিমাদ্রির ধার
করাচি মান্দ্রাজ সহর বোম্বাই
সুরাট গুজরাটি, মারহাটী ভাই
চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল

প্রেম আলিঙ্গনে করে রাখি কর
খুলে গেছে হৃদি হৃদি পরস্পর
এক প্রাণ সবে এক কণ্ঠস্বর
সুখে জয়ধ্বনি করিল।

প্রণয় বিহ্বলে ধরে গলে গলে
গাহিল সকলে মধুর কাকলে
গাহিল—"বন্দেমাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলজয় শীতলাং—
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীং
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিণীং—
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্—
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং—
রিপুদল বারিণীং বন্দে মাতরম্"।

উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে—
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়স্বরে
ভারত জগৎ মাতিল।
আনন্দ উচ্ছাস ফুটেছে বদনে
মায়েরে বসায়ে হৃদি সিংহাসনে,
চরণযুগল ধরি জনে জনে
একতার হার পরিল।

কবির সঙ্গীতে বাঙ্গালী উদ্দীপিত হইল। কিন্তু তখনও আমরা ভাবিতাম ইংরাজের ভাবে, কাজ করিতে চাহিতাম ইংরাজের অনুকরণে, যাচ্ঞা করিতাম ইংরাজেরই করুণাভিক্ষা। কিন্তু ক্রমে আমরা উহার ব্যর্থতা বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈবচ। আমাদের এজিটেসনতো ভিক্ষারই নামান্তর মাত্র। ভারত ইংলণ্ড

নহে। ইংলণ্ডে চাহিয়া না পাইলে জোর চলে। কিন্তু আমাদের সে শক্তি নাই। ১২১৫ খৃষ্টাব্দে ম্যাগনাচার্টা সেই শক্তিরই পরিচায়ক। সম্রাট জন্‌কে (King John) জনশক্তি তরবারির ভয় প্রদর্শনে রাণীমীডে ঐ প্রজাধিকার-লিপি সহি করাইয়া লয়। আজ হয়তো তাহাতে দণ্ডবিধি আইনের ৩৮৪ ধারায় প্রয়োগ চলিত ; কিন্তু পৃথিবীতে যাহারা স্বাধিকার লাভ করিয়াছে, শক্তির সহায়েই করিয়াছে। ইংলণ্ডাধিপতি চার্লস ফার্ষ্টকেও প্রজারা বিনা-প্রতিনিধিত্বে কর দিবে না বলিয়া দৃঢ়ভাবেই তাঁহার বিরুদ্ধে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়াছিল ; 'বিল অব্ রাইট্‌স'ও এই শক্তিবলেই মঞ্জুর হইয়া আসে। কিন্তু আমরা যে দাস, আমাদের শক্তি কতটুকু ? আমরা ভিক্ষায় কি পাইয়াছি, কি পাইব, কি পাইতে পারি ? বঙ্কিমচন্দ্র এই ভিক্ষানীতির বিরুদ্ধেই পূর্ব্ব হইতে শঙ্খ বাজাইয়া জাতিকে জাগাইতে চাহিয়াছিলেন।

যাহাহউক, অধিবেশন হইবার কথা ছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসো-সিয়েশন হল গৃহে, কিন্তু প্রতিনিধি সংখ্যা ৫২৬ জন হওয়া যায়, টাউন-হলে স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হয়। সভাপতি পূর্ব্বেই স্থির করা হইয়াছিল দাদাভাই নৌরজী সাহেবকে। ১৮৮৫ সালের কংগ্রেস হইবার পরে দাদাভাই বিলাত গিয়া লিবারেল Holborn Division of Finsbury মেম্বর হইয়া আসেন।

ইনি বোম্বাই কলেজের অধ্যাপনা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডে গিয়া রাজনৈতিক কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং বিলাতে ভারতের দুঃখ-দৈন্য সম্বন্ধে প্রকৃত অবস্থা ইংলণ্ডবাসীর হৃদয়ঙ্গম করাই তাঁহার প্রধান কাজ ছিল। এই পার্সী নৌরজী সাহেব অপেক্ষা তখন এই মহতী সভার সভাপতি হইবার অন্য কোন যোগ্যতর ব্যক্তি ভারতবর্ষে ছিলেন কি না সন্দেহ।

টাউন হলের পূর্ব্ব দিকে একটি মঞ্চ তৈয়ার করা হয়—নতুবা ঈষৎ খর্ব্বাকৃতি নৌরজী সাহেবকে দেখা যাইবার সম্ভাবনা ছিল না।

২৭শে ডিসেম্বর সোমবারে ডাক্তার রাজেন্দ্র মিত্র প্রতিনিধিবর্গকে অভ্যর্থনা করিয়া অভিভাষণ পাঠ করেন এবং প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করেন—

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে!
আয় বলে ওই ডেকেছে কে!

সেই গভীর স্বরে উদাস করে—
আর কে কারে ধরে রাখে।
যখন থাকি যে যেখানে
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে

সেই প্রাণের টানে টেনে আনে—
প্রাণের বেদন জানে না কে?
মান অপমান ঘুচে গেছে—
নয়নের জল গেছে মুছে
নবীন আশে হৃদয় ভাসে
ভাই-এর পাশে ভাইকে দেখে!

কত দিনের সাধন-ফলে
মিলেছি আজ দলে দলে,
ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয় রে মা'কে।

কলিকাতার এই অধিবেশন যাহারা দেখিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বলেন, বিভিন্ন স্থানের অধিবাসিগণের যে শিরো-শোভা দেখিয়াছিলেন তাহা অপূর্ব্ব। এখন আর সেরূপ বড় দেখা যায় না। পার্শীদের টুপী, বোম্বাই ও সুরাটের মুসলমানদের টুপী, শিখদের পাগড়ী, মহারাষ্ট্রীয় ও মান্দ্রাজবাসীর বিভিন্ন পাগড়ী, রাজপুতগণের ভিন্ন

ভিন্ন পাগড়ী ও সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবাসীর অনাবৃত মস্তকে কি যে অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। সিন্ধু দেশের কয়েকজন আসিয়াছিলেন অতি দীর্ঘ পাগড়ী পরিয়া, সেরূপ আর এখন দেখা যায় না। আকৃতিতেও সকলেই বিভিন্ন—বলিষ্ঠ শিখ, সুদৃঢ় পাঠান, দর্পী রাজপুত, কষ্টসহিষ্ণু দৃঢ় মহারাষ্ট্রবাসী, সুহাস মান্দ্রাজী ও তীক্ষ্ণ নয়ন পার্শী ইত্যাদি।

সেই মহতী জনসভায় কলিকাতার জন-সাধারণের পক্ষ হইতে রাজেন্দ্রলাল প্রতিনিধিবর্গকে অভিনন্দন করিয়া বলেন—

"আজ আমার জীবনের সুখস্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইতে চলিল। জাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত অংশগুলি একত্রীভূত হইয়া যেন একটী অখণ্ড জাতিতে পরিণত হয়—ইহাই ছিল আমার জীবনের আশা। আজ সেই জাতিসঙ্ঘের সূত্রপাত হইয়াছে। ভারতের সুখের সেই দিন প্রায় সমাগত, আজ অরুণোদয় দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলাম।...ব্যবস্থাপক সভার পুনর্গঠনই একান্ত প্রয়োজনীয়। উহাই আমাদের রাজনৈতিক উন্নতির প্রধান ভিত্তি। তবে আমরা প্রথমে নরম ভাবেই আরম্ভ করিব, আমাদের কার্য্যপ্রণালীও নরমই হইবে।"*

রাজেন্দ্রলাল আরও বলেন—

We live not not under a National Government but under a foreign beauracracy, our foreign rulers are foreigners by birth, religion, language, habits—by everything that divives humanity

* It has been the dream of my life that the scattered units of my race may someday coalesce and come together; that instead of living merely as individuals we may someday combine as to be able to live as a nation. In this meeting I behold the commencement of such coalescence. I behold in this Congress the dawn of a better and a happier day for India. I look upon the Legislative Councils as the corner stone of all the topics of political condition. Let our speakers speak moderately. Let your schemes be moderate.''

into different sections. They cannot possibly dive into our hearts. They cannot ascertain our wants, our feelings, our aspirations. They may try their best and I have no reason to doubt that many of our Governors have tried hard to ascertain our feelings and our wants, but owing to their peculiar position, they have failed to ascertain them.

রাজেন্দ্রলাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামক জমিদার সভার সভাপতি ছিলেন। ইনি রাজনীতিজ্ঞ অপেক্ষা পাণ্ডিত্যেরই সমধিক অধিকারী ছিলেন। ইদানীং বধিরতা আসিয়া তাঁহার কর্ম্মশক্তি খর্ব্ব করিয়া দিলেও লোকহিতকর অনুষ্ঠানে তাঁহাকে সর্ব্বদাই পাওয়া যাইত। সভায় দাঁড়াইয়া তিনি সুন্দর বলিতেন, এবং তাঁহার বক্তৃতা কতকটা কথোপকথনের ধরণে ছিল। কলিকাতার অধিবেশন কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত, কি বৃদ্ধ, কি যুবক কি উচ্চশ্রেণী বা অনুন্নত শ্রেণীর প্রধান ব্যক্তিগণের সম্মিলন বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

উত্তরপাড়ার জমিদার রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিয়া দাদাভাই নৌরজী মহোদয়কে সভাপতি পদে বৃত করেন এবং অবশেষে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রলাল, দাদাভাই নৌরজী, রাজা জয়কৃষ্ণ ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন যে প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার, তাহা কি যুবকের উত্তেজনা প্রসূত বলিয়া আখ্যা দেওয়া চলে? রাজা জয়কৃষ্ণের বয়স ছিল ৭৯, তিনি দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন তথাপি সেই বৃদ্ধ বয়সেও শারীরিক ব্যাধি ও অপারগতা সত্ত্বেও কংগ্রেসে যোগদান করিতে দ্বিধা করেন নাই।

সভাপতি মহাশয় ইংরাজ রাজত্বের প্রকৃষ্ট দিকটারই বেশী উল্লেখ করেন। ২৮, ৩০, ও ৩১শে ডিসেম্বর নিম্নলিখিত প্রস্তাবাদি সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

কলিকাতার কংগ্রেসই প্রথম প্রতিনিধিমূলক কংগ্রেস। আনী বেসান্ত তাঁহার বর্ণিত ইতিহাসে বলেন,

"The first Congress was composed of volunteers and the second of delegates."

ডেলিগেটগণ নির্ব্বাচিত হইয়াই আসেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে হইতে আসেন ৭৪, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রত্যেক প্রদেশ হইতে ৪৭, পঞ্চনদ ১৭, মধ্যপ্রদেশ ৮, আসাম ৮, বাঙ্গালা দেশের প্রতিনিধি সংখ্যা স্বভাবতঃই বেশী ছিল। ২৩০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অর্থাৎ বোম্বাই নগরীর ৭২ জনের সংখ্যা হইতে কলিকাতায় ৪০৬ জন প্রতিনিধি লাভ নিতান্ত উপেক্ষার জিনিষ নয় এবং সকলেই কি বিদ্যাবুদ্ধি—কি ধন-সম্পদ্—কি প্রভাব-প্রতিপত্তি সকল দিক্ হইতেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। নিম্নলিখিত প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়—

(১) আগামী জুবিলি উপলক্ষে (১৮৮৭ সালে) ভারত সম্রাজ্ঞীর প্রতি আনন্দ-সূচক অভিনন্দন প্রদান ;

(২) দারিদ্র্য দূরীকরণ ব্যবস্থা ;

(৩) ব্যবস্থাপক সভার প্রসারের নিয়ম প্রবর্ত্তন ;

(৪) সরকারী চাকুরীর কমিশন সম্বন্ধে ব্যবস্থা ;

(৫) জুরী প্রথার সংপ্রসারণ ;

(৬) ওয়ারেণ্ট কেসে (Warrent Cases) জুরীর সহায়তায় বিচার ;

(৭) বিচারে জুরীর রায়ের বলবৎ হওয়া উচিত ;

(৮) বিচার ও শাসন বিভাগের পৃথকী করণ ;

(৯) দেশীয়গণকে ভলাণ্টিয়ার করিবার প্রস্তাব এবং

(১০) ভারতে ও ইংলণ্ডে সমভাবে সিভিলসার্ভিস পরীক্ষার প্রবর্ত্তন ও বয়স ১৯ বৎসর হইতে ২৩ পর্য্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব।

তৃতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে ডেরাইসমাইল খানের মালেক ভগবান দাস বলেন,

"যে দেশে মানুষ কলম পেশা অপেক্ষা তরবারী চালাইতেই অধিক সক্ষম, সে স্থানের আমি প্রতিনিধি। লোকে বলে, বাঙ্গালী-রাই সংস্কার চাইছেন। আমি কি বাঙ্গালী। যাহার সামান্য বুদ্ধি আছে, এরূপ ভারতবাসী মাত্রই সংস্কার চান্।"

চতুর্থ দিবসে ব্যবস্থাপক সভা কি ভাবে গঠিত হইতে পারে, সেই সম্বন্ধেই আলোচনা হয়। সুরেন্দ্রনাথ বলেন—

"Self-Goverument is the order of nature, the will of Divine Providence.—Our Panchayet system is as old as the hills and is graven on the hearts and the instincts of the people.'

মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে উত্তরোত্তর যাহাতে নির্ব্বাচন-প্রথা প্রসারলাভ করে, এই ভাবেও একটি প্রস্তাব হয়।

এই সমস্ত আলোচনায় মিঃ রহমত উল্লা সিয়ানী, গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী, মনোমোহন ঘোষ, কালীশঙ্কর সুকুল, এন-জি চন্দ্রভারকর, আনন্দ চার্লু, রাজা রামপাল সিংহ (অযোধ্যা), ভিন সা ওয়াচা, আর, এম সায়ানী, রাজা প্যারীমোহন মুখার্জ্জি, রাও সাহেব সামিনাদ আয়ার, পাঞ্জাবের লালা মূরলীধর, লালা কানাইয়া লাল, জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার, এস সুব্রহ্মণ্য আয়ার, ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, পাটনার গুরুপ্রসাদ সেন ও সরফুদ্দিন, লক্ষ্ণৌর হামিদ্ আলী, নবাব রেজা আলি প্রভৃতি যোগদান করেন।

লালা মূরলীধর জামিনে সদ্যমুক্ত হইয়া কংগ্রেসে উপস্থিত হন। তিনি জুরী প্রথা সম্বন্ধে বলেন—

"I was considered a public agitator because I have my own opinions and speak what I think without fear, and the protection of jury was, therefore, necessary against such abuses."

এই অধিবেশনে কলিকাতার যে সকল মুসলমান যোগদান করেন

নাই তন্মধ্যে নবাব আবদুল লতিফ খাঁর দল এবং সৈয়দ আমির আলীর দলই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নবাব সাহেব পত্রে জানান—

"আমাদের দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, আগামী কলিকাতার অধিবেশনে ভারতবাসীর অবস্থাদির উন্নতি কল্পেই আলোচনা হইবে, এবং আমাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য প্রসার কল্পে যেরূপ সহানুভূতি প্রয়োজন, তাহাতে যে ঔদাসীন্য প্রদর্শিত হইতেছে তাহাতে আমরা দুঃখিত, কিন্তু বিশেষ কারণে আমরা সেই মহাসভায় যোগদানে বিমুখ হইয়াছি।"

"We are fully convinced that the aim of the forthcoming Congress is to promote measures which, it is considered, will tend to the amelioration of the condition of the people of India and they would greatly regret to do anything which would have even the appearence of withholding from such a worthy object any support which their co-operation might give.'

মোট ৩৮ জন মুসলমান প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী রহিমুত উল্লা সিয়ানী, অযোধ্যার নবাব রেজা আলি খাঁন ও বেহারের সরফুদ্দিন প্রভৃতি বহু মুসলমান নেতৃবৃন্দ হিন্দু ও খৃষ্টানগণের সহিত সমভাবে যোগদান করিয়াছেন।

কলিকাতা অধিবেশনের সময় হইতেই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠিত হইতে আরম্ভ হয়।

বোম্বাই অধিবেশন হইয়া গেলে কয়েকজন প্রতিনিধি তৃতীয় প্রস্তাবটী, The reform and expansion of the Imperial and Local Legislative Councils ব্যবস্থাপক কাউন্সিল ও পরিষদের সংস্কার ও সংপ্রসারণ, কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেন, এবং আলোচনার ফলাফল প্রত্যেক প্রদেশস্থ নেতৃবৃন্দের নিকট প্রেরণ করা হয়। অনেক স্থান হইতেই নূতন নূতন অভিমত আসে। অতঃপর মার্চ্চ মাসে দশ হাজার কপি ইংরাজী ভাষায় ও লক্ষাধিক কপি বিভিন্ন ভাষায় প্রস্তাবটি মুদ্রাঙ্কিত

করিয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাঠান হয়। ইংলণ্ডের Cobden ক্লাব কর্ত্তৃকও বহু কপি প্রচার করা হয়। প্রত্যেক বহিখানির পরিশিষ্টে "Old man's hope"—বৃদ্ধের আশা নামে একটি প্রবন্ধে হিউম্ সাহেব মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবারেও নানা স্থান হইতেই মতামত আসে। এই সব মতামত সম্বলিত বিষয়টি কলিকাতার অধিবেশনে একটি নব কলেবর ধারণ করে। যাহাতে নির্ব্বাচন-প্রথা মনোনয়ন প্রথার স্থান অধিকার করিতে পারে, অর্দ্ধেক লোক নির্ব্বাচিত হয়, এক-চতুর্থাংশ সভ্য মনোনীত হয় ও অবশিষ্ট সভ্য অফিসের প্রধান ভাবে (ex-officio) আসেন এই ভাবেই প্রস্তাব হয়।

কলিকাতায়ই প্রথম পরামর্শ সভা (Subjects Commitee) গঠন আরম্ভ হয় এবং এই পরামর্শ সমিতি সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের প্রস্তাব ২০-১২-৮৬ তারিখে অগ্রাহ্য হইলেও ২৪ তারিখে ৯ জন লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। সমস্ত প্রস্তাবের খসড়া ইহারাই করেন। ক্রমে এই সংখ্যার প্রসার হইয়াছে এবং এখন নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সমস্ত সভ্যগণই বিষয় নির্ব্বাচনী সভায় যোগদান করেন।

এই নির্ব্বাচনী সভায় সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটি যে ভাবে গঠিত হয় তাহাতে রাজেন্দ্রলাল বিশেষ আপত্তি করেন। তিনি এত দ্রুত অগ্রসর হইবার বিরোধী ছিলেন। এমন কি তিনি ভয়প্রদর্শন পর্য্যন্ত করেন যে, উক্ত প্রস্তাবটি পরিবর্ত্তিত না হইলে তিনি কংগ্রেসের সংস্রব পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহার মতে মোটে নয়জন ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত প্রস্তাবাবলী সকলের কিরূপে বিবেচনাধীন হইতে পারে? ইতিমধ্যে ২৯শে ডিসেম্বর বুধবার কংগ্রেসের প্রতিনিধিবর্গকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল ৺মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় একটি (Steamer Party)—ষ্টীমার পার্টি দেন। এই ষ্টীমার পার্টিতে হিউম্ সাহেব, মিঃ নৌরজী, মিঃ রাণেডে, আনন্দ মোহন বসু, চন্দ্রমাধব বসু, গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতির মধ্যে

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা হয়। হিউম্ সাহেব একটি সুগঠিত নিয়ম প্রণালীর (Scheme) পক্ষে ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল schemeটী উঠাইয়া দিতে বলেন। তিনি বলেন, scheme দিয়া কেন আমরা সমালোচনার মধ্যে থাকি। প্রস্তাবটি অনেক পরিবর্ত্তনের ফলে ৩০শে ডিসেম্বর গৃহীত হয়। অধিবেশন শেষ হইবার পরদিনও ৩১শে তারিখে এই বিষয়ের পুনরালোচনা হয়।

আর একটি বিষয়েও কিছু মতভেদ হয়। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে (বোম্বাই) পাবলিক্ সার্ভিস্ কমিশন সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব হইয়াছিল। লর্ড ডাফরিণের চেষ্টায় শীঘ্র শীঘ্র ১৮৮৬ সালে ঐ একটি কমিশন গঠিত হয় এবং সেই বৎসরেই কমিশনের কাজ আরম্ভ হয়। ইহার সভাপতি ছিলেন Sir Charles Turner এবং সভ্যদের মধ্যে অনারেবল মৌলভী আবদুল জব্বর ও Mr. Kisch (Post-master General) প্রভৃতি আরও কয়েকজন সভ্য নিযুক্ত হন। এবার এই কমিশন সম্বন্ধে কংগ্রেসের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য সভা-পতি নৌরজী সাহেব একটি প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। রাজা রামপাল সিংহ মত প্রকাশ করেন যে, কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট দেওয়ার পূর্ব্বে কংগ্রেসের কিছু করণীয় নাই। সুরেন্দ্রনাথ ও লালা কানাইয়া লাল আপত্তি করিয়া বলেন, যে যদি একটি কমিটি গঠিত হয়, তবে কমিটীর মতই কংগ্রেসের মত বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় বাধা দিয়া বলেন—

"বলেন কি? এত বড় কাজের ভার একটা কমিটীর উপরে ন্যস্ত হইবে?"

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে এই কংগ্রেস হইতেই কয়েকজন সাক্ষী পাঠান হউক। অবশেষে স্থির হয় যে, একটি কমিটী গঠিত হইবে এবং প্রকাশ্য অধিবেশনের শেষ দিবসে উহার রিপোর্ট সেখানে আলোচিত হইবে।

উক্ত নির্দ্ধারিত দিবসে কমিটী নিম্নলিখিত রিপোর্ট দেন—

(১) ভারতে ও ইংলণ্ডে যেন সমভাবে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা হয়!

(২) ১৯ বৎসর বয়সের স্থলে ২৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পরীক্ষা দিতে পারিবে স্থির হউক।

(৩) অন্যান্য civil appoint ments বড় চাকুরীতে প্রতিযোগিতা প্রথা প্রবর্ত্তিত হউক।

মহাসভায় রিপোর্টটী গৃহীত হয় এবং অধিবেশন শেষ হইয়া গেলে সভাপতি প্রমুখ একটী ডেপুটেসন লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করেন। লর্ড ডাফরিন যে এই সমস্ত নেতৃবৃন্দের সহিত দেখা করেন, তাহা ব্যক্তিগতভাবে হইয়াছিল, রাজপ্রতিনিধি হিসাবে নহে।

যে রাজা রামলাল সিংহ মহাশয়ের কথা বলিলাম, ইনি যুক্তপ্রদেশের একজন জমিদার। ভাল ইংরাজী বলিতে পারিতেন না, তবে যাহা বলিতেন তাহাতেই হাসির উদ্রেক হইত। বিশেষতঃ তাঁহার চেহারাটী ছিল একটু খর্ব্ব। আর বক্তৃতার সময়ে যেরূপ অঙ্গভঙ্গী করিতেন তাহাতে আরও হাসি আসিত। তিনি Political intercourse বলিতে এমন একটা কথা মুখ দিয়া বাহির করিয়াছিলেন যে কেহই কোনপ্রকারেও হাসি চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। তবে জাতীয় কংগ্রেস প্রথমারম্ভেই নিজ পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছিল বলিয়াই 'মুচিরামগুড়ের যাত্রা'র আসরের ন্যায় উহা ভাঙ্গিয়া যায় নাই।

অধিবেশন হইয়া গেলে "Statesman" পত্রিকায় প্রতিনিধিবর্গসম্বন্ধে প্রশংসাসূচক মন্তব্য বাহির হয়। ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রের মতে—

The Congress was composed of men to whom we could point with pride as the out-come of a century of our rule."

পক্ষান্তরে "London Times" বিষোদ্গার করিতে করিতে ভীতিপূর্ণ-কণ্ঠে প্রমাদ গণিয়া বলেন—

"It was merely an affair of discontented place-seekers—men of straw with little or no stake in the country……persons of considerable imitative powers, of total ignorance of the real problems of the Governments…delegates from all these talking clubs might become a serious danger to public tranquillity."

কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "Expansion of Legislative Councils" সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন।

কংগ্রেসের প্রতি পার্লামেন্টের সদস্যগণের ভয় ও ভাব এখনও পূর্ব্ববৎ-ই আছে। জানিনা বর্ত্তমান ডেলিগেসনটি কি করেন।

অধিবেশন শেষ হইলে কয়েকজন প্রধান প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে লর্ড ডাফরিন সাক্ষাৎ করেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি হাসিতে হাসিতে বলেন যে তাঁহাদিগকে প্রতিনিধি হিসাবে তিনি অভ্যর্থনা করিতেছেন না বটে, কিন্তু বিশিষ্ট দর্শক (as distinguished visitors to the capital) হিসাবে তাঁহাদের সহিত ভাবের আদান প্রদান করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। প্রতিনিধিবর্গকে তিনি উদ্যান সম্মিলনেও আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। তবে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করিবার ক্ষমতা ভারতেশ্বরীর প্রতিনিধি কর্ত্তৃক স্বীকৃত না হইলেও কার্য্যতঃ সেই সময় হইতেই ভারতের সকল সম্প্রদায়ই প্রতিনিধি হিসাবে উহা মানিয়া লইয়াছেন।

তৃতীয় অধিবেশন

কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন (১৮৮৭) হয় মান্দ্রাজ নগরে। আর ইহার সভাপতি হন মুসলমান সম্প্রদায়ের বিখ্যাত জননায়ক বদরুদ্দিন তায়েবজী। ইনি বোম্বাই হাইকোর্টে একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন এবং পরে সেখানে জজও হইয়াছিলেন। তায়েবজীকে আমরা দেখি নাই, তবে তাঁহার পুত্র আব্বাশ তায়েবজীকে ১৯২২

সালের গয়া কংগ্রেসে ও দেশবন্ধুর বাড়ীতে অনেকবার দেখিয়াছি। তখন তিনি প্রথমে একজন No changer ছিলেন। তাঁহার কন্যাটিকেও সঙ্গে আনিতেন। কোন একবার সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে এই মেয়েটী কারাবরণ করিয়াছিলেন। আব্বাস সাহেবের পুত্রও রেঙ্গুনের একজন জন-নায়ক ছিলেন।

এই ১৮৮৭ সালেই ভারতেশ্বরী মহারাণীর অর্দ্ধশতাব্দিব্যাপী রাজত্বের জুবিলী অনুষ্ঠিত হয় এবং তখন এই অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়া বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল। কলিকাতায় মহা-সমারোহে জুবিলি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান উদারমতি হ্যারিসন সাহেবকে দেশীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন দেখিয়া সকলেই মনে করেন যে কংগ্রেস একটি স্থায়ী জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। প্রতিনিধি সংখ্যাও ৬ শতের উপরে উঠিয়াছিল। সমুদ্রের উপকূলে মেকের উদ্যানে (Mackay's gardens) একটী প্রকাণ্ড মণ্ডপের নীচে প্রায় তিন সহস্র লোক সমবেত হয়েন। মণ্ডপের মান্দ্রাজী কথা—Pandal (প্যাণ্ডেল)। এই যে প্রথম উহাকে Pandal বলা হইয়াছিল, আজও সেই প্যাণ্ডেল নামই রহিয়া গিয়াছে। মান্দ্রাজের বর্ণিত প্যাণ্ডেলটী দৈর্ঘ্যে ১৩০ ফিট ও প্রস্থে ৯৫ ফিট ছিল। উদ্যানটীর ভাড়া প্রায় ২৫০ টাকা হইয়াছিল।

বাঙ্গলা দেশের প্রায় ৮০ জন প্রতিনিধি বি, আই, এস, এন কোম্পানীর একখানা জাহাজ (S. S. Nevassa), রিজার্ভ করিয়া সমুদ্রপথে যাত্রা করেন এবং বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়া প্রচণ্ড বাত্যার সহিত যুঝিতে যুঝিতে ভয়াকুলচিত্তে তিনদিন তিনরাত্রি ভুগিয়া আসিয়া উপকূলভাগে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সেণ্ট জর্জ্জের সন্নিকটে পৌঁছেন।

স্যার রাসবিহারী ঘোষ, রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী, ডব্লিউ সি ব্যানর্জ্জি, মতিলাল ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি

অনেক প্রতিনিধি জাহাজে করিয়া গিয়াছেন। এই রাজা কিশোরী-লাল নূতন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার পরে (১৯২১) প্রথম Executive Council-এর মেম্বর হইয়াছিলেন।

ষ্টীমারে একত্র আসিবার সময়ে সকলেই রাজনৈতিক বিষয়াদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিতে পারিয়াছেন. আর খরচ খুব কমই লাগিয়াছে। রেলে First classএ যাতায়াতের খরচ লাগিত ২৪০৲ ও সেকেণ্ড ক্লাসে ১১৬৸৵০ কিন্তু সেই স্থলে যথাক্রমে ১০০৲ ও ৬০৲তেই হইয়া গিয়াছিল। স্যার সুরেন্দ্রনাথ বলেন Pilgrim fathersএর ন্যায় আমরা মহদুদ্দেশ্য লইয়া সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলাম; যেমন আনন্দ উপভোগ করিয়াছি তেমনি ইহার উপকারিতাও খুব হইয়াছে। (The sea-trip was thoroughly enjoyed by us. Pleasure and business were combined.)

২২শে ডিসেম্বর সকলে ষ্টীমারে রওনা হন এবং ২৫শে তারিখ মান্দ্রাজ পৌঁছেন।

এবারেও নবাব আব্দুল লতিফ তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের লোক যেন কেহ কংগ্রেসে যোগদান না করেন তজ্জন্য বাঁকীপুরে গিয়া সভা করিয়া বক্তৃতা দেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পাটনা বার লাইব্রেরীতে সভা করিয়া যে কয়জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে মৌলভী সরফ্‌উদ্দিন, আমির হাইদর, তফজল হোসেন প্রভৃতি বহু ডেলিগেটের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সরফ্‌-উদ্দিন সাহেবই পরে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হইয়াছিলেন।

ত্রিবাঙ্কুরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান রাজা স্যার টি, মাধবরাও কে, সি, এস্ আই বৃদ্ধবয়সে অবসর লইয়া তখন নিভৃতে অবকাশ যাপন করিতেছিলেন, দেশসেবার প্রবল আকর্ষণে তিনিও আসিয়া অভ্যর্থনা সমিতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার অভিভাষণে তিনি সকলকে উত্তেজনা পরিত্যাগ করিয়া ধীরতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। বলেন, "এই প্রারম্ভে ভুলভ্রান্তি স্বাভাবিক কিন্তু তাহাতেই

যেন কেহ ইহার অসাফল্যের ভবিষ্যদ্বাণী না করেন। লোকে দৌড়াইতে শিখিবার পূর্ব্বে হাঁটিতে শিখে। হাঁটিবার পূর্ব্বে তাঁহারা ভাল করিয়া দাঁড়াইতেই পারে না। জাতি সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে।"*

স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে তায়েবজী সভাপতি পদে বৃত হন। তায়েবজী যে কিরূপ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ শূন্য ছিলেন তাঁহার গুটিকয়েক কথাতেই তাহা সপ্রমাণিত হয়। তিনি বলেন, হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খ্রীষ্টান বলিয়া স্বতন্ত্রভাবে কেন আমরা ভাবিব? আর কেনই ইহার ত্রিসীমানায়ও যাইব? আমরা অখণ্ড ভারতের সন্তান হিসাবেই দেশে গভর্ণমেণ্টের সংস্কার লাভ করিব—

"There is nothing in the position of the relations of the different communities of India, be they Hindus, Mohomedans, Parsis or Christians which should induce the leader of one community to stand aloof from the others in their efforts to reform the Government."

২৭শে ডিসেম্বর তারিখে সভাপতির অভিভাষণের পরে বিষয় নির্ব্বাচনী সভা গঠিত হয়। পরের তিন দিন (২৮, ২৯, ৩০শে) নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেসের বিধি ও গঠন সম্বন্ধে

*"As a great thinker has said, men learn to run before they learn to walk; they stagger and stumble before they acquire a steady use of their limbs. What is true of individuals is equally true of nations; and it is uncharitable to form a forecast of the future from the failings and weaknesses, if any such should exist, incidental to a nascent stage......

"Political liberty and liberal education lend the people to an earnest desire to fraternise and unite. To well-balanced mind. such a gathering must appear as the soundest triumph of British administration. Let us trustfully place ourselves under the guidance of the great nation and the great Government which are providentially in charge of our destinies and our future will be as satisfactory as it can possibly be."

প্রস্তাব পাশ হয় নাই। কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ হইয়া প্রতি বৎসর পড়া হইত মাত্র। কিন্তু কোন নিয়মাবলী বা গঠন-প্রণালী বিধিবদ্ধ হয় নাই! উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক বৃদ্ধ নেতা নিয়মকানুন গঠন করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। মিঃ ব্যানার্জ্জি বলিতেন এত বড় ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের পার্লামেণ্টে কোন constitution নাই, আর আমরা কেন উহা লইয়া এত মাথা ঘামাই? কিন্তু একদিন ইহার জন্য বিস্তর অনুতাপ করিতে হইয়াছিল! ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুরাটে যে গোলমাল হইয়া যজ্ঞভঙ্গ হয়, অনেকে এই শৈথিল্যই উহার কারণ নির্দ্দেশ করেন।

পাঠকের স্মরণার্থ জানাইতেছি লর্ড মেকলে একদিন বলিয়াছিলেন (১৮৩২) "যেদিন ব্রিটেনের স্বায়ত্ব শাসনসম্ভূত বিধানাদি ভারতে প্রবর্ত্তিত হইবে, সেইদিনই ভারতভূমির উপরে ইংরাজ শাসনের চিরস্থায়ী সর্ব্বোচ্চ সৌধ প্রোথিত হইবে"—the noblest monument of Britsh Rule in India would be the establishment of Britain's free institutions in the land."

তাই স্যার টি মাধবরাও লর্ড মেকলের দোহাই দিয়া বলেন—

"England has taken us into her bosom and claims us as her own. We appeal to her by the sweetest, the gentlest, the tenderest and yet withal by the most durable of all ties that which binds the mother to her offsprings to confer upon us the inestimable boon of representative institutions, and I am sure we shall not appeal in vain."

মিঃ ইয়ার্ডলি নর্টন, পণ্ডিত বিষণনারায়ণ দর, মিঃ ডব্লিউ এস, গ্রাণ্ট এই সম্বন্ধে আলোচনা করেন। নর্টন সাহেবের বক্তৃতাটী হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তিনি এই সংস্কার লাভাশায় ভারতবাসী গণকে জোঁকের মত লাগিয়া থাকিতে বলেন। নর্টন সাহেব তখন মান্দ্রাজে ব্যারিষ্টারী করিতেন। পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

এম. সুব্রহ্মণ্যম্, ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জ্জি, মিঃ কালীচরণ ব্যানার্জ্জি, মিঃ নরেন্দ্রনাথ সেন, শালিগ্রাম সিংহ, শঙ্কর নায়ার, গুরুপ্রসাদ সেন, স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার, চন্দ্রভাস্কর খড়ে, মৌলভী হামিদ্ আলি, রাজা রামপাল সিং, এস্. অগ্নিহোত্রী বিপিনচন্দ্র পাল, ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, মিঃ জন আডাম্স্, মিঃ বি. এইচ. চেষ্টার এম-এ, মিঃ হিউম প্রভৃতি বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি যোগদান করেন। অস্ত্র আইনের রদ সম্বন্ধে তুমুল বাগবিতণ্ডা হয়। বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই উক্ত আইনটী যেন উঠাইয়া দেওয়া হয় সেইভাবে তেজস্বিতা-পূর্ণ বক্তৃতা করেন। প্রসিদ্ধ উকীল ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র মহাশয় আইনটী একেবারে উঠাইয়া দিতে না বলিয়া সংশোধন প্রস্তাব করেন যে, স্থানীয় ও মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি-পত্র পাইলে ব্যক্তি-মাত্রই অস্ত্র ব্যবহারে সক্ষম হইবেন। সমগ্র আলোচনার সময় হিউম সাহেবের বড়ই অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। কেন না, তিনি এই সমস্ত গোলমালে অনুষ্ঠানটী সরকারের বিষ-নজরে যেন না পড়ে কেবল তাহাই ভাবিতেছিলেন। সমস্ত প্রস্তাব ভারত সরকার ও ভারত সচিবকে পাঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সকলেই জানেন অস্ত্র আইন ও সংবাদপত্র আইন লর্ড লীটন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। লর্ড রীপণ প্রথমটী উঠাইয়া দেন কিন্তু দ্বিতীয়টী থাকিয়াই যায়।

মান্দ্রাজের গভর্ণর লর্ড কনেমেরা (Connemara) ঐ সম্মিলনে উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু লর্ড ডাফ্রিন পরামর্শ দেন যে তিনি নিজে না উপস্থিত হইয়া প্রতিনিধিবর্গকে যেন নিমন্ত্রণ করেন। তাই নর্টন সাহেব যেদিন কংগ্রেসের বন্ধুবর্গকে বিপুল ভোজে আপ্যায়িত করেন, সেদিন গভর্ণর বাহাদুরতো উপস্থিত ছিলেনই, এমন কি পরবর্ত্তী রাত্রিতেও তিনি গভর্ণমেণ্ট হাউসে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বচ্ছন্দ-ভাবে তাঁহাদের সহিত মেলামেশা করেন এবং তাহার আচরণে, সৌজন্য বা আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটীই লক্ষিত হয় নাই।

প্রচুর জলখাবারের ব্যবস্থা হয়, প্রতিনিধিগণের আনন্দ-বর্দ্ধনের বিশেষ আয়োজন হয় এবং গভর্ণরের ব্যাণ্ড পার্টিটী ঐক্যতান বাদ্যে সকলের সম্বর্দ্ধনা করে।

মান্দ্রাজে নর্টন সাহেবের উদার ব্যবহারে সকলেই বিশেষ তৃপ্ত হন। ইনি পরে কলিকাতা হাইকোর্টে প্রাক্‌টিস করিয়া কালে অনেক টাকা রোজগার করেন। আমি কলিকাতা আসিবার পূর্ব্বেই নর্টন সাহেবের খুব খ্যাতির কথা শুনিতাম। অরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রভৃতি ১৯০৮ সালে যে আলিপুর ষড়যন্ত্রের মামলায় জড়িত হন, নর্টন সাহেব তাহাতে হাজার টাকা দৈনিক ফীতে বহুদিন পর্য্যন্ত সরকার পক্ষ সমর্থন করেন। জজসাহেব মিঃ বীচক্রাফ্‌ট্‌ ও হাইকোর্টের চীফ্‌ জষ্টিস্‌ স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্সের কোর্টে তিনি সওয়াল জবাব করেন। আর তাঁহার প্রতিপক্ষ ছিলেন স্বর্গীয় (দেশবন্ধু) চিত্তরঞ্জন দাশ। অতঃপরে নর্টন সাহেব নির্ম্মলকান্ত রায়ের মোকদ্দমাটি যেরূপ দরদের সহিত নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম সহকারে করেন তাহাতে দেশবাসী তাঁহার প্রতি বিশেষ ধন্যবাদার্হ হন। এবারও চিত্তরঞ্জন ছিলেন তাঁহার সঙ্গে। ইহারও পরে আলিপুরে চন্দননগর shootng case-এ তিনি দুইটি হিন্দু যুবককে সমর্থন করিয়া খালাস করেন। মোকদ্দমাটির অপর পক্ষে লিগাল রিমেম্‌ ব্রান্‌সার নিউবোল্ড সাহেবের ইচ্ছাক্রমে চিত্তরঞ্জন নিযুক্ত হয়েন।

মান্দ্রাজ কংগ্রেস দেখিতে বাঙ্গলার যে প্রতিনিধিগণ গিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে অস্ত্র-আইন সম্বন্ধে বিশেষ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। একখানি প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকার স্তম্ভে জনৈক দর্শকের নিম্নলিখিত পত্রখানি বাহির হয়। পত্রখানিতে ('নবজীবন') সম্পাদকের সহানুভূতি ছিল। পত্রখানিতে তদানীন্তন অবস্থা কিছু পরিজ্ঞাত হওয়া যায় বলিয়া এখানে পাঠকের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিলাম :—

"বলা বাহুল্য কংগ্রেসে আমি দেখিতে গিয়াছিলাম, দেখাইতে আমি যাই নাই, দেখাইবার আমার শক্তিই নাই—সুতরাং বাধ্য

হইয়াই আমাকে ঐ সংকল্প অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। এবং দেখিতে গিয়াছিলাম বলিয়া কেবল দেখিতেই ছিলাম। সেইজন্য বক্তাদের বক্তৃতার উপর যত কাণ না দিয়াছিলাম, শ্রোতাদের মুখের ভাব-ভঙ্গীর উপর তাহার অধিক দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম। হিউম সাহেবের মুখের দিকে তিনদিন ক্রমাগতই আমার দৃষ্টি ছিল। এখানে থাকিতে শুনিয়া ছিলাম তিনি না কি একজন দেবতা, সাক্ষাতে যাহা দেখিলাম তাহাতে তাহার উপর আমার ভালবাসার লাঘব হয় নাই, কিন্তু ভক্তিও উদয় হয় নাই। তিনি স্বজাতির স্বার্থান্বেষী স্বদেশ-হিতৈষী ভারতবন্ধু ইহাও সামান্য প্রশংসার কথা নহে। অস্ত্র আইনের রেজলিউসন লইয়া গোলযোগ বাধিবার সময় হিউম সাহেবের প্রথম চিন্তাকুল ভ্রূভঙ্গি, পরে ব্যাকুল ভাব, ক্রমে অস্থির এবং অধৈর্য্য ভাব, অবশেষে তাঁহার দৌড়াদৌড়ি পর্য্যন্ত দেখিয়া এবং অস্ত্র আইন উঠাইবার প্রস্তাবে তাঁহার নিতান্ত অনিচ্ছা দেখিয়া এবং আর কতক-গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে হিউম সাহেব নিঃস্বার্থভাবে কেবল ভারতেরই হিত ইচ্ছা করেন না, স্বজাতির স্বার্থের দিকেও তাঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। সম্ভবতঃ ভারতের নব-অঙ্কুরিত জীবনের সঙ্গে তাহার স্বজাতির স্বার্থের একটি গ্রন্থি বন্ধন করিয়া দিবার জন্যই তিনি এত যত্ন করিতে-ছেন। আমার নিকট বোধ হইল 'কংগ্রেসই' এই গ্রন্থিবন্ধনের চেষ্টা। ইহাতে ভারতের উপকার হইলেও হইতে পারে; কিন্তু আপনাকে আমার মনের কথা বলিতে কি, এই আশার সঙ্গে সঙ্গে আমার একটু আশঙ্কাও হইতেছে। এই নূতন ধরণের গ্রন্থিতে উভয় জাতির স্বার্থকে এক রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া ক্রমে বিলাতে-ভারতে "হরিহর" আত্মা হইয়া উঠিবে, কি কোন গভীর জলসঞ্চারী চতুর রাজনৈতিকের কৌশলে আমাদের নব-অঙ্কুরিত জীবনীশক্তিটী ভারতের নরম মৃত্তিকা হইতে এই গ্রন্থির টানে উৎপাটিত হইয়া উঠিয়া পড়িবে, কিছুই এখন বুঝিতে পারিতেছি না। প্রথমটী হইলেই ভাল এবং ভরসা করি

হইবেও তাহাই। কিন্তু আত্মীয়কুটুম্বের মনে ভাল অপেক্ষা মন্দের কথাই সর্ব্বদা জাগিয়া উঠে। কংগ্রেসে সামাজিক কথার আলোচনার চেষ্টা যে হইয়াছে এবং আগামী বৎসরে আরও যে পরিষ্কাররূপে হইবে, সেটা আর কিছু নহে, নদীর একদিকের স্রোত খাল কাটিয়া আর এক দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা মাত্র। "তোমরা কৃষিকার্য্য কর, আমরা অন্নভোজন করি। তোমরা সমাজ লইয়া থাক, আমরা সমাজের মূল—দেশের শাসন কার্য্য লইয়া খেলা করি"। এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত অনেকগুলি রাজনৈতিক পণ্ডিত আছেন। এই শ্রেণীর তুই একটি লোক যে কংগ্রেসে এবার ছিলেন, আমার এরূপ সন্দেহ হইয়াছিল। হিন্দু বিবাহ আইনের কিছু পরিবর্ত্তনের জন্য কংগ্রেস হইতে গভর্ণমেণ্টকে দরখাস্ত করা হউক না কেন, এমন কথাও ঘরোয়াভাবে তুই একজনে উপস্থিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন ঃ কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্যক্তির অমত হওয়াতেই এবার এ-শ্রেণীর কোন কথা কংগ্রেসে উঠে নাই। কিন্তু আগামীবারে সামাজিক কথা তুলিবার জন্য আবার চেষ্টা হইবে। কংগ্রেসের পরিচালকগণ কতদিন এরূপ চেষ্টা নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিবেন বলা যায় না। কংগ্রেসের নায়কদের মধ্যেও কাহারও কাহারও এই চেষ্টা আছে, ইহাই অধিক চিন্তার কারণ। কংগ্রেসের একজন নায়ক আমাকে পরিষ্কার রূপেই বলিলেন, "আর কিছু না হউক সমুদ্রে জাহাজে এতগুলি বাঙ্গালী আসিল, এটিও কম লাভ নহে।"

"কংগ্রেসের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বপত্রে যে আমার আশঙ্কার কথা লিখিয়াছি তাহার কারণ এবার পরিষ্কার করিয়াই বলিতেছি। প্রথমতঃ কংগ্রেসের যিনি ধাত্রীস্বরূপ সেই মহাত্মার যে-দিকে লক্ষ্য, নদীর স্রোত তাহার অনুকূলে কি না জানি না। নানা পদার্থে গঠিত সাত শত সভ্যের নৌকার ঠিক উপযুক্ত মাঝি তিনি কি না তাহাও বলা যায় না। তাহার পর সুরেন্দ্র বাবু, নরেন্দ্র বাবু, মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এই শ্রেণীর কংগ্রেসের আর আর পরিচালকগণের এখনই যখন

এক একজনের এক এক দিকে মতি গতি, তাহার উপর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ক্ষমতা পরিচালনের ইচ্ছায় কতকগুলিকে এখনই এরূপ ঘোর উন্মত্ত দেখিলাম তাহার উপর কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালীর যেমন প্রকরণ-পদ্ধতি দেখিলাম তাহাতে কংগ্রেস পার্লামেণ্টরূপে পরিণত হউক না হউক বিলাতের পার্লামেণ্টের সভ্যদের বাঁদরামিতে কংগ্রেস শীঘ্রই বোধহয় পরিণত হইবে। এবার একজন মান্দ্রাজী ভদ্রলোক ইনকামট্যাক্স রিজলিউসনের সময় কিছু বলিবার জন্য প্লাটফরমে উঠিয়াছিলেন, দুরদৃষ্টবশতঃ তিনি খঞ্জ। উঠিবার সময় যখন তিনি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিতে লাগিলেন, তখন চারিদিক হইতে অনেক ডেলিগেট হাততালি দিয়া উঠিলেন। থিয়েটার ঘরে অভিনেতাদের কোন ত্রুটি হইলে ||০ টিকিটের গ্যালারীর দিক হইতে যেমন হাততালি ও হো হো শব্দ উঠিতে থাকে, সেইরূপ অতি অভদ্রোচিত ও কুৎসিৎ দৃশ্য দেখিয়া আমি যে কি মর্ম্মাতিক যাতনা পাইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। দেশের প্রতিনিধি হইয়া যাহারা ভারতে অদৃষ্টচক্র ফিরাইবার জন্য একস্থানে সমবেত হইয়াছে তাহাদের এরূপ বাল চপলতা দেখিয়া আর কি বলিব বলুন। ফল কথা কংগ্রেসে তামাসা দেখিতেই অনেকে গিয়াছেন। যাহারা ক্ষমতাবান তাহারা আপনাদের ক্ষমতা দেখাইতে গিয়াছেন, কেহ কেহ এই সুবিধায় নিজের সংবাদ-পত্রের গ্রাহক-বৃদ্ধির চেষ্টাতেও ছিলেন। প্রকৃত দেশহিতৈষী এবং ভাল লোকও ছিলেন। কিন্তু প্রায়ই পসারশূন্য মক্কেলহীন অল্পবয়স্ক উকীল এবং সংবাদপত্রের সংশ্রবিত লোক এবং ২।৪।১০ জন আমার মত শিক্ষায় বঞ্চিত অথচ আলোক-প্রাপ্ত তরুণ বয়স্ক জমিদার সন্তান এবং কতকগুলি অপরিপক্ক স্বদেশ হিতৈষী একত্র হইয়া বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগকে কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া এবং তাঁহাদের ভালকথা উড়াইয়া দিয়া তালবেতালে সকল সময়ে সমান হাততালি দিয়া কোন রকমে কংগ্রেস ব্যপার এবার সমাধান করিয়াছেন। কংগ্রেস দ্বারা উপকার পাইতে ইচ্ছা

হইলে, ইহাকে স্থায়ী করিতে ইচ্ছা করিলে,——ন্যায় কতকগুলি লোককে ইহার মধ্যে প্রবেশ করা নিতান্ত আবশ্যক। কার্য্যের লোকের পরিবর্ত্তে কেবল বক্তৃতার লোক লইয়া কংগ্রেস গড়িতে চেষ্টা করিলে সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে।”

মান্দ্রাজ অধিবেশনের পূর্ব্বে জন-সাধারণের মধ্যে বেশ প্রচার-কার্য্য চলিয়াছিল এবং চাঁদা তুলিবার এক অভিনব প্রথার অনুসরণ করা হইয়াছিল। প্রচার-কার্য্যের ফলে বহুসংখ্যক লোক সাধ্যানুসারে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহাতে সাধারণ লোকের নিকট হইতে এক আনাও পাওয়া গিয়া ছিল, আর প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গের নিকট হইতে (ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর ও কোচিন প্রভৃতি) ৫০০ পাঁচশত টাকাও পাওয়া গিয়াছিল। প্রসিদ্ধ বীর রাঘব আচারিয়া খুব খাটিয়াছিলেন।

একটী প্রস্তাবে সভায় বিশেষ চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়। তাহির-পুরের রাজা শশীশেখরেশ্বর রায় একজন গোঁড়া হিন্দু। হঠাৎ তিনি একটী প্রস্তাবেব নোটিস দেন যে গোহত্যা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক্। একেই তো স্যার সৈয়দ আহমেদ প্রভৃতি তখন হইতেই হিন্দু-সংঘটন সন্দেহে কংগ্রেসে যোগদান করিতে অসম্মত হন, তার উপরে এই প্রস্তাব পাস হইলে সম্প্রদায়-বিশেষের স্বাধীনতা হরণ করা হইত। তাই নেতৃবৃন্দ একটী নিয়ম করে যে, কোন প্রস্তাব যদি সম্প্রদায় বিশেষের প্রতিকূল হয় তবে সেই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের অমতে—হৌক না কেন সেই প্রতিনিধিবর্গ সংখ্যায় ন্যূন—কোন প্রস্তাব পাশ হইতে পারিবে না।

নর্টন সাহেবের বক্তৃতা সকলে স্তম্ভিত হইয়া শ্রবণ করেন, আর তিনি বলিয়াছিলেনও খুব নির্ভীকভাবে। আমরা তাঁহার অভিভাষণ আংশিকভাবে উল্লেখ করিতেছি—

“I was told yesterday by one for whose character and educated qualities I cherish a great esteem, that in joining

myself with the labourers in the Congress I have earned for myself the new title of a 'veiled seditionist.' If it be sedition. gentlemen, to rebel against all wrong, if it be sedition to insist that the people should have a fair share in the administration of their own country, and affairs, if it be sedition to resist tyranny to raise my voice against oppression, to mutiny against imjustice, to insist upon a hearing before sentence, to uphold the liberties of the individual, to vindicate our common right to gradual but ever-advancing reform—if this be sedition I am right glad to be called a seditionist and doubly, aye, trebly, glad when I look around me to-day, to know and feel I am ranked as one among such a magnificent army of 'seditionists'."

"ভদ্রমহোদয়গণ, গতকল্য আমার একজন বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত বন্ধুর প্রমুখাত অবগত হইলাম যে, কংগ্রেসের এই শ্রমিক সংঘের সহিত যোগদান করার জন্য 'প্রচ্ছন্ন রাজদ্রোহে লিপ্ত'—সহসা আমি এই নূতন আখ্যায় অভিহিত হইবার যশ অর্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছি। বন্ধুগণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণের অর্থ যদি রাজদ্রোহ হয়, দেশের রাজকীয় শাসন-ব্যাপারে দেশবাসীর ব্যক্তিগত অংশ গ্রহণের স্বাধিকার ও তার দাবীর নাম যদি রাজদ্রোহ হয় এবং অবিচার অত্যাচার ও কু-শাসনের প্রতিবাদ যদি রাজদ্রোহ বলিয়া অভিহিত হয়, যদি দণ্ডপ্রাপ্তির পূর্ব্বে নিজের কথা বলিবার অধিকার দাবী করিবার নাম রাজদ্রোহ বলিয়া বিবেচিত হয়, ক্রম-প্রগতিশীল সংস্কার লাভের জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবীকে কেহ যদি রাজদ্রোহ বলিয়া আখ্যা দেয়, তবে ভদ্রমহোদয়গণ, আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি সেইরূপ রাজদ্রোহের অপরাধী বলিয়া গণ্য হইতে এবং সর্ব্বোপরি এই মহান রাজদ্রোহী সংঘের আমিও যে অন্যতম সভ্য এই আত্মবোধ ও সেই সুখ-সংহতির কথা ভাবিতে আমি নিরতিশয় আনন্দ ও গৌরব একবার মাত্র নয়, শতবার অনুভব করিতেছি।"

এই বক্তৃতা হয় অর্দ্ধশতাব্দীরও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, কিন্তু আজ

এই কথার আংশিক ভাব প্রকাশেও সিডিসন্ (রাজদ্রোহ) হয়। গভর্ণমেণ্টের শাসনকে tyranny অরাজকতা ও গভর্ণমেণ্টের বিচারকে অবিচার বলিয়া আখ্যা দেওয়া আজ ঘোর sedition, স্বয়ং নর্টন সাহেবও বোধ হয় তাহার কোন মক্কেলকে এই ভাষা ব্যবহারের জন্য আইনের কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারিতেন না। অথচ আইনজ্ঞ নর্টন জানিতেন তিনি ঠিকই বলিয়াছেন।

যাহা হউক বরিশালের নায়ক আদর্শ কর্ম্মবীর স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় ভারতীয় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার প্রসার* সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে উঠিয়া বলেন—

"আমি আপনাদের কাছে ৪৫০০০ লোকের সহিযুক্ত একখানি নিবেদন আনিয়াছি। যখন তাঁহারা ইহাতে স্বাক্ষর করেন, তাহাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখিয়া আমি অভিভূত হইয়াছি—একজন চণ্ডাল আসিয়া বলেন, বাবু আমাদের নিজেদের লোক আইন প্রস্তুত করিবে? কি ভাগ্যের কথা, একজন দীন-দরিদ্র মোসলমান চার আনার পয়সা দিয়া বলেন বাবু ইহা আপনাদের কাজে লাগাইবেন। আর একজন প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বলে, দেখ যেমন আমরা পঞ্চাইতি করি ও পঞ্চাইতি বিচার মানিয়া লই তেমন আমাদের লোক আইন করিবেন আর আমরাও খুসী হইয়া মানিয়া লইব। আপনারা দেখুন সাধারণ লোক এই বিষয়ে কিরূপ আগ্রহান্বিত।"

প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।"

গভর্ণর বাহাদুর ও নর্টন সাহেব ব্যতীত মান্দ্রাজের শেরিফও প্রতিনিধিবর্গকে একটি ভোজ দিয়াছিলেন।

বোম্বাই, কলিকাতা ও মান্দ্রাজে যে কংগ্রেসের পর পর তিনবৎসর অধিবেশন হয় তাহাতে গভর্ণমেণ্ট বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

*"This Congress re-affirms the necessity for the expansion and reform of the council of Governor General for making laws and Provincial Legislative Councils."

কিন্তু চতুর্থ অধিবেশন হইতেই উহার সুর হঠাৎ বিপরীত ভাব ধারণ করিল। কংগ্রেসের প্রারম্ভ হইতেই ভারতে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মুখপত্র 'ইংলিসম্যান' ও 'পাইওনিয়ার' নামক দৈনিক সংবাদ-পত্রদ্বয় সম্পাদকীয় স্তম্ভে বিষ উদ্গিরণ করিতে থাকে। তাহারা কংগ্রেস কর্তৃক ব্যবহৃত 'ন্যাসন' জাতি কথাটায় উপহাস করিতে থাকে। ভারতের সিভিলসার্ভিসের শ্বেতকায় চাকুরিয়াবর্গও বরাবর কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই ছিল এবং এপর্য্যন্ত বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গভর্ণর এবং ভারতের গভর্ণর জেনারেল (তিনজনই পার্লামেণ্ট কর্তৃক মনোনীত) ইহার সিদ্ধি কামনা করিলেও এবার এলাহাবাদের সিভিলিয়ান লেফ্টানাণ্ট গভর্ণর স্যার অকল্যাণ্ড কল্‌ভিন্ ইহার প্রতিকূলাচরণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এলাহাবাদের অধিবেশনের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার প্রথম দরবার অধিবেশনেই উহার প্রতি বক্র কটাক্ষ করিয়া বলেন—

"You should fix your attention on matters falling within the legitimate scope of your action and not waste it in the discussion of more ambitious schemes the carrying out of which requires that collective action and that practical handling of affairs which is the result of a long and laborious training in the conduct of public business such as you have scarcely even commenced to impose on yourselves."

কেবল কল্‌ভিন্ সাহেবই যে এই মত পোষণ করিতেন, তাহা নহে। পরন্তু কংগ্রেসের পূর্ব্বে তিনি এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া রাজকর্ম্মচারীদিগকে রাজনৈতিক সভায় যোগদান করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনবারেই কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জন্য শাসনকর্ত্তারা যেন উদ্গ্রীব হইয়া থাকিতেন। এবার কিন্তু অধিবেশনের সময় কল্‌ভিন্ সাহেব এলাহাবাদ পরিত্যাগ করিয়া মফঃস্বল পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়া যান।

কেবল তাহাই নহে, কংগ্রেস অধিবেশনের স্থান-সংগ্রহেও অভ্যর্থনা-সমিতিকে কম অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। প্রথমতঃ, বিখ্যাত উকীল পণ্ডিত অযোধ্যানাথ ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা এলাহাবাদের

খস্‌রুবাগে সম্মিলন বসাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজপুরুষগণ তাহাতে আপত্তি করায় কেল্লার (fort) নিকটে কয়েকখানা গৃহ ও কতকটা জমি লইয়া তথায় সভা করিবার উদ্যোগ হয়। কিন্তু রাজপুরুষগণ যাত্রী ও নিকটস্থ অধিবাসীদের স্বাস্থ্যহানির অজুহাতে তাহার প্রতিবাদ করেন ও পূর্ব্বে যে ভাড়া বাবদ টাকা দেওয়া হইয়াছিল তাহাও প্রত্যর্পণ করেন। উদ্যোক্তারা ইহাতেও নিরুৎসাহ না হইয়া ক্যান্টনমেণ্টের মধ্যে "পায়োনিয়ার" ("নববিভাকর" পাইওনিয়ারকে বলেন—"প্রয়াগধামের মনসাদেবী") আফিসের নিকটে সেনানিবাসের কাছে তাঁবু স্থাপনের চেষ্টা করেন কিন্তু এখানেও স্বাস্থ্যহানির ছুতায় আপত্তি হয়। অতঃপর অযোধ্যানাথ এক কৌশল অবলম্বন করিলেন—('নববিভাকর' বলেন—চোরা চাল চালেন)।

লাক্ষ্ণৌ নিবাসী জনৈক নবাবের একখানা প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল। উহার নাম লোথার ক্যাসেল (Lowther Castle) অযোধ্যানাথ পূর্ব্বেই উহা ভাড়া নিয়া অগ্রিম টাকা দেন এবং কংগ্রেসের অধিবেশনের বহুপূর্ব্ব হইতেই উহা একেবারে দখলই করিয়া ফেলেন। এই বাড়ীখানি সম্বন্ধেও একটু গোলমাল হইয়াছিল, কিন্তু কার্য্যকরী হয় নাই। বাড়ীটী ভাল দেখিয়া দ্বারভাঙ্গার মহারাজা স্যার লক্ষ্মীশ্বর সিংহ উহার দুই তিন বৎসর পরে ক্রয় করিয়া ফেলেন ও কংগ্রেসের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দেন। মহারাজা বাহাদুরের মহত্ত্বগুণে ও দেশবাৎসল্যে অতঃপর কংগ্রেসের স্থান সম্বন্ধে এলাহাবাদে আর কখনও গোলযোগ হয় নাই। কেন না কর্ত্তৃপক্ষের কোন আপত্তিই আর টিঁকে নাই। স্থানটীও Alfred Park-এর নিকটবর্ত্তী এবং পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীগুলি সবই দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত ছিল বলিয়া কাহারও আপত্তি হইবার কারণ হয় নাই।

এবার প্রতিনিধি সংখ্যাও হইল দ্বিগুণ ১২৪৮ (১৮৮৭তে হইয়াছিল

৬০৭) এবং ইহাদের মধ্যে মুসলমান ২২১,* খ্রীষ্টান ২২০, শিখ ৬, জৈন ১১, পার্শী ৭ ও অবশিষ্ট সকলেই ছিলেন হিন্দু। কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে কর্তৃপক্ষের চেষ্টা যতই প্রবল হইয়াছিল, সাধারণের উৎসাহও ততই দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই উৎসাহই এবার কংগ্রেস সাফল্যের অন্যতম কারণ।

ইতিপূর্ব্বে যে গভর্ণর জেনারেল ডাফরিণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়, এবারে সেই লর্ড ডাফরিনও যেন ভিন্ন সুর ধরিলেন। তঁাহার বিদায়ের প্রাক্কালে কলিকাতার শ্বেতাঙ্গগণ ৩০শে নভেম্বর ১৮৮৮ তারিখে সেণ্ট এণ্ড্রুজ ডিনার উপলক্ষে টাউনহলে সম্মিলিত হইলে, Sir Alexender Wilson নামে একজন ব্রিটিশ বণিক্ বিদায় সম্বর্দ্ধনা কালে বলেন—

"যাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় এরূপ দায়িত্ব বোধ সম্পন্ন ব্যক্তি আরও উপযুক্ততা দেখাইতে পারিলে হয় তো ভবিষ্যতে অধিকতর রাজনৈতিক অধিকার প্রদান অসম্ভব হইবে না। কিন্তু বর্ত্তমানে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে (মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড) কিছু তৎপরতা দেখা গেলেও. সাফল্য বলিতে যাহা বুঝা যায়, সেই অবস্থায় আসিতে এখনও অনেক দেরী আছে।

"বর্ত্তমান সংস্কার ও উন্নতির দিনেও কোন বিষয়েই দ্রুত পাদবিক্ষেপ সঙ্গত নয় এবং আজ আমাদের বিশিষ্ট অভ্যাগত গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের নিয়ন্ত্রণের ফলেই সেরূপ কিছু হইতে পারে নাই।"

"The day may come when further political privileges may be granted to those who, holding a stake in the country, have shown themselves fit to exercise them ; but though much has

---

*"We were straining every nerve to secure the co-operation of our Mohammaden fellow countrymen in this great national work. We sometimes paid the fare of Mohammedan delegates and offered them other facilities.

—Surendra Nath's 'Nation in Making' P. 108.

been done to bring the theory of local self-Government within a workable adaptation of means to ends, there is much more to be achieved before it can be pronounced a success in this country. (cheers)

Even in this age of progress there is such a thing as going too fast and the country owes much to our noble guest here to-night for having moderated the pace (renewed cheers)."

সভায় আরও অনেক জটিল সমস্যা উত্থাপিত হয়, এবং লর্ড ডাফ্‌রিনের মতামতের জন্য সকলে ব্যগ্র হইয়া উঠেন। লর্ড ডাফ্‌রিনও একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া কথা প্রসঙ্গে বলেন—

Now gentlemen, some intelligent, loyal, patriotic and well-meaning men are desirous of taking, I will not say a further step in advance, but a very big jump into the unknown by the application to India of democratic methods of government and the adoption of a parliamentary system which England herself has only reached by slow degrees and through the discipline of many centuries of preparations."

—Vide Englishman, Dec. 1, 1888.

"কয়েকজন বুদ্ধিমান্ রাজভক্ত, দেশপ্রাণ এবং সরল ব্যক্তি যেন অন্ধকারে লম্ফপ্রদান করিতে উন্মুখ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা বলেন, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অনুরূপ গভর্ণমেণ্টই এদেশে প্রবর্ত্তিত হওয়া সঙ্গত। আচ্ছা বলুন তো, ইংলণ্ডে যে প্রকার গভর্ণমেণ্ট প্রচলিত তাহা তো একদিনে হয় নাই। বহু শতাব্দীব্যাপী আয়োজন, চেষ্টা ও সুশৃঙ্খলার সহায়তায়ই তো আস্তে আস্তে সেই শাসনপ্রথা লব্ধ হইয়াছে। ইঁহারা চাহেন যে, শাসনপ্রথা প্রতিনিধিমূলক হউক, আমলাতন্ত্র তাঁহাদের আজ্ঞাবহ থাকুক, ধনভাণ্ডারের উপর তাঁহাদের আধিপত্য থাকুক এবং ক্রমে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া পড়ুক। তাঁহাদের পরবর্ত্তী কার্য্য—যেন ভারতীয় সৈন্যই দেশরক্ষায় নিয়োজিত হয় এবং যেন ব্রিটিশ সৈন্য অর্দ্ধাংশে পরিণত হয়।

"ইংলণ্ডবাসী কি এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিবে? এরূপ

প্রণালীই অবৈধ (unconstitutional) আর ভারতের ২০ কোটি লোকের মধ্যে শতকরা ৫ জন লিখিতে পড়িতে পারে, আর ইংরাজী পড়িতে পারে একজনেরও কম। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৫৭ সালে, কিন্তু এই ৩১ বৎসরে ১০০০ জন ও বি, এ উপাধিপ্রাপ্ত হয় নাই, আর শিক্ষালোকই পায় নাই অসংখ্য ব্যক্তি। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এত নগণ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রসংখ্যক শিক্ষালোকপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপরে এত বড় বিস্তীর্ণ রাজ্যের শাসনভার দিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন ? এই সব লোক কি নিজের প্রতিনিধিত্ব নিজেই জাহির করিতেছেন, না, তাঁহারা নিজেদের গঠনকর্ত্তা কি নিজেরাই নয় ? এমতাবস্থায় কিরূপে নির্ব্বাচন-প্রথা সম্ভব ?"

'I would ask them how could any reasonable man imagine that the British Government would be content to allow 'this microscopic minority' to control their administration of that majestic and multiform empire for whose safety and welfare they are responsible in the eyes of God and before the eyes of civilization. It has been stated that this minority represents a large and growing class and I feel very sure that as time goes on, it is not only the class that will grow but the information and experience of its members. At present, however, it appears to me a groundless contention, that it represents the people of India. If they had been the real representatives of the people of India, that is to say, of the voiceless millions instead of seeking to circumscribe the incidence of the income tax as they desired to do, they would have received a mandate to decuple it (laughter). Indeed is it not evident that large sections of the community are already becoming alarmed at the thought of 'such self-constituted bodies' interposing between themselves and the august impartialily of English rule. These persons aught to know that in the present condition of India, there can be no effective representation of the people with their enormous numbers, their multifarious interests and their tasselated nationalities."

পাঠক তিনটী শব্দ বিশেষ মনে রাখিবেন,—'Leap in the dark, 'Microscopic' minority' 'Self constituted bodies'. এই তিনটি কথা লইয়া চারিদিকে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়।

এই বক্তৃতা সম্বন্ধে "ইংলিসম্যান বলেন", merciless logic এবং ইংলণ্ডের লর্ড সাম্প, ডাফ্‌রিণকে সমর্থন করেন। অবশ্য হিউম সাহেবও তাঁহার সম্বন্ধে ২।১টী কথা থাকায় জোরের সহিত প্রত্যুত্তর দেন।

ইংলিসম্যান, হিউম সাহেবকে Guy Fawkes, Seditious প্রভৃতি বলিয়া উপহাস করিতে ক্রটী করেন নাই। বলেন যে, আশ্চর্য্যের বিষয় হিউম সাহেব এখনও গভর্ণমেণ্টের পেন্‌সন্ লাভ করিয়া গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধেই কিরূপে এইরূপ বিদ্বেষ-বিষ প্রচার করিতে সাহস করেন!

"Mr. Hume's occupation is to foment race-animosity and to use the ignorant, credulous and aspiring native as a weapon with which to harrass the Government whose pay he still continues to draw."

ব্রাড্‌ল সাহেব, লর্ড ডাফ্‌রিণের এই অভিভাষণ বিলাতের Times পত্রে পাঠ করিয়া এতই ক্ষুন্ন হন যে, New Castle এর একটি সভায় এ সম্বন্ধে তিনি প্রত্যুত্তর দিতে শৈথিল্য করেন নাই। লর্ড ডাফ্‌রিণ বিলাতে তাহা পড়িয়া খুবই লজ্জিত হয়েন এবং তাঁহাকে লেখেন—

That he had not misrepresented the Congress that he neither directly nor by implication suggested that the Congress was seditious, that he always spoke of the Congress in terms of sympathy and respect and treated its members with great personal civility, that he was always in favour of Civil Service Commission and that he himself was in favour of such a reform of the Provincial Councils in India as he (Mr. Bradlaugh) appeared to advocate."

চার্ল্‌স্ ব্রাড্‌ল সাহেবের ভারত হিতৈষণা চিরপ্রসিদ্ধ। ইলবার্ট বিল সম্বন্ধে তাঁহার ওজস্বিনী অভিভাষণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আর ১৮৮৮ সালে তিনি পার্লেমেণ্টে প্রস্তাব করেন—

"Suggested that a commission including native be appointed to enquire into the administration of India with power to take evidence both in India and England."

অর্থাৎ কমিশন নিযুক্ত হইয়া ভারত শাসন প্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন, এই কমিশনের সভ্য ইংরাজসহ ভারতবাসীও হইবেন এবং ভারত ও ইংলণ্ড উভয় স্থানের প্রধান লোকদেরই সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে।

লর্ড ডাফ্‌রিণ, ব্রাড্‌ল সাহেবকে আর একখানি পত্রেও লেখেন,—

"I think our efforts should be applied rather to the decentralisation of our Indian adminisiration than its greater unification and I made considerable efforts in India to promote and expand this principle. In any event I am sure the discussion which you will have provoked will prove very useful and I am very glad that the conduct of it should be in the hand of a prudent, wise and responsible person like yourself, instead of having been laid hold of by some advanturous franc tireier whose only object might possibly have been to let off a few fire-works for his own glorification."

কিন্তু কার্য্যকালে ইহা হয় নাই। বেশী প্রতিবন্ধক হইয়াছিলেন পার্লেমেণ্টের অন্যতম সভ্য J. M. Maclean. তিনি এই প্রথায় ভারতবর্ষকে রাজনৈতিক আন্দোলনের ঘূর্ণিপাকে নিক্ষেপ করা হইবে বলিয়া আপত্তি করেন, Deprecated the appointment on the ground that it would tend to plunge India into prolonged and incessant agitation.

এই ম্যাক্‌লিন সাহেবকে তাহার অন্যায়োক্তির প্রতিবাদ করিয়া চিত্তরঞ্জন কিরূপে ১৮৯১ সালের নির্ব্বাচনে উহার নির্ব্বাচন ব্যর্থ করেন আমরা পরে তাহা বলিব। যাহাহউক, লর্ড ডাফ্‌রিণের "Microscopic minority, 'Leap in the dark,' Self-constituted bodies' প্রভৃতি

অনুদার উক্তিতে শিক্ষিত মহলে বড়ই চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল এবং কংগ্রেসের প্রতি তাহাদের পক্ষপাতিত্বও বৃদ্ধি পায়।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে তুইজন খ্যাতনামা লোক বিপক্ষতাচরণ করায় কংগ্রেসের সেখানে ক্ষতি হইয়াছিল। একজন আলিগড় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহম্মদ আর একজন কাশীর জমিদার রাজা শিবপ্রসাদ।

স্যর অক্‌ল্যাণ্ড কল্‌ভিনের সঙ্গে মিঃ হিউমের অনেক দিন পর্য্যন্ত চিঠিপত্রে বাদ-বিসম্বাদ্ চলিয়াছিল। স্যর অক্‌ল্যাণ্ড কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন আর হিউম সাহেব কংগ্রেসের সমর্থন করেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় এই যে, একদিন লর্ড ডাফ্‌রিণই মিঃ হিউমকে কংগ্রেস যেন সামাজিক অনুষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয় এই উপদেশ দিয়া ঐরূপ করিতে প্ররোচিত করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় তিনিই আবার কংগ্রেস রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ায় কেন আজ এরূপ গালিগালাজ করেন, তাহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় না।

এই চতুর্থ অধিবেশনে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেণ্ট মিঃ জর্জ্জ ইউল (G. Yule) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার সম্বন্ধে বিশেষ ওজস্বিনী ভাবে বক্তৃতা করেন। নিম্নলিখিত প্রস্তাবাদি উত্থাপিত হয়। বিলাতের পার্লামেণ্টের উদারনীতিক সভ্যগণও কংগ্রেসকে খুব উদার ও সহানুভূতিসূচক দৃষ্টিতেই দেখিতেন। জন্ ব্রাইট তখন অসুস্থ ছিলেন। তাঁহাও পুত্র, জর্জ্জ ইউলকে টেলিগ্রাফ করিয়া জানান—

"Father better, thanks Congress warmly".

ইতিপূর্ব্বে লর্ড সেলিসব্যারীও যে কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতির প্রতি একটি সভায় অশিষ্টোচিত উক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন তিনিও তাহার কতিপয় বন্ধুর নিকট এইজন্য বিশেষ তুঃখ প্রকাশ করিয়া ক্রটী জানান যে, উত্তেজনা বশতঃই তিনি এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন।

ঘটনাটী এইরূপ হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে নৌরজি সাহেব পদপ্রার্থী হন Holborn Division of Finsbury পক্ষ হইতে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অতঃপরে ১৮৮৮ সালেই আবার আগামী ১৮৯২ সালের নির্ব্বাচনে প্রতিযাগিতা ক্ষেত্রে central Finsbury হইতে দাঁড়াইবার সঙ্কল্প করায়, প্রধান মন্ত্রী Lord Salisburyর মুখ হইতে তাহার সম্বন্ধে Blackman of India* কথা বাহির হওয়ায় গ্ল্যাডষ্টোন সাহেবও তাঁহাকে খুব তিরস্কার করেন। কিন্তু প্রথমে Lord Salisbury অস্বীকার করেন। Prime Minister denied that the use of the term 'Blackman' was a contemptuous denunciation of the people of India—যাহা হউক, পরে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, It fell from him in the excitement of the moment.

কংগ্রেসের এই চতুর্থ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবাদি গৃহীত হয় :—

(১) Reform of Legislative Councils.—আইন পরিষদ সংস্কার,

(২) পাব্লিক্ সার্ভিস কমিশনের রিপোর্ট আলোচনা,

(৩) Separation of judicial and executive functions. শাসন ও বিচার বিভাগ স্বতন্ত্র হওয়া উচিত।

(৪) জুরীপ্রথার ও ক্ষমতার আলোচনা,

(৫) পুলিশ সংস্কারের জন্য কমিশন নিয়োগ প্রার্থনা,

* It was undoubtedly a smaller majority Colonel Dunham obtained, but then Colonel Dunham was opposed by a blackman; and however much the progress of mankind has have advanced in overcoming prejudices, I doubt if we have yet got to that point of view where a British Constituency elect a blackman."

(৬) আব্‌গারী বিধির সংস্কার,

(৭) হাজার টাকা আয় হইলে আয়-ট্যাক্স প্রদান প্রার্থনা,

(৮) শিক্ষার ব্যয়বৃদ্ধির প্রার্থনা,

(৮) Industrial Surveyর কমিশন

(১০) লবণের ট্যাক্স হ্রাস করার প্রস্তাব,

লর্ড ডাফ্‌রিণের চেষ্টায় ১৮৮৭ সালে একটী রয়েল কমিশন নিয়োগ হয়। সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণে চাকুরী প্রথার কিরূপে উন্নতি সাধন করা যায়, তাহা নির্দ্ধারণ করাই কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল। স্যার চার্লস টার্ণার ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান। প্রায় একবৎসর পর কমিশনের কার্য্য শেষ হয়। এবং একটী রিপোর্ট প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাব এই রিপোর্ট সম্বন্ধেই হয়।

এই কমিশনে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়স যেন ১৯ হইতে ২৩তে বৃদ্ধি করা হয়, কিন্তু ইংলণ্ড ও ভারত উভয় স্থানেই পরীক্ষা প্রবর্ত্তনের স্বপক্ষে কিছুই যেন না করা হয়, এই ভাবে রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছিল।

তাই এবারেও কংগ্রেস হইতে প্রস্তাব হয় যে, উভয় স্থানেই যেন পরীক্ষা গ্রহণের বন্দোবস্ত করা হয়। মাদ্রাজের মিঃ জন আডাম সংশোধন প্রস্তাব করিতে চাহেন যে, এ দেশে পরীক্ষা হইলেও বিলাতে কিছুদিন শিক্ষালাভ করিতেই হইবে। বাঙ্গালার বিখ্যাত মতিলাল ঘোষ ইহাতে খুব ক্ষুব্ধ হন এবং যাহাতে প্রস্তাব না হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহার ভয় হয় যে, এরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইলে গোঁড়া হিন্দুগণ কংগ্রেস হইতে সরিয়া পড়িবেন। অবশেষে নিম্নলিখিত ভাবে প্রস্তাব গৃহীত হয় ঃ—

"Congress appreciated the concessions proposed by the Public Services Commission but stated that full justice would never be done to the people of the country until open competitions for the Indian Civil Service were held simultaneously in England and India.

অর্থাৎ "কমিশন যতটুকু সুবিধার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন, ততটুকুর জন্য সভ্যগণের যত্ন খুবই প্রশংসনীয়, কিন্তু ভারত ও ইংলণ্ড উভয় স্থানে সমভাবে পরীক্ষা প্রথা প্রবর্ত্তিত না হইলে ভারতবাসীর প্রতি সুবিচার করা হইবে না।"

এই অধিবেশনে লর্ড ডাফ্‌রিণের অভিভাষণের অসঙ্গত উক্তিগুলির তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ বলেন যে, মহাত্মা গ্লাডষ্টোন কংগ্রেসের সমর্থন করেন, আর লর্ড ডাফরিণের প্রতিকূলতা করার কারণ কি? গ্লাড্‌ষ্টোন সাহেব জনৈক মুসলমানের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—

"It will not do for us to treat with contempt or even indifference the rising aspirations of this great people."

সভায় রাজা শিবপ্রসাদ ডেলিগেট হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাতে অনেকে আপত্তি করেন কারণ তাঁহার জাতীয়তাবিরোধী মতামত কাহারও অপরিজ্ঞাত ছিল না। তবে তাহাকে ডেলিগেটের নিকট হইতে কতক দূরে প্রেসিডেন্টের নিকটবর্ত্তী স্থানে বসান হয়। কাউন্সিল-সংস্কার প্রস্তাবের সময় লর্ড ডাফ্‌রিণের উক্তির আলোচনার মধ্যে রাজা শিবপ্রসাদ একটি অদ্ভুত প্রস্তাব করিয়া ফেলেন। প্রস্তাবটী পরে প্রমাণিত হয় যে Seditious speeches (রাজদ্রোহকর বক্তৃতা) বন্ধ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে আবেদন মাত্র। সমগ্র প্রতিনিধি ও দর্শকবর্গ অতিশয় ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হন এবং এতই উত্তেজিত হইয়া পড়েন যে, বহু কষ্টে রাজাকে কোন রকমে নিরাপদে বাড়ীতে পৌছাইয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

কংগ্রেস ও সংস্কার (রিফর্মস) ১৮৮৯-৯২

কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশন হয় ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরীতে, আর স্যার উইলিয়াম উয়েডারবার্ণ সভাপতির পদে বৃত হন। এবার কংগ্রেসের প্রধানতম আকর্ষণ—পার্লেমেণ্টের সভ্য চার্লস ব্রাড্‌ল' সাহেবের ভারত আগমন ও কংগ্রেসে যোগদান। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন স্যার ফেরোজশা মেটা।

চার্লস ব্রাড্‌ল' অজ্ঞেয়বাদী হইলেও জনহিতব্যাপারে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। হেনরী ফসেট ও ব্রাইটের মত ভারত শাসনের যাহাতে সংস্কার সাধন হয়, এ বিষয়ে তিনি বিশেষ তৎপর ছিলেন। ভারতবর্ষকে তিনি এত ভাল বাসিতেন ও পার্লেমেণ্টে ভারতবর্ষের স্বপক্ষে যুক্তিপ্রদান করিতে এতই ব্যগ্রতা দেখাইতেন, যে সাধারণের মধ্যে তিনি ভারতবর্ষের পক্ষীয় সভ্য (Member for India) বলিয়া অভিহিত হইতেন।

মিসেস এনি বেশান্ত তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন এবং অনেক সময়ে একসঙ্গে অনেক জনহিতকর কার্য্য করিয়াছেন। উভয়ে একত্র হইয়া 'ম্যালথেস' বাদ প্রচার করেন—যেন জনসংখ্যা বৃদ্ধি না হয়। ইহা ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া খ্রীষ্টান দেশে তাঁহারা বাধা পান, কিন্তু আদালতে তাহাদেরই জয় হয়। ব্রাড্‌ল'র মৃত্যুর পরে বেশান্তও ভারতের হিতের জন্য অনেক চেষ্টা করেন।

ব্রাড্‌ল' নিরীশ্বরবাদী ছিলেন বলিয়া ঈশ্বরের শপথ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন্। এইজন্য প্রথমে পার্লেমেণ্ট হইতে বহিস্কৃত হইলেও পরে তাঁহার মতানুসারেই কাজ হয়।

এই সময়ে চার্লস ব্রাড্‌ল' ভারতবর্ষের হিতার্থে পার্লেমেণ্টে

শাসন সংস্কার বিল উপস্থিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে স্বয়ং ভারতবর্ষে আসিয়া জননায়কগণের মুখে তাহাদের মনোগত ভাব ও বক্তব্য জানিয়া ও বুঝিয়া যাইবার জন্য এই কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত হন। ১৮৮৯, ১৪ই নবেম্বর তিনি রওনা হইতেন, কিন্তু অসুখের জন্য দুই সপ্তাহ পরে রওনা হন। অসুস্থতার মধ্যেও তাঁহার এইরূপ ভারতানুরাগ খুবই শ্লাঘনীয়। বোম্বাইতে আসিয়া তিনি কেবল যে কংগ্রেসের অধিবেশনেই উপস্থিত ছিলেন তাহা নয়, পরন্তু প্রত্যেক প্রদেশস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত আলোচনা করিয়া তাহাদের মতামত বুঝিয়া গিয়াছিলেন। এই অধিবেশনে এতই উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল যে অধিবেশনের নামই হয় "Bradlough Session"।

তিনি বিলাত গিয়াই পার্লেমেণ্টে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলস্ বিল উপস্থিত করেন।

এইবারের অধিবেশনে প্রতিনিধির সংখ্যা অত্যধিকভাবে বাড়িয়া যায় ঃ—

বাঙ্গলা হইতে আসেন (বিহার, উড়িষ্যা ও আসামসহ)	১৬৫
মাদ্রাজ—	৩৬৬
বোম্বাই ও সিন্ধু—	৮২১
পঞ্চনদ—	৬২
উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা—	২৬১
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—	২১৪
মোট—	১৮৮৯

প্রথম অধিবেশনে বোম্বাই হইতে ৩৮ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হন, আর এবার ৮২১। প্রথমবারে মোটে দুইজন মুসলমান প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, আর এবার ২৫৮। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা যে দিন দিন ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল, এই ঘটনাতেই বেশ বুঝা যায়। কল্‌ভিনের ন্যায় বোম্বাইর গভর্ণর কংগ্রেসের উপরে এত খড়্গহস্ত ছিলেন না। ফলে

কংগ্রেসের অধিবেশনে অনেক সরকারী কর্ম্মচারীও ব্রাড্‌ল'কে দেখিবার ও তাঁহার কথা শুনিবার জন্য ছদ্মবেশে বা গুপ্তভাবে অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। বস্তুতঃ ব্রাড্‌লোর শুভাগমনে খুবই আশা, উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল।

সভাপতি স্যার উইলিয়াম্ ওয়েডারবার্ণ ইংরাজ শাসনের একটী উপাদেয় ইতিহাস প্রদান করেন। তিনি বলেন,—

"কোম্পানীর শাসনে যে সমস্ত রক্ষাকবচ (Safe-guards) ছিল, তাহার বিনাশে ভারতবাসীর দুর্গতি বরং বাড়িয়াই গিয়াছে। যে দিন হইতে শাসনের ভার কোম্পানীর হস্ত হইতে, Crown এর (গভর্ণমেণ্টের) হাতে আসিয়াছে (১৮৫৮) সেই দিন হইতেই ভারতের দুর্ভাগ্যের অবধি নাই। পূর্ব্বে কোম্পানীর ভয় ছিল পার্লেমেণ্টকে; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কাহার তোয়াক্কা রাখেন? দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেছি, লর্ড রীপন কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপনের একটী নিয়ম (স্কীম) গঠন করিলেন, ইণ্ডিয়া আফিস উহা নাকচ করিয়া দিলেন। জিজ্ঞাসা করি, কৃষি-ব্যাঙ্ক ব্যতীত এই অগণিত কৃষককুল উত্তমর্ণের হাতে পড়িয়া কোন উন্নতি কি করিতে পারে? ইহা না থাকিলে কৃষককুলের শস্য ঘরে আনিবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। আজ দেখুন জার্ম্মানীর অবস্থা—এক সেই দেশে ২০০০ কৃষিব্যাঙ্ক কাজ করিতেছে।"

তারপরে কংগ্রেসের কার্য্যের প্রশংসা করিয়া এবং কংগ্রেসের স্বপক্ষে যে উইলিয়ম্ ডিগ্‌বী প্রভৃতি ভারতবন্ধু আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিলেন তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া অচিরে যাহাতে সমগ্র ইংলণ্ডবাসীর সহানুভূতি কংগ্রেস লাভ করিতে পারে, সেই আশা তিনি বিশেষভাবে হৃদয়ে পোষণ করিয়া অভিভাষণে সকলকে উদ্দীপিত করেন।

এবার দুইটী নূতন মারহাট্টাবাসী কংগ্রেসে যোগদান করেন। একজন মিঃ গোপলেকৃষ্ণ গোখেল, আর একজন বালগঙ্গাধর তিলক। মিঃ গোখেল কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন এবং তর্কা-

লোচনায়—কি ভারতীয় কি প্রাদেশিক কাউন্‌সিলে—তাঁহার তুলনা ছিল না। আর তিলক মহারাজ এক সময়ে দেশের মধ্যে অবিসম্বাদী জননায়করূপেই প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এবার কংগ্রেসের প্রধান প্রস্তাব হয় কাউন্‌সিলের প্রসার ও সংস্কার।* এই প্রস্তাবটীর সময় বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে রাজনৈতিক গগনে একটু মেঘও জমিয়াছিল। কিন্তু বৃষ্টি হয় নাই, মেঘও শীঘ্রই কাটিয়া যায়।

---

* ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের সংস্কার প্রস্তাবটি কি এবং আইনবিধির কথায় তর্ক উপস্থিত কেন হইয়াছিল ইত্যাদি বুঝিবার জন্য সমস্ত প্রস্তাবটি এখানে দিলাম :—

That the following skeleton scheme for the reform and re-constitution of the council of the governor general for making laws and regulations and the Provincial Legislative Councils, is adopted and that the president of the congress do submit Charles Bradlaugh Esq. M. P. with the respectful request of this congress that he may be pleased to cause a bill to be drafted on the lines indicated in this skeleton scheme and introduce the same in the the British House of Commons :—

(a) The imperial and provincial legislative councils to consist respectively of members, not less than one-half of whom are to be elected, not more than one-fourth to sit ex-office and the rest to be nominated by Government.

(b) Revenue districts to constitute ordinarily territorial units for electoral purposes.

(c) All male British subjects above 21 years of age possessing certain qualifications to be voters.

(d) Voters in each district to elect representatives to one or more electoral bodies.

(e) All the representatives thus elected by all the districts, included in the jurisdiction of each electoral body, to elect members to the Imperial legislature at the rate of per every five million of the total populations of the electoral jurisdiction and to their own provincial Legislature at the rate of 1 per million of the said total population, in such wise that whenever

নর্টন সাহেবই প্রস্তাবটী উত্থাপিত করেন। কি কি সর্ত্তে লোক ভোট দেওয়ার অধিকারী হইতে পারে তিনি বিবৃত করেন। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ তাহাকে সমর্থন করেন। হিউম সাহেব 'মাইনরিটি clause' (সংখ্যা-লঘিষ্ঠ) কথা তুলিয়া দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। তিনি বলেন ভারতবাসী ভারতবাসীই। ইহার আবার মেজরিটি মাইনরিটী কি? কিন্তু অনেকেই তাহাকে সমর্থন করেন নাই। কিন্তু মেঘসঞ্চার হয়, যখন অযোধ্যার মুন্সী হিদায়েত রসুল সংশোধন প্রস্তাব করিয়া বলেন যে, হিন্দূ-জনসংখ্যা অধিক হইলেও, কাউন্সিলে হিন্দু ও মুসলমান সদস্যের সংখ্যা সমান হওয়া উচিত।

লক্ষ্ণৌ সহরের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার হামিদালী খাঁ এই সংশোধন প্রস্তাবের আপত্তি করিয়া বলেন যে, হিন্দু মুসলমান বলিয়া কোন কথা উঠাই সঙ্গত নয়।

সৈয়দ ওয়ায়েদ আলী বিওয়াজী একটু উষ্ণভাবে বলেন "কাউন্সিলে মুসলমান সভ্য-সংখ্যা হিন্দু সভ্যের তিনগুণ হওয়া উচিৎ।"

সৈয়দ মিরুদ্দিন আহমেদ বাল্‌খি এই কয়টী সংশোধন প্রস্তাবে আপত্তি করিয়া একটী বড় সুন্দর বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে এই পবিত্র অনুষ্ঠানে আমরা হিন্দু ও নহি, মুসলমান ও নহি, কিন্তু আমরা

---

the Parsees, Christians, Mahammadans or Hindus are in a minority, the total member of Parsees, Christans Mohomedans or Hindus, as the case may be, elected to the Provincial Legislature, shall not, so far as way lie possible, bear a less proportion to the total number of members elected thereto, than the total number of Parsees, Christians, Hindus or Muhammadans, as the case may be in such electoral jurisdiction, bear to the total proportion. Members of both Legislatures to possess certain qualifications and not to be subject to certain disqualifications, both of which will be settled later.

এই প্রস্তাবটির মতানুযায়ী একটি বিল প্রযুক্ত করিয়া যেন পার্লামেণ্টে উপস্থিত-করা হয় এইজন্য সমগ্র কংগ্রেসের মত স্বরূপ প্রস্তাবটি স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট স্যার উইলিয়ম ওয়েডার বার্ণ চার্লস ব্রাডলর হাতে হাতে দেন।

ভারতবাসী। 'ভারতবাসী'—এই আমাদের জাতি, ধর্ম্ম ও বর্ণ, ইহা ভিন্ন আমাদের পৃথক্ জাতি বা ধর্ম্ম নাই।

"We have assemcled here for one common object. On such an occasion the Mohamedans cannot call themselves Mohomedans; nor Hindus Hindus; but rather forgeting all difference of creed, caste and colour, we should call ourselves Indians."

মুসলমান প্রতিনিধিগণের মধ্যে হিদায়েত রসুলের সংশোধন প্রস্তাব উঠিলে, তাহারাই উহার বিরুদ্ধে মত প্রদান করেন। পরে নর্টন সাহেবের প্রস্তাবটীই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও সাম্প্রদায়িকতার একটু কালো মেঘের সঞ্চার হইয়া শীঘ্রই উহা প্রশমিত হইয়া যায়; কিন্তু আজ কোথা হইতে পুঞ্জীকৃত জলদ-জালে রাজনৈতিক গগন যে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাও ভারত ভাগ্যবিধাতার কৃপায় শীঘ্রই অপসারিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্বন্ধে যখন কথাবার্ত্তা হয়, বাঙ্গলার প্রতিনিধি স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় একটী সংশোধন প্রস্তাব আনেন যে স্ত্রীলোকদিগকেও যেন ভোটাধিকার দেওয়া হয়। তিনি 'ললনা-সুহৃদ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং স্ত্রী-জাতির উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহার গান—

"না জাগিলে সব ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।"

সেকালে অনেকের মুখেই শুনিতাম, এখনও শুনিতে পাই।

মিঃ গাঙ্গুলী ছিলেন ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর স্বামী। ইনি এবং চন্দ্রমুখী বসু মহিলাদের মধ্যে প্রথম বি-এ, পাশ করিয়াছিলেন।

মিঃ গাঙ্গুলীর প্রস্তাবটী প্রত্যাহৃত হয়। এই অধিবেশনেই প্রথম কয়েকজন মহিলা প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে মিসেস্ (ডাক্তার) গাঙ্গুলীও ছিলেন। সকলেই জানেন, এখন পরিষদে অনেক স্ত্রী সভ্য আছেন।

তৃতীয় দিনে পাঁচটার সময় কংগ্রেসের কার্য্য সেই বৎসরের জন্য শেষ করা হয়। পাঁচটার সময় ব্রাড্‌ল' সাহেবকে অভিনন্দিত করা হয়। বহু প্রতিষ্ঠান ও অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে অভিনন্দনপত্র তৈয়ার করিয়া আনিয়াছিলেন! অবশেষে স্থির হয় যে কংগ্রেস হইতেই একটী অভিনন্দন দেওয়া হইবে, আর বাকী গুলি পঠিত বলিয়া ধরিয়া লইলেই চলিবে।

ব্রাড্‌ল' সাহেব খুব গদগদভাবে উত্তর দেন যে—

"আপনারা এমন স্নেহ ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন যে তাহাতে ঠিক মনে হয় যেন আমি আপনজনদের সহিত নিজের জন্ম-ভূমিতেই রহিয়াছি। আপনাদের শ্রদ্ধায় আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে কখনও 'বাড়ী' কেবল নিজের গৃহ বা দেশটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। আমার ক্ষুদ্র দেশ সাগর পারে রহিয়াছে বটে, কিন্তু আমার বৃহত্তর দেশ আপনাদের ভালবাসায় ও প্রেমে সংস্থিত; আর এই ভালবাসার জোরেই ভবিষ্যতে আপনাদের জন্য কাজ করিতে আমি আরও উৎসাহ পাইব—

"You have made me feel since I have been in Bombay that the word 'home' has a wider significance than I had given it. I have learned that if I have only a little house I have a larger one in your sympathies and in your affection and I trust to deserve my future work in your love."

ব্রাড্‌ল' যে জনসাধারণের জন্যই এতাবৎ প্রাণান্ত করিয়াছেন, অভিনন্দনে সে কথাও ছিল। উত্তরে তিনি বলেন—

"For whom should I work if not for the people? Born of the people, trusted by the people, I will die for the people.'

"যদি জনমণ্ডলীর সেবায় দেহ নিয়োগ না করি তবে, কাহার জন্য করিব। জনসাধারণের মধ্যে আমার অভ্যুদয় তাহাদের স্নেহ ও বিশ্বাস বরাবর আমি পাইয়াছি, এবং আমি তাহাদের জন্যই দেহপাত করিব।"

বস্তুতঃ দেহপাতও তাঁহার শীঘ্রই হইয়াছিল, আর তাহা ভারতের

হিত করিবার মুখেই। তিনি আরও বলেন যেন খুব বেশী আশা করা না হয়। এ বিষয়েও তিনি উপদেশ দিয়া বলেন যে—

"In England great reforms have always been slowly won. Those who first enterprised them were called seditious and sometimes sent to jail as criminals, but speech and thought live on. No imprisonment can crush a truth, it may hinder it for the moment, it may dalay it for an hour, but it gets an electric elasticity inside the dungeon walls and it grows, and moves the whole world when it comes out."

"সংস্কার ইংলণ্ড দেশেও সহজে অর্জ্জিত হয় নাই। প্রথমে যাহারা ইহার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহাদিগকে রাজদ্রোহী বলিয়া দণ্ডিত করা হইয়াছে, সাধারণ অপরাধীর ন্যায় জেলের দুঃখভোগও ইহারা কম করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের কথা এবং এই কার্য্যের ফলই পরে সকলে উপভোগ করিয়া থাকে।

"এই সমস্ত মহারথিগণ প্রহৃতই হউন, 'কারাবরণই' করুন, দুঃখভোগই তাহাদের অদৃষ্টে থাকুক, কিন্তু সত্যপথ হইতে তাহাদিগকে কেহই বিচলিত করিতে পারে নাই, আর ঐ কারাভোগের অন্তরালে এমন বিদ্যুৎ-শক্তি সঞ্চারিত হয়, একদিন ক্রমে তাহাই পুঞ্জীকৃত হইয়া সমগ্র জগৎকেও আলোড়িত ও বিকম্পিত করিয়া ফেলে।"

কংগ্রেস এপর্য্যন্ত কিরূপ কার্য্য করিয়াছে এ সম্বন্ধেও বলেন—"আপনাদের এই সম্মিলনীতে আপনাদের এইরূপ সংযত ও সুচিন্তিত তর্কালোচনায় আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে আপনারা সত্যই সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সাধনে সম্পূর্ণ উপযুক্ত এবং আইনের আলোচনা ও প্রণয়ণ ব্যাপারেও আপনাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

You have shown that you can meet and discuss differences as you have done and that you are worthy of public trust and the right of electing and being elected to help to make the laws which you so discuss."

তিনি বলেন যে পার্লামেণ্টের কাছে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ আবেদন জানাইলেই কাজ হইবে।

"Send petitions to Parliament signed by thousands, by hundreds of thousands, by millions if possible.

"I am here because I believe you are loyal to the law which I am bound to support. I am here because I believe you much as we in England have done to win within the limits of the constitution, the most perfect equality and right for all"

"এই কংগ্রেসের কার্য্য সাধনে তৎপর ও একান্ত আগ্রহশীল আপনাদের মধ্যে আমি যেন এক বিরাট ফলবন্ত মহীরুহের অঙ্কুরটীর সম্পূর্ণ পরিচয় পাইয়া পরম তৃপ্তি ও আশায় বুক বাঁধিয়া দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছি—

"I believe that in this congress I see the germ of that which may be as fruitful, as the most hopeful tree that grows under your sun."

"আর আপনাদের মধ্যে সেই মহাশক্তির পরিচয় যদি না পাইতাম তবে কি আপনাদের মধ্যে আসিয়া আপনাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে এরূপ উদ্বুদ্ধ হইতাম ?

"Even if I do not always plead with the voice that you, would speak with, you will believe that I have done my best and that I meant my best to be greater happiness for India's people greater peace for Britain's rule and greatest comfort for the whole of Britain's subjects."

বাঙ্গালা হইতে সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল ঘোষ প্রমুখ প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে তিনি বাঙ্গলার অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন।

স্যার উইলিয়াম উয়েডারবার্ণের ধীরতায় সম্মেলনীর কার্য্য যে খুবই সাফল্য মণ্ডিত হয়, এ বিষয়ে কাহারও দ্বিধা করিবার কারণ হয় নাই। মান্দ্রাজের আনন্দ চার্লু ও বিষয়ে একটী প্রস্তাবে সেই আনন্দ জ্ঞাপন করেন।

বিলাতে এই আন্দোলনের ফলে 'ইণ্ডিয়া' কাগজ কংগ্রেসের মুখ-পত্ররূপে প্রচারিত হয় এবং মিঃ ডিগবীর উপরই এই কার্য্যভার প্রদান করা হয়।

অস্ত্র-আইন সম্বন্ধে প্রস্তাবটী আনেন জে, থ্যাডাম। সকলকেই যাহাতে বন্দুকের পাশ (লাইসেন্স) দেওয়া হয় এবং প্রতি বৎসর উহা আবার ফিরিয়া করিতে না হয়, সেই বিষয়ে প্রস্তাব হয়। প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

এই প্রস্তাবের সময় পূর্ব্ব দিবসের অধিবেশনে যে কয়জন মুসলমান প্রতিনিধি অসঙ্গত ভাবে কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন, তাহারা ক্রটী স্বীকার করেন এবং অধিকাংশ প্রতিনিধির মতানুযায়ী চলিতে প্রতি-শ্রুতি দেন। মেঘ কাটিয়া যায়।

আগামী বৎসরের জন্য মিঃ হিউমই জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত হন এবং পণ্ডিত অযোধ্যানাথ হন জয়েণ্ট সেক্রেটারী। প্রতিনিধি সংখ্যা যাহাতে এক হাজারের বেশী না হয়, তজ্জন্য একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ভারত হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যাহাতে বিলাতে গিয়া দেশের অবস্থা বুঝাইয়া দেন ও পার্লামেণ্টের অন্যান্য সভ্যগণকে সেই ভাবে প্রস্তুত করা হয়, তজ্জন্য ১৫০০০৲ টাকার বরাদ্দও মঞ্জুর করা হয়। এই টাকার জন্য সেই সম্মেলনীতে আবেদন করা হয়। সর্ব্বপ্রথমেই আম্বালার লালা মূরলীধর ৫৫৫৲ টাকা নগদ টেবিলের উপর রাখিয়া শুভ উদ্বোধন করেন। তার পরেই উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং সেই উত্তেজনায় সুরেন্দ্রনাথ এমন ভাবে জোগান দেন যে সেই বিরাট সভা মধ্যেই টাকা, পয়সা, আধুলী, তুয়ানী চতুর্দ্দিক হইতে যেন প্রবল বর্ষণের ন্যায় নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথের এই বক্তৃতা ব্রাড্‌ল'র মনে গভীর ভাবের সৃষ্টি করে এবং তিনি খুব হৃষ্টচিত্তে স্বদেশ প্রত্যাগত হন। সভায় ৪৬০০০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় এবং ৯১৭৯৷৷/৭ পাই সভায় সংগৃহীত হয়। মেসার্স উমেশচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় আর, এন, মুধলকার, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর্ডলী নর্টন ও হিউম্ সেই ডেপুটেশনের সভ্য মনোনীত হন।

চার্লস ব্রাডল' ইংলণ্ডে পদার্পণ করিয়াই হাউস অব কমন্সে একটী বিল উপস্থিত করেন। অনতিবিলম্বেই অর্দ্ধেক সভ্য সংখ্যা যাহাতে নির্ব্বাচিত হয়, এবং প্রাদেশিক ও ভারতীয় Imperial Council এই সভ্যসংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায় ইহা বিলের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ব্যাধি ও কাল ইহার বিরোধী হইল। ব্রাড্‌ল' অল্পদিন মধ্যেই অন্তিম ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন এবং ১৮৯১ সালের ৩০শে জানুয়ারী ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। অসুস্থাবস্থায় বিলের প্রথম Reading হইয়া যায় ২৬শে জানুয়ারী, বিপক্ষীয় দলের Sir John Gorstএর তাড়ায়ই শীঘ্র হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে এই বিলের অপসারণ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ ১৮৯০ সালের গোড়াতেই ভারত সচিব লর্ড ক্রস হাউস অব লর্ডস্‌-এ এক বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং ইতিপূর্ব্বে তাহার দুইটা Readingও হইয়া যায়। বিলের জন্য এবং ইংলণ্ডের নির্ব্বাচন-সমর সম্পর্কীয় নানা প্রশ্নে ১৮৯০, ১৮৯১ ও ১৮৯২ সালে ভারতীয় ব্যাপার লইয়া ইংলণ্ডে তুমুল আন্দোলন চলিতে থাকে।

আমরা ১৮৮৯ সালের বোম্বাই কংগ্রেসে যে ডেপুটেশন গঠনের কথা বলিয়াছি, এই ডেপুটেশনই ইংলণ্ডে প্রথমে নৌরজী সাহেবের Finsbury কেন্দ্রে কাজ করিতে আরম্ভ করে। প্রায় ৪।৫ মাস কাজ করিবার পরে তাহারা জুন মাসে বিলাত পরিত্যাগ করেন। অনেকে ৬ই জুলাই (১৮৯০) পুনরায় বোম্বাই পৌছেন। নির্ব্বাচন প্রথা এবং নির্ব্বাচন প্রথা-জাত অনুষ্ঠান (Representative Institution) সম্বন্ধেই সাধারণতঃ বক্তৃতা হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ঘটনা স্রোতে ১৮৯০ হইতে ১৮৯২ সাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে ভারতের ব্যাপার সম্বন্ধে খুব আন্দোলন হয়। ১৮৯২

সালের শেষদিকে হাউস অব কমন্সে Third Rsadingএর পরে উহা আইনে পরিণত হয়।

কংগ্রেসের ইতিহাস বুঝিতে হইলে এই তিনবৎসরের ভারতের ব্যাপারের সঙ্গে ২ ইংলণ্ডের ব্যাপারও বুঝিতে হইবে। তাই আমরা সেখানকার ভারত সংক্রান্ত ঘটনাবলীও কিছু কিছু বিবৃত করিব। তাই কংগ্রেসের কথা বলিবার পূর্ব্বেই দুইটি বিষয় একটু বিষদভাবে বিবৃত করিব,—(১) 'রিফর্ম্মস' এর উৎপত্তি ও ক্রমবৃদ্ধি (২) ভারত সম্পর্কে ইংলণ্ডে আন্দোলন।

(১) রিফর্ম্স এবং ইণ্ডিয়া কাউন্সিল য়্যাক্ট সম্বন্ধে আবার সম্যক বুঝিতে হইলে একটু পূর্ব্ব ইতিহাস প্রয়োজন। তাই পাঠককে একটু পুরাতন কাহিনীর পটভূমিকায় লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি।

পলাসীর যুদ্ধ ও নবাব সিরাজের তিরোধানের পরে নবাবী কথার অর্থই ছিল ইংরাজের তাঁবেদারী। নবাব কাশিমালি, গোলাম বা তাঁবেদার না হইয়া খাঁটি নবাব হইতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে গদিচ্যুত হইতে হয়। তৎপরবর্ত্তী নবাবগণের* উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজদের বহু অর্থ লাভ হইত, তবে শাসন এবং রাজস্ব নবাবের কর্ত্তৃত্বে ছিল। কিছুদিন মধ্যেই সর্ব্ব প্রথমে ১৭৬৫ খ্রীঃ ক্লাইভ দুইটি জিলা কোড়া ও এলাহাবাদ উপঢৌকন ও বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতিতে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করেন। এইখানে একটু গোল হইল। কারণ আইন ও শৃঙ্খলা ব্যাপারে

---

* নবাবগণের তালিকা

১৭৫৭—সিরাজ—পরে মিরজাফর

১৭৬০—১৭৬৩—মিরকাশিম

১৭৬৩—১৭৬৫—মিরজাফর

১৭৬৫—নাজিমদ্দৌলা—ইংরাজের দেওয়ানী লাভ

১৭৬৬-১৭৭০—সেফাউদ্দৌলা ও মুবারকউদ্দৌলা পেনসন প্রাপ্ত হইয়া শাসনভারও ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে অর্পণ করে।

শেষোক্ত তিনজন নবাব মিরজাফরের পুত্র।

কর্ত্তা রহিলেন অকর্ম্মণ্য নবাব। তাহার অধীনে বঙ্গ ও বিহারে দুইজন সুবেদার ছিলেন। কিন্তু রাজস্ব আদায় করিতে লাগিল ইংরাজ। নবাব নিজেও কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, তাহার ক্ষমতাও ছিল না। এমন কি সুবেদার নিয়োগ পর্য্যন্ত ইংরাজের সম্মতি ভিন্ন হইতে পারিত না। ফলে এই দ্বৈত শাসন ঘোর অমঙ্গল, মন্বন্তর ও ভয়ানক অরাজকতার সৃষ্টির কারণ হইয়া উঠিল। এই অবস্থাই সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দ মঠে" প্রতিফলিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

"১১৭৬ সালে (১৭৬৯ খৃঃ) বাঙ্গলা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের কোন ভার লন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরাজের। আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নবাবের উপর। নবাব আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে ?

"অতএব বাঙ্গালার কর ইংরেজের প্রাপ্য। কিন্তু শাসনের ভার নবাবের উপর। যেখানে যেখানে ইংরেজরা আপনাদের প্রাপ্য কর আপনারা আদায় করিতেন, সেখানে তাঁহারা এক এক কালেক্টর নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু খাজনা আদায় হইয়া কলিকাতা যায়। লোক না খাইয়া মরুক, খাজনা আদায় বন্ধ হয় না।"

দুর্ভিক্ষ, অরাজকতা ও প্রজাপীড়নের কাহিনী ইংলণ্ডের দায়িত্ব-সম্পন্নব্যক্তিগণের কর্ণগোচর হইল। পার্লামেণ্ট ভারত-শাসন সুনিয়ন্ত্রিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। লর্ড নর্থ তখন প্রধান মন্ত্রী (Prime Minister)। তিনি ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে রেগুলেটিং য়্যাক্ট প্রবর্ত্তিত করিলেন। ইহার পরই ইংরাজ শাসনতন্ত্রের সূত্রপাত হইল। ইহার ধারাগুলি এই—

প্রথম—বাঙ্গলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ—এই তিনটি প্রদেশ তিনটী

প্রেসিডেন্সিতে পরিণত হইল। এক একটিতে এক একজন গভর্ণর থাকিবেন এবং তাহার একটী কাউন্সিল থাকিবে ; ইহাদের কার্য্যের জন্য ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহী হইবেন।

বাঙ্গলায় কোম্পানীর রাজত্বকালে গভর্ণর ছিলেন ড্রেক, ক্লাইভ ভান্সিটার্ট, ক্লাইভ (পুনর্ব্বার), বেরেলষ্ট, কার্টিয়ার, হেষ্টিংস (১৭৭২-৩)। এখন হইতে বাঙ্গলায় গভর্ণর নাম আর থাকিবেনা, নাম হইল গভর্ণর জেনারেল। তাঁহার কার্য্যকাল ৫ বৎসর। ওয়ারেন হেষ্টিংসই ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রথম বাঙ্গালায় গভর্ণর জেনারেল হইলেন।

দ্বিতীয়—একটি কাউন্সিল (শাসন পরিষদ) ও গঠিত হইল, তাহাতে হেষ্টিংস ছাড়া আরও চারিজন সভ্য বিলাত হইতে আসিলেন। ইহাদের নাম ফিলিপ ফ্রান্সিস, ক্লেভারিং, মনসন ও বারওয়েল। সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের উপরই বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার যাবতীয় সামরিক, দেওয়ানী এবং রাজস্ব ব্যাপারের কর্ত্তৃত্বভার পড়িল। আর তিনি বোম্বাই এবং মান্দ্রাজের উপরও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ক্ষমতা লাভ করিলেন।

তৃতীয়—বিচার-সংস্কারকল্পে কলিকাতায় একটি সুপ্রিমকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাতে একজন প্রধান বিচারপতি ও তাহার অধীনে ৩ জন সাধারণ বিচারপতি নিযুক্ত হন। ইহাতে সমস্ত দেওয়ানী ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার হইত। কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত মামলার বিচার করিবারও উক্ত কোর্টের অধিকার রহিল। স্যার ইলাইজা ইম্পে হইলেন প্রধান বিচারপতি।

চতুর্থ—পার্লেমেন্টের অবগতির জন্য সমস্ত কাগজ পত্র ইংলণ্ডে পাঠাইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইল।

রেগুলেটিং য়্যাক্টের উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানীর স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করা এবং ভারত-শাসন সুনিয়ন্ত্রিত করা। কিন্তু প্রথম চেষ্টা বিধায় ইহাতে দুই একটী ত্রুটীও রহিয়া গেল। কাউন্সিলে গভর্ণর জেনারেল-

কেও ভোটাধিক্যে বাধ্য থাকিতে হইত। নিজে ইচ্ছা করিলেই তিনি কর্ত্তৃত্ব খাটাইতে পারিতেন না। দ্বিতীয়তঃ সুপ্রিম কোর্টের সহিত স-পরিষদ গভর্ণর জেনারেলের সম্বন্ধ সুস্পষ্ট ভাবে নির্দ্ধারিত না হওয়ায় বিরোধের আশঙ্কা রহিল।

রেগুলেটিং অ্যাক্ট-এর উপরোক্ত ত্রুটি সংশোধন কল্পে প্রধানমন্ত্রী পিটের ভারতশাসন আইন (Pitt's India Act 1784) প্রণীত হয়।

এই আইনানুসারে কাউন্সিলের চারিজন সদস্যস্থানে হইলেন ৩ জন। তাঁহাদের একজন থাকিবেন জঙ্গীলাট (কোম্পানীর সৈন্যাধ্যক্ষ); গভর্ণর জেনারেলকে এখন হইতে আর কাউন্সিলের সিদ্ধান্তে বাধ্য থাকিতে হইত না। আবশ্যকমত তিনি উহার সিদ্ধান্ত নাকচ করিয়া নিজের অভিমত মত কার্য্য করিতে পারিতেন।

একটী "বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল" (পর্য্যবেক্ষণ সমিতি) গঠিত হইল। ইহার ছয়জন মেম্বর ইংলণ্ডেশ্বর কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন।

সুতরাং ইহাতে কোম্পানীর হাতে প্রকৃতভাবে আর শাসন-কর্ত্তৃত্ব রহিল না। কার্য্যতঃ পার্লেমেণ্টের হাতেই শাসন হস্তান্তরিত হইল! গভর্ণর জেনারেলের আর একটী ক্ষমতা বাড়িল। অর্থনৈতিক, পররাষ্ট্র এবং যুদ্ধাদি ব্যাপারে বোম্বাই এবং মাদ্রাজের উপরও তিনি কর্ত্তৃত্ব পাইলেন।

অতঃপরে পরবর্ত্তী সংস্কার সম্বন্ধে বুঝিতে হইলে সনন্দপত্রগুলির উপর একটু লক্ষ্য করিতে হইবে। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন প্রথমে বাণিজ্য করিতে আসে, কুড়ি বৎসরের জন্য সনন্দ লইয়া আসে। পরে প্রত্যেক কুড়ি বৎসরে উহা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে স্থির হয়। ১৭৯৩, ১৮১৩, ১৮৩৩ ও ১৮৫৩তে সনন্দ পরিবর্ত্তিত হয়, তন্মধ্যে ১৮৩৩ সালের সনন্দটী বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহাতে দেওয়া আছে—

(১) বাঙ্গালার গভর্ণর জেনারেল ভারতের গভর্ণর জেনারেল হইলেন। তাঁহার ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি হইল। (২) তিনি বাংলাদেশের শাসনভারও গ্রহণ করিবেন।

(৩) প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের আইন প্রণয়ের ক্ষমতা রহিল না। ভারতীয় পরিষদে একজন আইন সচিব নিযুক্ত হইলেন। লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক প্রথম ভারতীয় গভর্ণর জেনারেল এবং লর্ড মেকলে প্রথম আইন-সচিব।

(৪) কোম্পানীর অধীনে কাজে নিযুক্ত হইতে জাতি, ধর্ম্ম বা বর্ণ অন্তরায় হইবে না।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দের আরও সর্ত্ত :—

আইন প্রণয়ণ সভা গঠন (Legislative Council of India)। ইহাতে ১২ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হয়।

(১) গভর্ণর জেনারেল

(২) ঐ কাউন্সিলের কার্য্যকরী পরিষদের ৪ জন সদস্য

(৩) প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ

(৪) সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি

(৫) উহার একজন সাধারণ বিচারপতি

(৬) বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট মনোনীত ৪ জন সরকারী কর্ম্মচারী।

প্রতিনিধি এই বারো জনই সরকারী কর্ম্মচারী। অতঃপরে বাংলার শাসনভার একজনলেপ্টেনাণ্ট গভর্ণরের উপর স্থাপিত হইল এবং ভারতীয়গণকে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রদান করা হয়।

ইহার পরের ঘটনা সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) রোমাঞ্চকর কাহিনী। পার্লেমেণ্ট এখন হইতে আর কোম্পানীর উপর কোন ভার না রাখিয়া নিজহস্তে ভারতের প্রকাশ্যে যাবতীয় শাসনভার গ্রহণ করিলেন। প্রথমে সেই ভারত শাসন সম্পর্কে একটী আইন প্রণয়ন করিলেন। (An Act for the better Government of India) আর স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর তারিখে ভারতশাসনভার নিজহস্তে লইবার সময় উক্ত আইন অনুযায়ী শাসন-

পদ্ধতি ঘোষণা করেন। মহারাণীর এই ঘোষণাপত্রই কুইনস্ প্রক্লামেশন বা ম্যাগনাচার্টা অব ইণ্ডিয়া নামে খ্যাত। আর তাহার প্রধান বিষয়ই এই—

(১) কোম্পানীর আমলে দেশীয় রাজাদের সহিত যে সমস্ত সন্ধি হয়, সেই সবই মানিয়া লওয়া হইবে। আর রাজ্যগ্রাসের নীতি (Annexation policy) পরিত্যক্ত হইবে।

(২) কোম্পানীর তদানীন্তন কর্ম্মচারিগণ সবই গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, যোগ্যতা থাকিলে জাতিধর্ম্মভেদে ভারতবাসীর কোনরূপ উচ্চ রাজকার্য্য প্রাপ্তিতে বাধা হইবে না।

শাসন ব্যাপারে ভারতীয় প্রজা বা অন্যান্য প্রজার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে না। সিপাহী বিদ্রোহের ব্রিটিশ প্রজার হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্যান্য বিদ্রোহীদিগকে শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইল।

পার্লামেণ্ট শাসনভার গ্রহণ করার পর গভর্ণর জেনারেল, ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হন। লর্ড ক্যানিং ভারতের প্রথম ভাইসরয়।

এই ম্যাগনাচার্টা সম্বন্ধে লর্ড কার্জ্জনই প্রথমে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বলেন, "আপনারা ইহার উপর অতো জোর দিবেন না। আমরা যতদূর পারিব, ততদূর ইহা করিব So far as it may be."

সিপাহী বিদ্রোহের এবং নীলকর আন্দোলনের (১৮৬০) পরে দেশ শান্ত হইলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের জন্য আরও শাসনমূলক সংস্কারই ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অ্যাক্টে India Council Act) এ বিধিবদ্ধ হয়।

১৮৫৩ সালের সনন্দ অনুসারে কেন্দ্রীয় পরিষদের ১২ জন সভ্যই ছিল সরকারী, কিন্তু বর্ত্তমান অ্যাক্ট অনুসারে হইবে—

(১) প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট যে ৪ জন মনোনীত সভ্য পাঠাইতেন,

তাহা এখন পারিবেন না, সুপ্রিম কোর্টের ২ জন বিচারপতিও সভ্য থাকিবেন না।

(২) গভর্ণর জেনারেলের কার্য্যকরী সভার সদস্যগণ ব্যবস্থাপক সভার সভ্য থাকিবেন। ইহা ছাড়া আরও ৬ হইতে ১২ জন অতিরিক্ত মনোনীত সভ্য থাকিবেন। ইহার অন্ততঃ অর্দ্ধেক বেসরকারী হইবেন এবং কার্য্যকাল ২ বৎসর হইতে ৫ বৎসর; বেসরকারীদেরও অধিকাংশ হইবেন ভারতবাসী। অতিরিক্ত সভ্যগণ কেবল আইন প্রণয়নে সাহায্য করিবেন, শাসন ব্যাপারে যোগদান করিতে পারিবেন না।

বিশেষ অবস্থার উদ্ভব হইলে গভর্ণর জেনারেল ব্যবস্থাপক সভার সহিত পরামর্শ না করিয়াও জরুরী আইন (Ordinance) প্রণয়ন করিতে পারিবেন, উহা ৬ মাস মাত্র বলবৎ থাকিবে।

পার্লামেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার আইন বাতিল করা বা নূতন আইন প্রবর্ত্তন করার ক্ষমতা থাকিবে।

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা রহিল। তবে আইন প্রণয়নেব পূর্ব্বে গভর্ণর জেনারেলের অনুমতি লইতে হইবে। এবং কতকগুলিতে অনুমোদনও আবশ্যক হইত। সর্ব্ব-ভারতীয় বিষয়ে উহা আইন করিতে পারিবে না।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের শাসন সংস্কারেও ভারতের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইল না। বেসরকারী সদস্য কয়েকজন থাকিলেও, সরকারী সদস্যের সংখ্যাই অধিক রহিয়া গেল।

বেসরকারী সদস্যগণ সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হওয়ায় জন-সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষিত হওয়ার সম্বন্ধে কোনরূপ সম্ভাবনা রহিল না।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা গভর্ণর জেনারেলকে আইন প্রণয়নের সম্বন্ধে উপদেশ দিতে মাত্র পারিতেন। কার্য্যতঃ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বিশেষ কিছু ছিল না।

ইহার পরে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিল অ্যাক্টই India Council Act of 1892 উল্লেখযোগ্য আইন সংস্কার। ইহার মধ্যে একটি পরিস্থিত হইল, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সংস্কারের জন্য জনমত প্রবল হয়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট অন্যতম সভ্য মিঃ ব্রাডল যে ভারতে আসিয়া জনমন আকর্ষণ করিয়া ছিলেন তাহাও অন্যতম কারণ।

১৮৯২ সনের কাউন্সিল অ্যাক্টে নিম্নলিখিত সংস্কার সাধিত হয়—

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া ১২ জন স্থানে ১৬ জন হইল। সদস্যগণ ইচ্ছা করিলে সরকারী কার্য্যের সমালোচনা করিতে পারিতেন এবং শাসনকার্য্য সম্বন্ধে প্রশ্নাদি করা অথবা কোন বিষয়ে প্রতিবাদ করা বা অনুসন্ধান করার ক্ষমতা লাভ করেন।

মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্যসংখ্যা বাড়ান হইল। বড় বড় সহরের বিশ্ববিদ্যালয় ও বণিক-সভা প্রভৃতি কর্তৃক সভ্যগণ নির্ব্বাচিত হইতে পারিতেন, কিন্তু সেই নির্ব্বাচন গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। এইসব অনুমোদিত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহাকেও প্রাদেশিক কাউন্সিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাইতে পারিতেন। আর মনোনীত বেসরকারী সভ্যগণ কর্তৃক প্রতি প্রদেশের একজন ভারতবাসী সংসদে যাইত। মোটের উপর কেন্দ্রীয় পরিষদে যাইবার জন্য নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। আর প্রাদেশিক সভ্যগণ কর্তৃক বজেট আলোচনাই হইত। কিন্তু সরকার যাহা নির্দ্ধারণ করিতেন, তাহাই হইত।

এই ১৮৯২ সালের আইনে (India Council Act of 1892) মূলতঃ নির্ব্বাচন প্রথার বিশেষ কিছুই উন্নতি হয় না—

এই এ্যাক্টই পরে লর্ড মিণ্টো ও মর্লি কর্তৃক ১৯০৯এর Actএ সংশোধিত হয় এবং পরে যথাক্রমে ১৯১৯ ও ১৯৩৫-এর গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্টে আরও সংশোধিত হইয়াছে। ইহাই মাত্র ভারত-বর্ষের রাজনৈতিক সংস্কার।

১৮৯১ সালের এই ইণ্ডিয়া বিলটি আলোচনার সময়ে লর্ড সভায় লর্ড নর্থব্রুক বলেন,—

"I regret very much that Government has not been enabled to introduce into this bill any system whatever by which a portion of the non-official members of legislatures could be chosen by some system of election or selection and not left entirely to a system of pure nomination.

Lord Ripon—"there should not only be introduced the system of election or selection in local legislatures but in Viceroy's Council also."

Lord Ripon, Earl of Kimberlay ও Lord Stanley এবং Commons সভায় Mr. Schwann এবং Mr. Gladstone বিলটী যাহাতে নির্ব্বাচন প্রথার উপরে স্থাপিত হয়, তজ্জন্য বিশেষ বক্তৃতা করেন। বিপক্ষে থাকেন লর্ড সেলিসব্যারী (তাঁহারা বলেন—you must not drift to an elective Government of India.) এবং কমন্স সভায় বিরোধিতা করেন মিঃ কার্জ্জন (পরে লর্ড কার্জ্জন ও ভারতের গবর্ণর জেনারেল) ও মিঃ ম্যাকলিন।

ফলতঃ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের কাউন্সিল এ্যাক্টে বিশেষ কিছুই লাভ হয় না। তবে আলোচনার সময় মিঃ ব্রাড্ল' ছিলেন না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ইতিপূর্ব্বেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার চেষ্টা সাফল্য লাভ না করিলেও কাউন্সিলের যৎকিঞ্চিৎ যে সংস্কার হয়, তাহাই ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের সংস্কার আইন। আর তাহার মূলেই ছিলেন ব্রাড্ল'।

এই সময়ে লণ্ডনস্থ দ্বিতীয় আন্দোলন হয় নৌরজী সাহেবের নির্ব্বাচন ব্যাপার লইয়া। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ১৮৮৬ সালে নৌরজী সাহেব Finsbury প্রদেশের Holborn হইতে নির্ব্বাচন প্রার্থী হইয়াছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এবার ১৮৮৮ সালেই তিনি আগামী ১৮৯২ সালের নির্ব্বাচনে প্রতি-যোগিতাক্ষেত্রে Central Finsbury হইতে দাঁড়াইবার জন্য প্রার্থী

হইবেন বলিয়া সঙ্কল্প করেন এবং ইহাতে প্রধান মন্ত্রী লর্ড সেলিসব্যারী তাঁহাকে 'কালাআদমী' বলিয়া উপেক্ষা করেন।

প্রধান মন্ত্রীর এই কথায় গ্লাডষ্টোনের দলের (Gladstonians) ভারী সুবিধা হইয়াছিল। গ্লাডষ্টোন সাহেব ইহাতে যে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহাও পুর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

আরও সুবিধা হয় J. Maclean এর অশিষ্ট কতকগুলি উক্তিতে, ইনি নির্ব্বাচন প্রার্থী হইয়াছিলেন Oldham কেন্দ্র হইতে এবং তখন ইণ্ডিয়ান Councils বিল উপস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া নির্ব্বাচন সংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বী গ্লাডষ্টোন ও সেলিসব্যারীর পক্ষ মধ্যে ভারতীয় প্রশ্ন কেন্দ্র করিয়া সংগ্রাম চলিতেছিল। ম্যাক্লিন্ তাঁহার এক বক্তৃতায় (ওল্ডহ্যামে) ভারতবাসীদের সংস্কার লাভ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বলেন—

"ভারতের লোকের আবার সংস্কার লাভে যোগ্যতা কোথায়? ইহারা তো গোলামের জাতি ভিন্ন আর কিছুই নয়।"

"Hindus are slaves and Mohomedans are none but indentured slaves; we have conquered India by the Sword and we shall keep it so by the Sword."

"তরবারি সহায়তায় আমরা ভারত অধিকার করিয়াছি এবং তরবারির সহায়তায়ই যে উহা রক্ষা করিতে হইবে তাহাও আমরা জানি।"

চারিদিক হইতে ম্যাক্লিনের বক্তৃতার তীব্র প্রতিবাদ হয় এবং অতঃপরে ইনি আবার Lees Conservative Clubএ বক্তৃতায় বলেন যে, বক্তৃতার সময় ইনি লর্ড মেকলেরই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে সমগ্র ভারতের ব্যবস্থাপক সভার সম্বন্ধে কাউন্সিল বিল উপস্থিত করা হয়, আর মেকলে বলেন কেবল বাঙ্গলা সম্বন্ধে। আর মেকলে আবার তুল্যভাবে সাহেবদের কার্য্যেরও তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন।

ম্যাক্লিনের উক্তির উত্তরে দাদাভাই নৌরজী National Liberal Club হইতে (১৬ মে ১৮৯২) প্রতিবাদ করিয়া লেখেন—

"Presons like Mr. Maclean misrepresent prayer of the Indians to have a fair proportion of elected members in the different Councils. I am sorry I must repeat that persons like Mr. Maclean by inciting race-antipathies, hatred and recriminations will be the most instrumental in weakening or destroying British power in India."

নৌরজী সাহেব সময়াভাবে ইহার বেশী উত্তর দিতে পারেন নাই। কিন্তু ভারতীয় ছাত্রগণ এরূপ জাতীয় অপমান নির্ব্বিকার ভাবে সহ্য করিলেন না। তাহারা অচিরে Oldhamএ একটী সভা করিয়া ম্যাকলিনের অভদ্রজনোচিত ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই সময়ে বাঙ্গালার চিত্তরঞ্জন দাশ সিভিলসার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কয়েক মাস পরেই পরীক্ষা। কিন্তু তাহা ভ্রুক্ষেপ না করিয়া জাতীয় মান রক্ষার জন্য ইনিই তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে প্রতিবাদকল্পে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রথমতঃ তিনি লণ্ডনস্থ ভারতীয়গণ ও ভারতহিতৈষী ব্রিটিশগণকে Exeterএ একত্র করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় বলিতে লাগিলেন—

"Gentlemen, I am sorry to find it given expression to in parliamentary speeches on more than one occasion that England conquered India by the sword, and by the sword must she keep it ! (shame). England, gentlemen, did no such thing, it was not her sword and bayonet that won for her this vast and glorious empire, it was not her military valour that achieved this triumph, it was in the main a moral victory or a moral triumph (cheers) England might well be proud of. But to attribute all this to the sword and then to argue that the policy of the sword is the only policy that ought to be pursued in India, is to my mind absolutely base and quite unworthy of an Englishman." (cheers)

"ভারত তরবারি বা বন্দুকের সহায়তায় অধিকৃত হয় নাই, নৈতিক

বলেই হইয়াছে। ভারতে তরবারি-নীতিই অনুসৃত হওয়া উচিত—এবম্বিধ উক্তি অত্যন্ত হেয় এবং ইংরাজের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য।”

অতঃপরে নানাদিক হইতে ইণ্ডিয়া কাউন্সিল বিল ও তদানীন্তন নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য চিত্তরঞ্জনের আহ্বান হইল। Oldhamএও হইতে লাগিল। এই Oldham-এর সভায় চিত্তরঞ্জন সংস্কার (Reform) সম্বন্ধে খুব একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

Oldham এর বক্তৃতায় ম্যাকলিনকে “An insect like him is not worth powder and short” এবং “A Darwin might easily take him for the missing link” বলিয়া তীব্র তিরস্কার করেন। ম্যাকলিনের অশিষ্টোক্তির প্রতিবাদে লিবারেলরা (উদারনৈতিক দল) এতই খুসী হন যে, অনবরত তাহাদের ধ্বনি শ্রুত হয়—“Horse-whip him,” “make a mincemeat of him.”

আমাদের ব্যবস্থাপক সভা যে প্রহসন মাত্র সে সম্বন্ধেও চিত্তরঞ্জন তখনই উক্ত সভায় বলেন—

“Our legislative Councils are only guilded shams, splendid lies, magnificent do-nothings (cheers). We have men in those councils who have no business to be there and others are studiously excluded without whom no legislature in any country can be perfect···We want Indians of the right sort, but His Excellency the Viceroy takes precious good care to nominate only men of a certain stamp, men either weak in intellect or persons in inclination—men entirely out of touch with the teeming millions of my countrymen and men whom you gentlemen in this country call aristocratic models.”

যখন তিনি বলেন “what we want is the real voice of the people to be heard in the legislature” সভায় বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

যৌবনকালের মনোভাবেই ভবিষ্যৎকালের রাজনীতিক্ষেত্রের ভারতের নায়ক চিত্তরঞ্জনকে প্রকৃষ্ট রকমে বুঝিতে পারা যায়।

এই সময় বক্তৃতা ও আন্দোলনের ফলে লর্ড স্যালিসবারির দলের অনেকেই পরাজিত হন। Oldham-এর ম্যাক্লিন হারিয়া যান এবং দাদাভাই নৌরজীও Central Finsbury হইতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে মাত্র তিন ভোটে পরাজিত করিয়া (২৯৫৯ : ২৯৫৬) নির্ব্বাচন সংগ্রামে জয়লাভ করেন। দাদাভাইর একটু সুবিধা হইয়াছিল যে আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী লিবারেল Ford নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে সরিয়া পড়েন। ইনি ছিলেন গ্লাডষ্টোনের দলের। বাকী ছিলেন একজন মাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী নাম Captain Pinton. এই পিণ্টন ছিলেন সেলিস্‌বারীর দলের।

নৌরজী সাহেব এই প্রথম পার্লামেণ্টের সভ্য হন। ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় কেহই সভ্য হইতে পারেন নাই। লালমোহন ঘোষ চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। একজন ভারতবাসী পার্লামেণ্টে বসিয়া ইংলণ্ডের এমন কি সমগ্র শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে ও আইন-কানুনে যোগদান করিবেন এবং সেই শাসনে তাহারও হাত থাকিবে, ইহা ভারতবাসীর পক্ষে শুভ ও আশাপ্রদ হইলেও, ইংরেজের গায়ে কাঁটা দিল। পক্ষান্তরে আবার Lord Reay (বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর ১৮৮৫), লর্ড রিপনের মত মহানুভব ব্যক্তি, ও মিঃ গ্লাডষ্টোনের ন্যায় সদাশয় নেতা এতই আনন্দিত হন যে, কৃতকার্য্যতার জন্য নৌরজী সাহেবকে অভিনন্দিত করিতে সর্ব্বাগ্রগণ্য হইলেন।

১৮৯২ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় এলাহাবাদে। নৌরজী সাহেবকেই সভাপতি করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হয়। কিন্তু তাঁহার এসময়ে ইংলণ্ড ত্যাগ একরকম অসম্ভবই হয়। কারণ পিণ্টন Captain Pinton ভোটের কাগজ আবার গুণিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিবার জন্য আবেদন করেন। সেই ফলাফলের অপেক্ষায় বাধ্য হইয়া নৌরজী

সাহেবকে ১৮৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ডেই থাকিতে হয়। তবে ১৮৯৩ সালে লাহোর অধিবেশনে তিনি আসিয়া আবার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অতএব, পাঠক, ১৮৮৯ সালের বোম্বাই কংগ্রেসের পরে কলিকাতায় ১৮৯০, নাগপুরে ১৮৯১ ও এলাহাবাদে ১৮৯২ সালে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তাহার কার্য্যাবলী একসঙ্গে পড়িতে পারেন। বিশেষতঃ এই সমস্ত জায়গায় নূতন করিয়া প্রস্তাবাদি গৃহীত হয় না। সকলে সতৃষ্ণভাবে India Councils Bill বিলের ও নৌরজী সাহেবের প্রতিযোগিতার ফলাফল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

কলিকাতার কংগ্রেস হয় টীভ্‌লী উদ্যানে (ল্যান্স ডাউন রোড্‌ ও সার্কুলার রোডের মোড়ে)। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তখন হাইকোর্ট হইতে জজিয়তির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত করিবার কথা হয়। কিন্তু তিনি অসুস্থতা নিবন্ধন অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। সেবারে ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদে বৃত হন। এই মনোমোহন ঘোষ মহাশয় অপরাজেয় ফৌজদারীর কৌঁসুলি ছিলেন। তিনি আসামীর পক্ষই সমর্থন করিতেন, এবং তাঁহার হাতে আসামী পড়িলে নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার উপরে সব ভার দিয়াই বসিয়া থাকিত। মুক্তি লাভই হইত অধিকাংশ ক্ষেত্রে। আর অবস্থা খারাপ হইলেও তিনি তাহার সেবাকার্য্য হইতে আসামীর অভিভাবককে কখনও বঞ্চিত করিতেন না।

মহাসমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্যার ফিরোজসা মেটা। কিন্তু সেবারে অসুস্থতা নিবন্ধন অনেক নেতাই উপস্থিত হইতে পারেন নাই। রাজেন্দ্রলাল ও উমেশচন্দ্র অসুস্থ ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ও বিলাত হইতে আসিয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন, কিন্তু পরে আসিয়া সংস্কার-বিষয়ক প্রস্তাবটী উপস্থিত করেন।

টীভলী গার্ডেনের অধিবেশনে বাঙ্গালার বাহিরের প্রতিনিধিগণকে

মিঃ টি, পালিত মহাশয়ের বালিগঞ্জ ২২নং, সারকুলার রোডের বাড়ী, স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের ১৭নং বাড়ী, টি, পালিতের ৩৬ নম্বর Old Ballygnnge Circular Road, জানকীনাথ রায় মহাশয়ের (পরে রাজা) ২০ নম্বর লাউডন ষ্ট্রীটের বাড়ী, জগন্নাথ ঘোষের ৩ নম্বর ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ী, কীর্ত্তি মিত্র মহাশয়ের মোহনবাগান হাউস প্রভৃতি ডেলিগেটদিগের থাকিবার জন্য দেওয়া হয়। প্রথমোক্ত দুইটি বাড়ীতে মুসলমান প্রতিনিধিবর্গকে রাখা হয়। প্যাণ্ডেলে প্রায় ৬০০০ ডেলিগেট ও দর্শকের সমাবেশ করিবার বন্দোবস্ত হয়, আর বাঙ্গালী ডেলিগেটকে তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে থাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে অনুরোধ করা হয়।

এবারে ডেলিগেটের সংখ্যা সাত শতের কিছু বেশী হয়। ইহার কারণ—পূর্ব্ব বৎসরের নিয়ম, যে হাজারের বেশী ডেলিগেট নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে না। এবার হাজারই নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। কিন্তু সকলে আসিতে পারেন নাই। তবে দর্শক সংখ্যা এত বেশী হইয়াছল যে ইহাতেই উৎসাহের সম্যক পরিচয় উপলব্ধি হয়।

১৮৯০ সালে কলিকাতায় কংগ্রেস বসিবার কয়েকদিন পূর্ব্বে ইংলিশম্যান, পাইওনিয়ার প্রভৃতি সংবাদপত্রে একখানি সরকারী বিজ্ঞাপন বাহির হয় যে, কোন সরকারী কর্ম্মচারী যেন দর্শক হিসাবেও কংগ্রেসে উপস্থিত না হন।* এমনকি, লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর, স্যার চার্ল্স ইলিয়ট্ এবং তাঁহার পার্শ্বচরবর্গকে অভ্যর্থনা সমিতি হইতে

*The Bengal Government, having learnt that tickets of admission to the visitors' enclosure in the Congress Pavilion have been sent to various Government officers residing in Calcutta, have issued a circular to all secretaries and heads of departments subordinate to it pointing out, that under orders of the Government of India the presence of Government officials even as visitors of such meeting is not advisable and that their taking part in the proceedings of any such meetings is absolutely prohibited.

কয়েকখানি Visitors' দর্শকের টিকেট পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ করিলে প্রত্যর্পিত টিকেটসহ নিম্নলিখিত উত্তর আসে—

Belvedere. 26th Dec. 1890.

Dear Sir,

In returning herewith the seven cards of admission to the visitors' enclosure of the Congress pavilion which were kindly sent by you to my address yesterday afternoon, I am directed to say that the Lieutenant Governor and the members of his household could not possibly avail themselves of these tickets, since the orders of the Government of India detinitely prohibit the presence of Government officials at such meetings.

Yours truly,
P. C. Lyon.

তখনকার ছোট লাট বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী এই পি, সি লায়ন মহাশয়কে ১৯০৫ সালের সার্কুলাদি ব্যাপারে আমরা আরও দেখিতে পাইব।

যাহা হউক, এই সার্কুলার ও পত্রের ব্যাপারে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় তুমুল আলোচনা হয়। জর্জ্জ ইউল "Some Dogberry clothed in little brief authority," "piece of gross insolence" প্রভৃতি ভাষায় খুবই রাগত ভাবে বলেন, "আমরা কি অস্পৃশ্য না রাজভক্তিতে কাহারও অপেক্ষা ন্যূন!"

"Any instructions, therefore, which carry on their face as these instructions, do in my judgement an insinuation that we are unworthy to be visited by Government officers, I resent as an insult and I retort that in all the qualities of manhood we we are as good as they."

এই সম্বন্ধে গভর্ণর জেনারেল লর্ড ল্যান্সডাউনকেও চিঠি লেখা হয়। উত্তরে তিনি বলেন যে, "ছোটলাট ঠিক মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। কংগ্রেস আন্দোলন খুবই বৈধ—"

"The Congress movement was perfectly legitimate in itself, that the Government of India recognise that the Congress

movement is regarded as representing in India what in Europe would be called the more advanced Liberal Party as distinguished from the great body of conservative opinion which exists side by side with it.

বড় লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী বলেন যে, Participation (যোগদান) কেবল গভর্ণমেণ্ট চাকুরিয়ারাই করিবেন না, কিন্তু যাঁহারা পেনসন পান তাঁহারা এই পর্য্যায় পড়েন না—

"In referenee to the specific question which you addressed to His Excellency I am to say that the orders apply only to those who are actually at the time being, Government servants but not apply to pensioners and others who have quitted the service of the Government for good."

একদিন কলিকাতা হইতেই বড়লাট লর্ড ডাফ্‌রিণ "microspic minority" কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন (১৮৮৭, নভেম্বর), আর আজ সভাপতি মহাশয় তাহার উত্তর দিয়া বলেন—

"We have survived the charge of being a microscopic minority, we have even managed to survive the grievous charge of being all Babus in disguise, we have survived redicule, abuse, misrepresentaion, we have survived the charge of sedition and disloyalty."

কলিকাতায় যখন কংগ্রেস হয়, তখন ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস বিলের দুই রিডিং হইয়া গিয়াছে। সুতরাং Bradlough যে ভাবে বিল উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার সমর্থন করিয়া একটি প্রস্তাব আনা হয়।

In 1890 the Congress supported the bill to commend the India Council Act of 1891 introduced by Charles Bradlough as calculated to secure substantial instalment of Reforms in the administration of India.

উহার প্রস্তাবক হন লালমোহন ঘোষ, সমর্থক আনন্দ চার্লু ও অনুমোদক পণ্ডিত. মদনমোহন মালবীয়া। পাটনার সারফুদ্দিন প্রভৃতি সকলেই পার্লামেণ্টে লর্ড সেলিসবারী ও লর্ড ক্রস যে যুক্তি দেন

তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। সৈয়দ সরফুদ্দিন একটি সুন্দর বক্তৃতায় বলেন—

"মুসলমানদের সংখ্যা অল্প, সংস্কার প্রবর্ত্তনে তাহাদের ক্ষতি হইবে, —এরূপ যুক্তির কোন মূল্যই নাই। এইতো পাটনা সহরে মিউনিপ্যালিটিতে ২০টি স্থান (seats) আছে, কিন্তু হিন্দুর সংখ্যাধিক্য সত্বেও সেখানে ত তাহারা মুসলমানকেই বেশী নির্ব্বাচিত করিয়া থাকেন। ২০জনের মধ্যে ১৩ জনই মুসলমান কমিশনার। বোম্বাই সহরে হিন্দুর সংখ্যা খুব বেশী, তথাপি সেখানে ৫ জন পার্শী, তিনজন ইউরোপীয়, ১জন হিন্দু ও দুই জন মুসলমান সভ্য। আমাদের দেশে সংখ্যাধিক্য বশতঃ কোন অসুবিধা হয় নাই, সংখ্যাধিক্যের কোন কথা ওঠাই উচিৎ নয়।"

বস্তুতঃ দেখিতেছি প্রথম হইতেই রাজপুরুষগণ কেবল সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যার অজুহাত প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু বিচক্ষণ ও দেশভক্ত মুসলমানগণ কখনও সেই সমস্ত কথায় প্রলোভিত হইতেন না। কিন্তু আজকাল অবস্থা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। এখন তাহারাও বলেন, আমরাও শুনি, তাই কংগ্রেসের সমবেত শক্তি আমরা ক্ষীণ করিয়া ফেলিতেছি;-তাই আজ সাম্প্রদায়িক সংগঠনের প্রাধান্য এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও মিঃ খাপর্ডে অন্যান্য কয়টি মামুলি প্রস্তাব আনেন। একটি প্রস্তাবে স্থিরীকৃত হয় যে, ১৮৯২ সালে ইংলণ্ডে কংগ্রেস-অধিবেশন হইবে। মিঃ কেইন্ লণ্ডনে পরবর্ত্তী কংগ্রেসর অধিবেশন আহ্বান করেন। তিনি বড় প্রাণস্পর্শী ভাষায় বলেন—

"It will be a great object lesson to the English people if we can gather together in the Exeter Hall or the Crystal Palace the Indian National Congress that men may bear for themselves and have reported verbatim in every newspaper in the land the reasonable, sensible, statesmanlike and truly patriotic speeches which are delivered here.

In the name of all your friends in England and I will go further and say in the name of the great English people I promise you that when you come you will receive such a wel-come as will make your hearts rejoice."

সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানের সময় ডাক্তার মিসেস কাদম্বিনী গাঙ্গুলী বি, এ, একটী বক্তৃতা দেন। কংগ্রেসে এই প্রথম মহিলা প্রতিনিধি বক্তৃতা প্রদান করেন।

কলিকাতায় এই দ্বিতীয় বার কংগ্রেস হয়। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত দেশবাসী কংগ্রেসের সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। 'বঙ্গবাসী' কাগজ তো কংগ্রেসকে 'কঙ্গরস'ই আখ্যা দিত। দেশের অধিকাংশ লোকের উপরে তখন 'বঙ্গবাসী'র খুবই প্রভাব, আর কংগ্রেসকে লোক যে অশ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিতে আরম্ভ করিল, ইহার অনেক কারণও ছিল ; কারণ অনেক নেতা তখন কেবল বক্তৃতাপ্রিয়, দেশ-বাসীকে ঠিক স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। অনেকে আবার আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যই কংগ্রেসে যোগদান করিতেন। ইত্যাদি কারণে বাঙ্গালাদেশে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের নিকট হইলেও, সাধারণের উপর কংগ্রেস কোনরূপই রেখাপাত করিতে পারে নাই।

এবারেও মুসলমানদের শিক্ষা সম্মেলন হয় এলাহাবাদে। আর সর্দ্দার মহম্মদ হায়েৎখাঁনই সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সৈয়দ আহমেদ সাহেবও মুসলমানদের শিক্ষা বৃদ্ধির জন্য বক্তৃতা দেন।

কিন্তু কলিকাতা কংগ্রেসের সময় ১৮৯০ সালে জনজাগরণে বাঙ্গলার নাট্যশালা বড় সহায়তা করে।

এবার (১৮৯০) কংগ্রেসের সময় "মহাপূজা" নাটিকা অভিনীত হয়। ইহাতে নাট্যকার গিরিশের গভীর দেশ-ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভারত সন্তানগণ যখন সমস্বরে গাহিতেন—

শিখ হৃদি উচ্চাকাঙ্ক্ষা, মাতৃমন্ত্রে লহ দীক্ষা।
ত্যজ স্বার্থ মাগি ভিক্ষা, রহ জননী সেবায়॥

তখন রঙ্গমঞ্চের বিদ্যুৎ সঞ্চার হইত। কংগ্রেসে এবার কোন সঙ্গীত হয় না, কিন্তু সে অভাব পূর্ণ করে বঙ্গীয় নাট্যশালা।

উক্ত নাটিকার এক স্থানে ভারত সন্তান বলিতেছেন—

"এ উৎসবের নিতান্ত প্রয়োজন। ইহার প্রথম উদ্দেশ্য—ভারতের ভ্রাতৃভাব; এ বিস্তীর্ণ ভারতভূমির নানা প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বর্ণের পরস্পর আলিঙ্গন; আমরা জাতিতে ভিন্ন পরস্পর ধর্ম্মে ভিন্ন, কর্ম্মে ভিন্ন, ভাষায় ভিন্ন—কিন্তু এক দেশবাসী ও এক রাজ্যেশ্বরীর প্রজা। রাজনৈতিক বিষয়ে আমরা এক জাতি, ভারতের স্বার্থের সহিত আমাদের স্বার্থ একীভূত—ভারতের ধনাগমে আমরা ধনী—ভারতের সম্মানে আমরা মানী, ভারতের উন্নতিতে আমরা উন্নত; একত্রে রাজনৈতিক আন্দোলনে আমরা রাজনৈতিক উন্নতি লাভ করিব—

"পাঞ্জাব, প্রয়াগ, অযোধ্যা, কনোজ, মহারাষ্ট্র, মাড়োয়ার
মান্দ্রাজ, বোম্বাই, আসাম, নাগপুর, উৎকল, বঙ্গ বিহার।
হিন্দু বা খৃষ্টান পার্শি মুসলমান একপ্রাণ আসি সবে
একতাবিহীন ভারত-সন্তান কেহ আর নাহি রবে।

উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও গিরিশচন্দ্র বলেন—

"এ সভার উদ্দেশ্য স্বার্থ-সাধন নয়—স্বার্থ বিসর্জ্জন।"

ভারত-সন্তান বলিতেছেন—

"ভারত-মাতার কার্য্যে কিঞ্চিৎ স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে দিন; শুনিয়াছি, মাতৃভূমির নিমিত্ত মহাপুরুষেরা সলিলের ন্যায় শোণিত দান করিয়াছেন। জন্মভূমি কি আমার এই ক্ষুদ্র দান গ্রহণ করিবেন না?"

লক্ষ্মী বলিতেছে—

কিন্তু এই দুঃখ মনে, ভারত-সন্তানগণে
কোনমতে শিখিল না আপন-নির্ভর,
শিল্পকার্য্যে নিয়োজিত করিল না কর।

এ দুঃখ কহিব কারে ? তব শ্বেতপুত্র-দ্বারে
পরিধেয় বস্ত্র তরে অধীন সকলে
শ্বেতপুত্র-শিল্পবলে গৃহে দীপ জ্বলে !

লবণের প্রয়োজন নিত্য জানে জনে জনে
তব পুত্র হ'তে তারা ক্রয় করি আনে,
শিল্পী নাহি হয় কেহ, শিল্প নীচ জ্ঞানে।

বৃটোনিয়া—

বল সতী, কি কারণে, ভারত সন্তানগণে
এতদিন শিল্প বিদ্যা কর নি প্রদান
চিরদিন শিল্প জান উন্নতি-সোপান।

সরস্বতী—

অনুমতি মম প্রতি কর নাই ভাগ্যবতী
রাজ্যোৎসাহে একমাত্র শিল্পের সহায়,
সে সাহায্য বিনা শিল্প সদা নিরুপায়।
ছিল শিল্প নানা মত, শ্বেত-শিল্প-তেজে হত,
নিরুৎসাহে শিল্পকার্য্য না করে গ্রহণ,
ভারত-সন্তানে দেহ আশ্বাস-বচন।

১৮৯০ সালের বড়দিনের সময় বিদেশাগত অসংখ্য লোক এবং চারিদিকের বাঙ্গালী মহাপূজার অভিনয়ে এত জাতীয়তার শিক্ষালাভ করিয়া গেলেন যে অতঃপরে কংগ্রেস আর অস্পৃশ্য বা হেয় বলিয়া কেহ ভাবিতে পারিলেন না। এখানকার সমস্ত সংবাদপত্রে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। হিন্দুপেটরিয়টও লিখিলেন—

"The Star Theatre is nightly drawing patriotic throngs to witness its grand national work entitled Mahapuja brought out specially in honour of the Congress, many delegates of which paid it a visit with ample satisfaction for their reward. Jan. 12. 1891.

কলিকাতা কংগ্রেসের পরে হিউম সাহেব বিলাতে চলিয়া যান। ১৮৯১ জানুয়ারী তিনি বিলাত গিয়াও কংগ্রেসের অধিবেশন যাহাতে

বিলাতে হয়, সেইজন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নানাকারণে লণ্ডনে কোন অধিবেশন হইতে পারে নাই। তাহার প্রধান কারণ লণ্ডনে ডিসেম্বর মাসে নির্ব্বাচন জনিত চাঞ্চল্য অতিমাত্রায় ছিল। তথাপি হিউম সাহেব তাহার ভারতীয় বন্ধুগণকে বিলাতে আসিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই আসিতে রাজী হন না। তাই হিউম সাহেব পদত্যাগ পত্র পাঠাইয়া লিখেন, 'যদি বিলাতে অধিবেশন না হয়, তবে উহা যেন মঞ্জুর হয়, এখন ভারতে কিছুদিন অধিবেশন বন্ধ থাকাই অভিপ্রেত।'

কিন্তু কিছুতেই যখন কিছু হইল না, তখন ভারতেই অধিবেশন স্থির হইবার কথা হয়। কিন্তু কে আহ্বান করিবে? অবশেষে নাগপুরই সেই সম্মান লাভ করিল।

নাগপুরের কাহারও বড় ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু একজন যুবক ব্যারিষ্টার C. V. Naidu এই বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী হইয়া উঠেন। তাঁহার পিতা নারায়ণ স্বামী নাগপুরের একজন প্রসিদ্ধ উকীল। পুত্রের আগ্রহে পিতা রাজী হইয়া উঠেন এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে রাজী হন। ভাগীরথ নামে একজন ভদ্রলোক সম্পাদক হন। সকলে চেষ্টা করিয়া নাগপুরের অধিবেশন খুবই সরস ও সফলতায় সম্পন্ন করিতে কৃতকার্য্য হন। হিউম সাহেবও ২০শে নভেম্বর ১৮৯১ আসিয়া নাগপুরে পৌঁছেন। তাঁহার উপস্থিতি ও আপ্রাণ চেষ্টা এবং নাইডু ও অন্যান্য স্থানীয় ব্যক্তির উৎসাহে কংগ্রেসের অধিবেশন খুবই জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হয়। হিউম সাহেব কার্য্যকালে আসিয়া উপস্থিত হইয়া যে উহার সফলতা সম্পাদনে পশ্চাদপদ হন নাই ইহাতেই বুঝা যায় যে তিনি কংগ্রেসকে কত ভালবাসিতেন আর তাঁহার "Father of the Congress" নামের সার্থকতা কখনও লুপ্ত হয় নাই।

অধিবেশন হয় লালবাগে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্থানে। পোষ্টা-ফিস ও টেলিগ্রাফ আফিসও খুব কাছে ছিল। ডেলিগেটদিগকে

থাকিবার স্থান দেওয়া হয়, কিন্তু ভোজনসম্বন্ধে সকলেই পৃথকভাবে মূল্য দিয়া খাইতেন। অভ্যর্থনা সমিতি আহার্য্য দ্রব্যাদি সবই তৈয়ারের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

নাগপুরে নূতন কোন প্রস্তাব হয় না, পুরাতন প্রস্তাবাদিই বিশেষ উৎসাহে বিবেচিত হয়।* তবে সকলেই "ব্রাড্‌ল' সাহেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং টি মাধব রাওয়ের মৃত্যুতে অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

শত্রুপক্ষ মনে করিয়াছিলেন "Mr. Hume journeyed from England to India to assist at its burial obsequies. কিন্তু তাঁহার উৎসাহ ও অনুরাগ দেখিয়া ব্যথিত মনে চলিয়া যান।

অষ্টম অধিবেশন হয় এলাহাবাদে (১৮৯২ সালে)। বড় আশা করিয়া পণ্ডিত অযোধ্যানাথ এখানে কংগ্রেস আহ্বান করেন। কিন্তু অধিবেশনের পূর্ব্বেই তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর নাথ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। আর অধিবেশনের সভাপতি হন বাঙ্গালার মিঃ ডাবলিউ, সি, বানার্জ্জি।

স্থান প্রাপ্তি সম্বন্ধে এবার আর কোন অসুবিধাই হয় না। ইতিপূর্ব্বেই Lowther Castle দ্বারভাঙ্গার মহারাজা স্যার লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর কিনিয়া লইয়াছিলেন। তিনি কংগ্রেসকে উহা ব্যবহার করিতে দেন (Lent but not leased)। মহারাজা বাহাদুরের এইরূপ বদান্যতা ও দেশভক্তি বস্তুতঃই আদর্শস্থানীয়।

বাঙ্গলার ছোটলাট স্যার চার্লস ইলিয়াট ১৮৯১ সালে Age of Consent Bill, সহবাস সম্মতি আইন এবং ১৮৯২ সালে Jury Administration নামে দুইটি বিল উপস্থিত করেন। এই দুইটি বিলেই বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত

* হিউম সাহেব আসিয়াই এক সার্কুলার চিঠি পাঠাইয়া দেন—

The present seventh session of the Congress is needed not to discuss new subjects but to put the seal on all that its predecessors have demonstrated and to complete the cycle.,,

পর্য্যন্ত তুমুল আন্দোলন উত্থিত হয়। ৩০ বৎসর চালাইবার পরে জুরী প্রথা উঠাইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না, তাই দেশের লোক ইহার প্রতিবাদে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন। এবং মাজিষ্ট্রেটও যাহাতে জুরীর সহায়তায় বিচার করেন তজ্জন্য চেষ্টা করেন।

এই সম্বন্ধে পাটনার শ্রেষ্ঠ উকীল গরীবের বন্ধু স্বনামধন্য অনারেবেল গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। জুরী প্রথা আমাদের প্রাচীন সভ্যতার অঙ্গীভূত, এইভাবে তিনি বিশেষ যুক্তি দেখাইয়া এলাহাবাদে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সমর্থন করেন বহরমপুরের বৈকুণ্ঠ নাথ সেন মহাশয়। একটি কমিশন গঠিত হয়, এবং ফলে জুরীর বিচার সম্বন্ধে পূর্ব্বের অধিকার প্রায় বজায় থাকে।

বাঙ্গালার স্বর্গীয় কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও কংগ্রেসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যোগদান করেন। ইতিপূর্ব্বে ইনি দেওয়ানী আদালতের জজ ছিলেন ও প্রশংসার সহিত অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে আত্মনিয়োগ করেন।

১৮৯০ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, আমরা তাহার পরে কংগ্রেসের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বড় বিশেষ কিছু শুনি নাই। ১৮৯১ সালে নাগপুরে এবং ১৮৯২ সালে এলাহাবাদের অধিবেশনের কথাও পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

১৮৯৩ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় লাহোরে। সেখানে সর্দার দয়াল সিংহ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। ইনি পাবলিক লাইব্রেরী, কলেজ, ট্রিবিউন প্রভৃতি বহু অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কংগ্রেসের প্রতি তাঁহার উৎসাহও খুব বেশী ছিল। ১৮৯২ সালে দাদাভাই নৌরজী লণ্ডন ছাড়িয়া আসিতে পারেন নাই। কিন্তু ১৮৯৩ সালে তিনিই সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ছাত্রগণ তাঁহাকে যথাসাধ্য সম্মান প্রদর্শন করেন। ঘোড়া খুলিয়া দিয়া

সভাপতির গাড়ী তাঁহারাই টানিয়া নিয়া গিয়াছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে এইরূপ ঘোড়া খুলিয়া দিয়া গাড়ী টানার দৃষ্টান্ত ইহাই প্রথম।

১৮৯৪ সালে কংগ্রেসের সম্মিলন হয় মান্দ্রাজে। আর এখানে পার্লামেণ্টের জনৈক আইরিস সভ্য মিঃ আলফ্রেড ওয়েব্ সভাপতি হন। মিঃ ডব্লিউ, সি ব্যানার্জ্জির মত্ ছিল না যে বিশেষ কারণ ব্যতীত কোন অ-ভারতীয়কে সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত করা হয়। তবে মিঃ ওয়েব ভাল বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

১৮৯৫ সালে সভাপতির সম্মান লাভ করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, আর অধিবেশন হয় পুণায়। কংগ্রেসের জন্মই একরকম পুণায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পুণায় কলেরার প্রকোপ বলিয়াই প্রথম বৎসরে যে বোম্বাই নগরীতে অধিবেশন হয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পুণার সর্ব্বজাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, সেখানে মুসলমান প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন নাই, তবে ভলাণ্টিয়ারগণ সুরেন্দ্রনাথের গাড়ীও নিজেরাই টানিয়া আনিয়াছিলেন। কংগ্রেসের সাফল্যের জন্য এখানে মহামতি তিলক বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৯৬ সালে কংগ্রেস হয় কলিকাতায় বিডন উদ্যানে। সভাপতি হন বোম্বাইএর জনৈক উকীল রহিমতুল্লা সিয়ানী। তাঁহার বক্তৃতা খুব দীর্ঘ হইয়াছিল কিন্তু মুসলমানদের কংগ্রেসে কেন যোগদান করা উচিত তাহার সতেরটি সারগর্ভ কারণ দেখাইয়াছিলেন। দীর্ঘ হইলেও তাঁহার বক্তৃতা খুব সরস ও যুক্তিপূর্ণ হইয়াছিল।

এই অধিবেশনেই প্রথম "বন্দেমাতরম" সঙ্গীতটি গীত হয় আর রবীন্দ্রনাথ শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া নিজে উহা গান করেন। একে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত, তারপরে উহার গায়ক সুধাকণ্ঠ রবীন্দ্রনাথ— সভায় বিদ্যুৎ সঞ্চার হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে অর্গান বাজান।

"অয়ি ভুবনমনমোহিনী সঙ্গীতটীও এইখানেই গীত হয়।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র অসুস্থতা-নিবন্ধন অপারগ হওয়ায় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ।

১৮৯৭ সালে কংগ্রেস হয় অমরাবতীতে (মধ্যপ্রদেশ) এবং সভাপতি হন স্যার শঙ্কর নায়ার। তিনি তখন উকীল ছিলেন, কিন্তু পরে মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজ্ হইয়াছিলেন।

কংগ্রেসের আর বিশেষ কিছু কর্ম্মক্ষমতা পরিলক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু এই সাত বৎসরে দুইটি রাজনৈতিক মোকদ্দমায় দেশের মধ্যে যেরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তজ্জন্য কতকটা দায়ী রাজপুরুষ-গণই। প্রথমটিতে বাঙ্গালা দেশের অন্তঃস্থল এবং দ্বিতীয়টিতে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্রদেশ বিকম্পিত হইয়া উঠে।

প্রথমটী 'বঙ্গবাসীর' মোকদ্দমা, দ্বিতীয়টি 'তিলকের মোকদ্দমা'। দুইটিই রাজনৈতিক মোকদ্দমা এবং উহার মীমাংসা দণ্ডবিধির আইন পর্য্যন্ত সংশোধিত করিয়া দেয়, কিন্তু প্রথমটির সত্বাধিকারী যোগেন্দ্র বসু মহাশয়, সমাজ সংস্কার-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন, আর প্রবন্ধটিতে তিনি সামাজিক বিষয় লইয়া আন্দোলন করিয়া-ছিলেন। সামাজিক বিষয় আলোচনা কংগ্রেসের মতবিরুদ্ধ ছিল। বিশেষতঃ যোগেন্দ্রবাবু ছিলেন কংগ্রেস-বিরোধী।

দ্বিতীয়টীর নায়ক ছিলেন তিলক স্বয়ং। তিনি কংগ্রেসের পক্ষ-পাতী ছিলেন এবং কংগ্রেসেও তাঁহার আন্দোলনে বিশেষ মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮৯০ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের পরে ব্যবস্থাপক সভায় Age of Consent Bill উপস্থিত হয়। এখানে একটু আইনের কথা আছে। দণ্ডবিধি আইনে 'বলাৎকার' (Rape) নামে একটি অপরাধ আছে। উহা ৩৭৫ ধারার অন্তর্গত। উহার দণ্ড ১২ বৎসর

কারাভোগ। এই অপরাধ হইয়া থাকে, অন্য স্ত্রীলোকের অনিচ্ছায় তাহার উপর জোরপূর্ব্বক অত্যাচার করায়। কিন্তু একটী নিয়ম আছে যে, নিজ স্ত্রীর সহিত সহবাসেও এই অপরাধ হয়, যদি সেই স্ত্রীর বয়স দশ বৎসরের কম হয়। এবং স্ত্রীর সম্মতি থাকিলেও এইরূপ ক্ষেত্রে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার সাজা দুই বৎসর (Act xiv of 1860)। এই 'দশ বৎসরের সম্মতি হাইকোর্টের প্রথম প্রধান-বিচারপতি স্যার বার্ণস পিককের মতানুসারে হয়। হিন্দুরা ইহাতে আপত্তি করেন নাই, কারণ দশ বৎসরের পূর্ব্বে কচিৎ গর্ভাধান সংস্কার হইত। এখন হরি মাইতি নাম্নী একটী বালিকা-বধূ সহবাস-জনিত অতিরিক্ত রক্তস্রাবে মারা যায়। ইহাতে দেশের কোন কোন উন্নত ভাবাপন্ন ব্যক্তি কলরব করিয়া উঠেন এবং ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের ল' মেম্বর A. Scobble সাহেব Age of Consent Bill (সহবাস সম্মতি আইন) উপস্থিত করেন। বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন উঠিয়া পড়িয়া লাগেন, 'ইণ্ডিয়ান মীরার' পত্রিকা এবং কতিপয় ব্রাহ্ম ভদ্রলোক এই বিল সমর্থন করেন।

এই বিল উত্থাপিত হওয়ামাত্র হিন্দু সমাজ কিন্তু ভয়ানক আলোড়িত হইয়া পড়ে। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, আন্দোলন ও সভা চলিতে লাগিল, এবং নবদ্বীপ, ভাটপাড়া ও বিক্রমপুরের পণ্ডিত সমাজ একবাক্যে বিরুদ্ধে মত দিতে লাগিল এবং সকলে বলিতে লাগিল—

"দোহাই মহারাণী, আমাদের ধর্ম্ম রক্ষা করুন।"

নেতৃবৃন্দের মধ্যেও W. C. Benerjee., যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বিলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার কলিকাতা ঘোড়দৌড়ের মাঠে একটি বিরাট সভায়,(যেহেতু Ochterlony মনুমেণ্টের পাদদেশে সভা করিবার অনুমতি পাওয়া যায় নাই) প্রায় দুই লক্ষাধিক লোক একত্রিত হইলেন এবং ১২টি বিভিন্ন স্থানে ১২টি বিভিন্ন সভা হইতে লাগিল। রেল-

গাড়ীতে ও বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক লোক অসিয়াছিলেন এবং এত অগণিত জনস্রোত দেখিয়া লোকে স্তম্ভিত হয়। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন উহার একটি সভায় ২৫ হাজার লোককে তাঁহার যুক্তিতে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখেন। সভার উত্তেজনায় সমস্ত বঙ্গদেশ বিকম্পিত হইয়াছিল। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। স্বাস্থ্যবিধির অজুহাতে আইন পাশ হইয়া গেল। অতঃপরে ১২ বৎসরের কম বয়স হইলে নিজ স্ত্রীর সম্মতি থাকিলেও তাহার সহিত সহবাস অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল।

এই সময় "বঙ্গবাসী" পত্রিকায় মন্তব্য বাহির হয় যে, (২৮শে মার্চ্চ, ১৬ই মে ও ৬ই জুন):—

"ম্লেচ্ছ রাজা আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে, আমাদের জাতি ধর্ম্ম যাইতে বসিয়াছে। আমাদের দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়াই বিধেয়। সম্প্রতি মণিপুরের মাম্‌লায়ই দেশে অশান্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন আর সভা করিয়া কি হইবে? দেশত্যাগই একমাত্র পথ।"

এই সমস্ত লেখার দরুণ বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ম্যানেজার ও মুদ্রাকর রাজদ্বারে অভিযুক্ত হন। ১৮৯১, সালের ১.ই আগষ্ট তারিখে তাঁহারা দায়রায় সোপর্দ্দ হন এবং সপ্তাহের মধ্যে বিচার আরম্ভ হয়।

হাইকোর্টের দায়রায় মোকর্দ্দমা হয় প্রধান বিচারপতি Sir Comer Pethrm-এর আদালতে। যদিচ বিষয়টি সামাজিক কিন্তু ইহার অপরাধ রাজনৈতিক। ইহার ধারা ১২৪ক রাজদ্রোহ আইন। শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার মিঃ জ্যাকসন ও হিল তাঁহাদিগকে সমর্থন করেন।

সওয়াল জবাবে মিঃ জ্যাকসন বলেন Pilgrim Father গণ ধর্ম্মরক্ষার জন্যই Pensylveniaয় চলিয়া গিয়াছিলেন। প্রবন্ধ লেখকও তাহাই বলেন। রাজভক্তির কোন অভাব নাই তবে ধর্ম্মমূলক কোন কার্য্যে বা সংস্কারে গভর্ণমেণ্ট হাত দেয় তাহা তাঁহার ইচ্ছা নয়। এক সময়ে এই হাইকোর্টেরই প্রধান বিচারপতির আসনে যে স্যার

রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় আরোহণ করিয়াছিলেন তিনিও এই বিল সম্বন্ধে কাউন্সিলে বলিতেছেন—

The Bill was an infringement of Hindu rights and privileges"

কিন্তু Sir Comer চার্জ্জ দিতে বলেন—disaffection অর্থ হইতেছে contrary to affection অর্থাৎ যাহাতে শ্রদ্ধা বা ভালবাসা উদ্রেক করে না। এরূপ হওয়ার অর্থই ঘৃণা, বিরক্তি বা তদনুরূপ ভাব পোষণ—feelings of dislike or hatred or something. অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের প্রতি সকলকেই শ্রদ্ধাবান বা ভালবাসায় পূর্ণ থাকিতে হইবে, অন্যথা তিনি দণ্ডনীয় হইবেন।

এই ধারার রাজনৈতিক মোকর্দ্দমায় এখন এই ভাষ্যই চলিতেছে। তবে কংগ্রেস এই সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিলেও জনমত ক্রমেই খুব মুখর ও প্রবল হইয়া উঠে।

মণিপুর মোকদ্দমা এ বৎসরের (১৮৯১) অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা তবে তাহাতে কংগ্রেসের সম্বন্ধ নাই বলিয়া উহা বর্ণনা করিতে বিরত হইলাম। তখন মুখে মুখে স্বাধীনচেতা টিকেন্দ্রজিতের বীরত্ব কাহিনী শুনিতাম, আমাদের বয়স তখন বারো বৎসর মাত্র।

অন্যতম স্মরণীয় ১৮৯৭ সালটীও আবার আরও দুর্ব্বৎসর। একদিকে মহারাণীর হীরক জুবিলী উপলক্ষে যেমন ভারতের সর্ব্বত্র আনন্দ, অন্যদিকে বিষাদ ও বিপদ চতুর্দ্দিকে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। সমগ্র ভারতে তখন অন্নাভাব ও দুর্ভিক্ষ করাল কালের ন্যায় মুখব্যাদান করিয়া নিরন্ন কঙ্কালসার নরনারীর প্রাণে ভীতি সঞ্চার করিতেছিল। তাহার উপরে বোম্বাই ও পূনাতে প্লেগের ভয়ানক প্রকোপ হইল। এই প্লেগ উপলক্ষে কর্ত্তৃপক্ষ প্লেগ ক্যাম্প ও segregation ক্যাম্প করিলেন এবং সন্দেহ হইলেই অন্যান্য ব্যক্তিগণকে রোগ মুক্তির জন্য এই সমস্ত ক্যাম্পে আনাইতে লাগিলেন। Mr W C. Rand তখন

পুনার প্লেগ্ কমিশনার এবং মিঃ Lewis তাঁহার সহকারী। পিউনিটিভ্ পুলিশও অধিবাসীদিগকে ত্রস্ত করিয়া তুলিল।

মিঃ তিলক তখন পুনার অন্যতম নেতা। তিনি একদিকে অগাধ পণ্ডিত, অন্যদিকে রাজনৈতিক ও জনহিতকর কার্য্যের অগ্রণী। এতদ্ব্যতীত ইংরাজী 'মারহাট্টা' ও মারহাট্টা ভাষায় লিখিত 'কেশরী' সংবাদ পত্র তিনি সম্পাদনা করিতেন। কেশরীর প্রভাব মারহাট্টা-বাসীর প্রতি ছিল তখন অসামান্য।

মিঃ তিলকও প্লেগ হস্পিটাল করিয়া গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে সহায়তা করেন। কিন্তু প্লেগ কমিশনারের কর্ত্তব্য এত কঠোরতার সহিত সম্পাদিত হইত যে, পুনার জনমণ্ডলী অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে। জনসাধারণের সেই অসন্তোষের ভাব কেশরী ও মারহাট্টায় আত্ম প্রকাশ করিত।

ইংরাজ চালিত Times of India, Times of London, Pioneer, Englishman প্রভৃতি সংবাদপত্রে তিলকের নিন্দাবাদ বাহির হইতে লাগিল। তিলক উত্তর করেন, 'গভর্ণমেণ্ট প্লেগ নিবারণের জন্য যে উদ্যম করিতেছেন, তাহা প্রশংসনীয় কিন্তু কঠোরতা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।' পুনার যে অত্যাচার হইতেছে তাহাতে বোম্বাই গভর্ণমেণ্টও ভীত হইয়াছেন, আর বোম্বাইতেও প্লেগ-দমন-নীতি এরূপ নির্দ্দয়ভাবে অনুষ্ঠিত হয় নাই।*

সমগ্র ভারতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলির অনুষ্ঠান হয় ২২শে জুন। বোম্বাইতে সে রাত্রিতে এক বীভৎস কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। গভীর রাত্রে যখন গভর্ণরের বাড়ী হইতে উক্ত র্যাণ্ড, লুইস ও সপত্নী লেফ্টেনাণ্ট আয়ারষ্ট প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, মিঃ র্যাণ্ডকে

* Plague measures were stringenly carried out. Unnecessary stringency of plague measures, not the writing in the native press, are responsible for the feelings of dissatisfaction.

A. B. Patrika, 6th July, 1897.

কে পেছন হইতে গুলী করে এবং লুইস ও আয়ারষ্টকেও গুলী করা হয়। র‍্যাণ্ড তৎক্ষণাতই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন এবং আয়ারষ্টও হাঁসপাতালে অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন। এই জঘণ্য হত্যাকাণ্ডে সমস্ত পুণা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। মিঃ ল্যাম্ব তখন পুনার কালেক্টর ছিলেন।

অনতিবিলম্বে তিলককে ধরা হইল ২১শে জুলাই। 'প্রতোদ' সম্পাদক ধৃত হইলেন, 'বৈভব' সম্পাদক বিশ্বনাথ কেলকার ধৃত হইলেন, এবং আরও গ্রেপ্তার হইলেন দুইভ্রাতা বলবন্ত রাও নাটু (বালা সাহেব), হরিপন্থ রামচন্দ্র রাও নাটু (তাতা সাহেব)—ইহারা দুইভাই Natu Brothers নামে অভিহিত হইতেন। ইঁহারা পুণার বিশিষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি এবং ১৮৯৯ পর্য্যন্ত অন্তরীণে আবদ্ধ (deported) ছিলেন—ইঁহারা শেষে ছিলেন বেলগাঁওতে।

ধৃত হইয়া তিলক স্থানান্তরিত হইলেন বোম্বাইতে। জষ্টীস্ পিয়ারসন ও রাণাডে তাঁহার জামিন প্রদান অগ্রাহ্য করিলেন। পরে জষ্টিস বদরুদ্দিন তায়েবজী ৩০ হাজার টাকার জামিন দেন।

এখন তিলক কেন ধৃত হইলেন এই বিষয়ে পাঠক জিজ্ঞাসু হইতে পারেন। পুনাতে প্রতিবৎসর শিবাজী ও গণপতি উৎসব অনুষ্টিত হইত। ঐ বৎসরেও ১৫ই জুন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় তিলক শিবাজীর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে উঠিয়া "আফজল খাঁর হত্যা সম্বন্ধে বলেন, ঐ হত্যা—দুষ্কৃত বিনাশের জন্য হত্যা—সুতরাং গীতানুমোদিত। স্বরাজ্য ও স্বাতন্ত্র্য আমাদিগকে পাইতেই হইবে।"

কর্ত্তৃপক্ষ মনে করে যে, তিলকের এই কথায় কোন দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তি উত্তেজিত হইয়া র‍্যাণ্ড ও আয়ারষ্টকে হত্যা করিয়াছে। সুতরাং তিলক দণ্ডার্হ। মোকদ্দমার শুনানীর পূর্ব্বেই ইংরাজচালিত সংবাদ-পত্র তিলককে নানারূপ অকথ্য কটুক্তি করে।

বোম্বাই দায়রা আদালতে তিলকের বিচার হয়। জুরীদের মধ্যে ৫ জন হ'ন ইউরোপীয়, ৩ জন দেশীয় ও একজন ইহুদী। তিলকের

পক্ষ সমর্থন করেন কলিকাতার বিখ্যাত কৌসুলি মিঃ পিউ ও মিঃ ডাভার (পরে হাইকোর্টের জজ)।

পিউ বলেন, অন্যান্য বৎসরও শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এরূপ অনুষ্ঠান Scotland-এর Wallace Movement-এর অনুরূপ। বর্ত্তমান আইনটী এত সামান্য অপরাধ সম্বন্ধে রচিত হয় নাই। ইহাতে কোন বিদ্রোহ সৃষ্টি করা হয় নাই। ম্লেচ্ছ বলিতে তিনি শিবাজীর সময়ের মুসলমানকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

বিচারপতি ছিলেন মিঃ জষ্টিস্ ষ্ট্রেচী—তিনি আইন বুঝাইতে গিয়া বঙ্গবাসী মামলার বিচারপতি স্যার Comer Pethram-এরও উপরে চলিয়া যান। তিনি বলেন—disaffection অর্থ—want of affection, ভালবাসার অভাবই দণ্ডনীয় এবং ইহাতেই বিদ্বেষ (dislike or hatred) আসে, আর তাহাতেই hostility or ill will of any sort small, intense or mild আসে। অর্থাৎ ভালবাসার অভাবেই বিদ্বেষ, বিদ্বেষই শত্রুতা (তাহা সামান্যই হউক, বিষমই হউক) আর তাহাই রাজদ্রোহ। আর ঐরূপ মনোভাব (feeling) থাকিলেই অপরাধের পক্ষে যথেষ্ট, কোন কার্য্য অনুষ্ঠানের আবশ্যক নাই।

Sir Comer Pethram-এর মন্তব্য অবলম্বন করিয়াই জষ্টিস্ Strachy আইনের ব্যাখ্যা আরও প্রসারিত করিয়াছেন। তবে বঙ্গবাসী মোকদ্দমার কথাগুলি অধিকতর অসংযত থাকা সত্ত্বেও সকল জুরী একমত না হওয়ায় Sir Comer আসামীকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করেন নাই, এমন কি যাহাতে মোকদ্দমার অবসান হয় সেরূপ ইঙ্গিতও দিয়াছিলেন, কিন্তু Mr. Justice Strachy ৬ জন জুরি মারহাট্টা ভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও তাহা করেন নাই।

ঐ দুইটি মন্তব্যের উপর ভিত্তি করিয়া দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ ক ধারায় পূর্ব্বে যাহা ছিল, তদুপরি নিম্নলিখিত কথা বাড়াইয়া দেওয়া হইল :—

Whoever brings or attempts to bring into hatred or contempt His Majesty or the Government is guilty.

Disaffection includes disloyalty and all feelingss of enmity—vide Act 4 ot 1898

এই ভাবে আইন এখন সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং এখন রাজদ্রোহ মোকদ্দমা sedition case হইলে অব্যাহতি পাওয়া দুষ্কর। আগে আইন ছিল স্বল্পায়তন,—কিন্তু মোকদ্দমা হইত না। বঙ্গবাসীর মোকদ্দমাই প্রথম। এখন আইন বর্দ্ধিত হইয়াছে এমন ভাবে যে, মোকদ্দমা হইলেই আসামীর এডভোকেটকে বড় জয়লাভ করিতে হয় না। এই ছয়জন বিদেশী জুরীই তিলককে দোষী বলেন এবং তিনজন বলেন নির্দ্দোষী। তাঁহাকে দেড় বৎসর দণ্ড দেওয়া হয় এবং জেলে তাঁহার প্রতি সাধারণ কয়েদীর ন্যায় ব্যবহার করা হয়।

এই মোকদ্দমায় তিলকের জেল হইল বটে, কিন্তু তাঁহার আসন মারহাট্টাবাসী কেন সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়ে স্থাপিত হইল। তিলকের মোকদ্দমা জাতীয়তার ইতিহাসে একটা প্রধান স্মরণীয় ঘটনা।

বাঙ্গালা দেশেও তিলকের বন্ধনদশায় গভীর বিক্ষোভ সঞ্চার হয়। বাঙ্গালী তিলকের মোকদ্দমায় সহায়তা করিতে অগ্রসর হয়। তাহারা অনেক টাকা উঠাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই সহায়তায় অমৃতবাজার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ, মাননীয় ভুপেন্দ্র নাথ বসু ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত যোগদান করেন এবং ব্যারিষ্টার ঠিক করিয়া দেন। আপিলের জন্যও ১২০০ টাকা সংগৃহীত হয় এবং তাহাতে মিঃ টি, পালিত, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুপ্রসাদ সেন, মতিলাল ঘোষ, হীরেন্দ্র নাথ দত্ত প্রভৃতি কমিটির সভ্য ছিলেন। তিলকের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন এবং আইনের নূতন সংশোধন বাতিলকরণ উভয়ই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল।

কলিকাতার টাউনহলে সভা হইয়াছিল এবং প্রিভি কাউন্সিলে

Lord Chancellor, Lord Hobhouse ও Sir Richard Couch প্রভৃতির কাছে তিলকের পক্ষ সমর্থন করেন Mr. Asquith ও Mr. W. C. Bonerjee, অপর দিকে দাঁড়ান Mr. Brown। লর্ড Chancellor আদেশ করিলেন যে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করিবার জন্য special leave মঞ্জুর হইতে পারে না। সুতরাং ফলে মিঃ জষ্টিস ষ্ট্রেচীর ব্যাখ্যাই বলবৎ রহিয়া গেল। (১৮৯৭ ডিসেম্বর)।

গভর্ণমেন্ট Sir Comer Pethram ও মিঃ জষ্টিস ষ্ট্রেচীর উক্তিতেও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না! যদিচ প্রিভিকাউন্সিল আপিল করিবার অনুমতি দেন নাই, কিন্তু প্রত্যেক মোকদ্দমার আবার ভিন্ন ২ ব্যাখ্যা হইল! তাই ১৮৯৮ সালের গোড়ায়ই ভাইসরয় লর্ড এলগিন কাউন্সিল এর সহায়তায় পিনেল কোডের ধারাটি পূর্ব্বোক্ত ভাবে সংশোধন করাইয়া লইলেন।

এই সময় বঙ্গভূমির বক্ষ দিয়া আর একটি প্রবাহ প্রবাহিত হয়।* ১২ই জুন. শনিবার, ১৮৯৭ বঙ্গদেশ ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। বহুলোকের সর্ব্বনাশ হয়, অনেকে ফকির হয়।

এই সময় নাটোরে প্রাদেশিক সম্মিলন হইতেছিল। পূর্ব্বে কলিকাতায়ই এই সম্মিলন হইত কিন্তু ১৮৯৫ হইতে মফঃস্বলে এইরূপ সম্মিলন হইতে আরম্ভ হয়। প্রথমটী হয় বহরমপুরে, সভাপতি হন আনন্দ মোহন বসু, দ্বিতীয়টী হয় কৃষ্ণনগরে স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে আর তৃতীয়টী এবার হইতেছিল নাটোরে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে। আর তাঁহার অভিভাষণ বাঙ্গলায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১০ই হইতে কনফারেন্স আরম্ভ হয়। তৃতীয় দিন অধিবেশনের সময় প্রায় ৬।৭ মিনিট কম্পন চলে এবং নাটোর রাজাদের বিস্তর ক্ষতি হয়। স্যার উমেশচন্দ্র

* ১৮৯৭ সাল বাঙ্গালার পক্ষেও বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরে মহারাণীর হীরক জুবিলী, এই বৎসরই দেশগৌরব সুভাসচন্দ্রের জন্ম এবং এই বৎসরই বাঙ্গালার ভূমিকম্প।

বন্দ্যোপাধ্যায় সকল প্রতিনিধিগণকে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে বলেন এবং অবস্থা দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া যান।

যাহা হউক, এই সমস্ত হৃদয়বিদারক ঘটনার মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিয়া ভারতীয়গণ এবার ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে অমরাবতীতে কংগ্রেসে আসিয়া সম্মিলিত হইলেন। নেতৃবৃন্দ পুণার ঘটনার ঘটনায় এত বিচলিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের অভিভাষণ অনুধাবন করিলেই ঘটনার গুরুত্ব যথেষ্ট উপলব্ধি হইবে। সভাপতি শঙ্কর নায়ার অতি প্রাঞ্জল ভাষায় পুণার দুরবস্থার কথা বলেন*—

*"The measures the Government had to take for the suppression of Plague in Poona are said to have interfered with the domestic habits of Hindus and Mohamedans. Soldiers were employed to enforce those Government measures who were rightly or wrongly, generally believed to have insulted women and defiled places of worship. The result was prostration of the people. A feeling of helplessness came over them. In Western countries the result would have been lawlessness. In Poona many contented themselves abandoing their homes. Some resigned themselves to sullen apathy and despair. There were a few who protested and one was Dr. Natu a leading Pooa Sirdar.

"The inspections of houses by soldiers seems to have been carried out without notice by forcing open very often unnecess. ary when there were other means of entrance the locks of the shops and houses when the owners were absent and absolutely no attempt was made to protect the properties of the houses. No notice was taken on complaints concerning them. A Hindu lady was assualted by a soldier and Mr. Natu reported the matter to the authorities producing witnesses. No notice was vouchsafed, the soldiers were refractory and complaint against them was obstruction. When a men fell ill many neighbouring family were taken to segregation camp and left there without covering to protect their body or any furniture

"দেশের দুরবস্থার অন্ত ছিল না। এ দেশের লোকের স্বাভাবিক অবস্থাই দারিদ্র্য, উহা আজ চরম সীমায় উঠিয়া দুর্ভিক্ষে পরিণতি লাভ করিয়াছে। তাহার পর বোম্বাই-এ মহামারীর আবির্ভাব। প্লেগ দমনের জন্য সরকার যে উপায় অবলম্বন করেন তাহা লোকের ভয় হওয়া স্বাভাবিক। সত্য হউক আর নাই হউক, লোকের মনে বিশ্বাস জন্মে যে, যেসব সৈনিক প্লেগ দমন কার্যো নিযুক্ত হইয়াছিল তাহারা মহিলাদিগকে অপমানিত ও দেবস্থান কলুষিত করিয়াছিল; তাই লোক নিরাশ হইয়া পড়ে। প্রতীচীতে এ অবস্থায় আইন ভঙ্গ ও দাঙ্গা হাঙ্গামা হইত। যাহারা এই সব ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন সর্দার নাটু তাঁহাদের অন্যতম। বিলাতে তাহার যে অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সত্য হইলে ব্যাপার ভীষণই হইয়াছিল। সৈনিকেরা নাকি গৃহস্থের অনুপস্থিতিতে অকারণে দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে

property at home including horses cows and sheeps being left unprotected. A man was unnecessarily taken to hospital and sent back as not beeing affected by plague to find his furniture destroyed and his poor wife and relatives forcibly removed and detained in segregation camp. Temples were defiled by soldiers and his own own temple was entered by them on account, Natu believes, of his impertinence in making a complaint.

Insult was the reward for the services of volunteers and their suggestions were treated with contumacy. You all know how sensitive our Mohamedan fellow subjects are about the privacy of their women. And when Mr. Natu suggested that the services of Mohamedan volunteers should be availed of to search the Mohamedan quarter he was told that the conduct was improper and his services voluntarily rendered were dispensed with.

Natu brought all these to the notice of authorities' The Marhatta complained, "Plague is more merciful to us than its human prototypes now reigning in the city······the tyranny of the Plague Committee and its chosen instruments is yet too rude to allow respectable people to breathe at ease,

প্রবেশ করিত। ধনসম্পত্তি নিরাপদ ছিল না। অভিযোগ করিলে ফল হইত না। একজন সৈনিক নাকি একজন হিন্দুমহিলাকে প্রহার করে। নাটু সাক্ষী হইয়া সে কথা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিলেও কেহ সে কথায় কর্ণপাত করে নাই। বরং কেহ অভিযোগ উপস্থিত করিলে মনে করা হইত তিনি কার্য্যে বাধাপ্রদান করিতেছেন। নাটু অভিযোগ উপস্থিত করাতেই বোধ হয় তাহার মন্দির কলুষিত করা হইয়াছে। নাটু সে সব কথা রাজকর্ম্মচারীদিগকে জানান। ডেইলী সংবাদপত্রে এই সব কথা আলোচনা করা হয় এবং মারহাট্টা লিখেন, "যাহারা সহরে প্রভুত্ব করিতেছে, তাহাদের তুলনায় প্লেগ ভাল।"

দেখিতে দেখিতে আমরা ১৮৯৭ সালের কংগ্রেসের অধিবেশনও ছাড়িয়া আসিলাম। যদিচ প্রথম দশ বৎসরের ইতিহাসে কংগ্রেস ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছিল বটে, এবং স্বায়ত্বশাসন প্রভৃতি কয়েকটি মামুলী প্রস্তাব ব্যতীত অপর বিশেষ কোন কাজ হয় নাই সত্য, কিন্তু এ কথা সুনিশ্চিত যে, কংগ্রেসের শক্তি ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছিল। আর কংগ্রেসের এই ত্রয়োদশ বৎসরে (১৮৯৭ সালে) পীড়ন-নীতি যতই প্রবলভাবে অনুসৃত হইতে থাকে, কংগ্রেসের সংহতি-শক্তিও ততই বৃদ্ধি পায়। বস্তুতঃ পূর্ব্বে যে ইংরাজ ভারতবাসীগণকে খুবই বিশ্বাস করিত, ক্রমে সেই বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসে এবং ক্রমে উহা সন্দেহে পরিণত হয়। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। বিশ্বাসী 'কৃতদাস' যদি কখনও বুঝিতে পারে যে বস্তুতঃ সে ভৃত্য নয়, তাহারও আত্মমর্য্যাদা আছে, তাহার অধিকার হইতে সে বঞ্চিত, তবে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে যদি সে চায়, তাহা হইলে প্রভুর মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হইবার এবং আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিবার কথাই বটে। এইখানেও সেই অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইল। ইংরাজের সহিত ভারতবাসীর পরস্পর সৌজন্য ও ব্যবহারে এইখানেই আঘাত লাগিল। পূর্ব্বে ইংরাজ ভারতবাসীকে বিশ্বাসী ভৃত্যের ন্যায় জ্ঞান করিত, কিন্তু এখন তাহা করিতে পারিল না।

১৮৯৪ সালে লর্ড ল্যান্‌সডাউন স্বদেশ চলিয়া গেলেন এবং লর্ড এলগিন আসিয়া তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন। তিনি ১৮৯৮ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভারতের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সময়েই [illegible] এই আত্মমর্য্যাদা ক্রমেই আঘাত পাইতে পাইতে মাথা চাঁড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। ইনি লোক হিসাবে যে সঙ্কীর্ণমনা ছিলেন তাহা নয় বটে, কিন্তু ইনি বড় দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন। ইনি একেবারে আমলাতন্ত্রের ক্রীড়নক হইয়া পড়েন। দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ করালবদনা রাক্ষসীর মত ভারতবাসীকে গ্রাস করিতে যখন উদ্যত, ইংরাজ কর্ম্মচারীর অনাচারও তখন বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিল। ইংরাজ যেমন ভারতবাসীর প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছিল, ভারতবাসীও মনে করিল সেই কল্যাণকর ইংরাজশাসন অন্তর্হিত হইয়া পীড়ন ও পক্ষপাতদুষ্টির প্রবেশ পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। এই ভাব-বিপ্লব ভারতবাসীর পক্ষেও যেমন ক্ষতি কর ইংরাজেরও কম ক্ষতিকারক হয় নাই।

পূর্ব্বকথিত প্লেগ সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত দাঙ্গাহাঙ্গামা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষ এতই রুষ্ট হইয়া পড়েন যে, অচিরে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এবং বক্তৃতার স্বচ্ছন্দতা অনেকাংশে অপসারিত হয়। রাজদ্রোহ আইনের তীব্রতার কথা আমরা তিলকের মোকদ্দমা রচনা কালে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তখন লণ্ডনে ছিলেন। ২০শে জুলাই (১৮৯৮) লণ্ডনের এক সভায় তিনি এই sedition আইনের উল্লেখে স্পষ্টই বলেন যে, গত দুই বৎসরে ইংরাজ শাসনের প্রতি ভারতীয়গণের পূর্ব্ব বিশ্বাস যেরূপ শিথিল হইয়াছে, গত দেড়শত বৎসরের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে বোধ হয় তাহা কখনও হয় নাই—

It is with deep regret that I have to say that I can hardly remember any time—my memory goes back to the time of the mutiny—when the confidence of the people of India in the justice and fair play of English rulers was so much shaken as it has been within the last two years.

বস্তুতঃ যে আইনের বিচার পূর্ব্বে জজ ও জুরীর আদালত ব্যতীত অন্য কোথাও হইত না, আর আজ তাহা এই আইন অনুসারে পুলিশের কর্ত্তা ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে জুরীর সহায়তা ভিন্নই হইতে পারে! এই রাজদ্রোহ আইন সম্বন্ধে পরবর্ত্তী কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট আরও তার স্বরে বলেন যে, স্বাধীন অভিমত প্রকাশ বন্ধ করিলেই বরং গুরুতর রাজদ্রোহ হইয়া থাকে—

"There was no better way of creating sedition than by suppressing free discussion, newspapers and meetings."

দ্বিতীয়তঃ, অন্তরীণে আবদ্ধ নাটু ভ্রাতৃদ্বয়কে ১৮ মাস বিনা বিচারে আবদ্ধ রাখিয়াও মুক্তিদান করা হয় নাই। তাহাদিগের মুক্তি না দেওয়ার কারণ নাকি উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে জেলে রাখিয়া একটি ষড়যন্ত্রের আবিষ্কার করা হইবে! ইংলণ্ডে Pigott case-এও এইরূপ হইয়াছিল। ইহাতেও লোকের অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়।

কেবল যে আইনের কঠোরতা বর্দ্ধিত করিয়াই ভারতবাসীর প্রাণে বিষম আঘাত করা হইয়াছে তাহা নয়, শিক্ষা বিভাগেও ঘোরতর বৈষম্য প্রদর্শিত হয়। ১৮৫৮ সালে মহারাণীর ঘোষণায় ব্যক্ত করা হয় যে, ভারতবাসীগণ ইউরোপীয়দের সহিত সমভাবে চাকুরীতে অধিকার লাভ করিবেন। বস্তুতঃ ১৮৫৮ হইতে এই চাকুরীতে এই Open door policy-ই সংরক্ষিত হয়। কিন্তু ইহার দশ বৎসর মধ্যেই এই ভাবের একটু পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদ ভারতীয়গণকে প্রদত্ত করা হইত বটে, কিন্তু তাহাদের বেতন শ্বেতাঙ্গগণের সমান হইত না—এক তৃতীয়াংশ কম হইত। কিন্তু ১৮৯৬ সালে নভেম্বর মাসে যে "Reorganisation of Higher Educational Services of the couutry হয়, তাহাতে ভারতীয়গণের বেতন তো অর্দ্ধেক হ্রাস হইলই, তদুপরি উচ্চ চাকুরী লাভে তাহারা বঞ্চিত হইল। এবং Indian Educational Service-এ প্রবেশাধিকার খুব কম ভারতবাসীর ভাগ্যেই জুটিত।

এই বৈষম্যে শিক্ষিত ভারতীয়গণের মধ্যে অশান্তির বীজ রোপিত হইল। তাঁহাদের ক্ষোভের কারণ এই যে, শিক্ষা দীক্ষায় কোন অংশে ন্যূন না হইয়াও, বিলাতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভে সমর্থ হইয়াও, কেন তাঁহারা অনুরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইবেন? এই পক্ষপাতিত্ব বর্ণ ও জাতিমূলক মনে করিয়াই তাঁহারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন।

আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এই পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শিত হয় ১৮৯৭ সন হইতে, যে বৎসরে ভারতীয়গণ মহারাণীর শাসনের হীরক জুবিলী-তে যোগদান করিয়া আপনাদিগকে ভাগ্যবান মনে করিয়াছিল।

কেবল যে উচ্চ চাকুরীতেই পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শিত হয় তাহা নয়, কেরাণীগিরি চাকুরী এবং রেলওয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারেও ইউরোপীয়ান-দেরই নিয়োগ অধিক মাত্রায় বর্দ্ধিত হয় এবং ইহাদের উদ্ধত ও অশিষ্ট ব্যবহারে জনসাধারণ অতিমাত্রায় অসম্মানিত হইতে থাকায় অসন্তো-ষের কারণ ক্রমেই বাড়িয়া যায়।

ঠিক এই জুবিলীর বৎসরেই বঙ্গদেশ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের ভারতীয়গণের রুড়কী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশের অধিকার লোপ করা হয়। Natives of pure Asiatic descent whose parents or guardians are domiciled in Bengal, Madras and Bombay are excluded প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হইল খাঁটী ভারতীর ছাত্রগণের জন্য, কিন্তু সংমিশ্রিত শোণিত সম্ভূত অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের জন্য কখনও রুদ্ধ হয় নাই। এইজন্যই ডাক্তার অ্যানি বেসান্ত শঙ্কর জাতির প্রতি ভারত-গবর্ণমেণ্টের অনুকম্পায় রহস্যের অবতারণা করিতে বিস্মিত হন নাই—

"It is quaisant to notice Asiatics of impurer descent were not excluded. To give privileges to illegitimacy is peculiar to the Government of India !"

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত বাসীর প্রতি ব্যবহারও বড়ই বৈষম্যময় হইয়া উঠিয়াছিল। মিঃ মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী সেখানে ব্যারিষ্টারী করিতেন কিন্তু ভারতীয়দের প্রতি কৃতদাসের অপেক্ষাও অধিকতর

হেয় ও ঘৃণ্য আচরণে ব্যথিত হইয়া তিনি ঘোরতর প্রতিবাদ করেন এবং ঐ নীতির উচ্ছেদকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন। তাহাদের প্রতি যে কিরূপ অমানুষিক অনাচার প্রদর্শিত হইত, পাঠক নিম্নের কয়েকটী ব্যাপারেই তাহা বুঝিতে পারিবেন—

(১) ১৮৯৪ সালে ন্যাটালে (Natalএ) ভারতীয় অধিবাসীগণ ভোটাধিকারে চ্যুত হয়।

(২) ১৮৯৭ সালে একটি নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় যে, হয় তাহারা জিজিয়ার মত একটি Poll Tax দিবে, নয়তো চিরকাল অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিতে হইবে।

(৩) আইনের নিগড় তাহাদের উপরেই পড়িবে, শ্বেতকায়দিগের উপরে নয়। স্যার হ্যারী এসকম্বি (Sir Harry Escombe) স্পষ্টই বলেন—

No Government dreamt of applying the law to Europeans··· The object, however, was to deal with Asiatics.

(৪) ট্রানসভেয়ালে তাহাদের বাসের জন্য কদর্য্য স্থান নির্দ্ধারিত হয়। এই সমস্ত স্থানে মল ও আবর্জ্জনাদি নিক্ষিপ্ত হইত।

(৪) কোন কোন অধিনিবাসে (colony) ভারতীয়গণ ফুটপাত দিয়া যাতায়াত করিতে পারিত না , তাহারা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে চড়িতে পারিত না, কিম্বা রাত্রি ৯টার পরে বাহিরে থাকিতেও পারিত না, আর পাশ (পারমিট্) ব্যতীত কোথাও যাওয়ার অধিকার তাহাদের ছিল না।

ভারতসচিব লর্ড জর্জ্জ হ্যামিল্টন ইহাদিগকে অসভ্যের জাতি (a nation of savages) বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন এবং শ্বেতাঙ্গগণের জল সরবরাহ করা ও রন্ধনকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া ভিন্ন (Hewers of wood and drawers of water to the domineering white population in the Colonies) আর কোন মার্জ্জিত ভাষায়ই নাকি ইহারা অভিহিত হইবার উপযোগী নহে।

কেবল যে শিক্ষা ও আইন সংক্রান্ত গোলযোগই উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা নহে। চারিদিকে পিউনিটিভ পুলিশের প্রবর্ত্তন হইতে লাগিল, আর তজ্জন্য খরচ বহন করিতে হইল দরিদ্র অধিবাসী-বৃন্দের। প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ ব্যাপারে আরও আরও যে সকল অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়া লোকের মনে অসন্তোষ বৃদ্ধি করিতে থাকে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ দিলে গ্রন্থখানি খুবই দীর্ঘয়াতন হইয়া যাইবে। কিন্তু কলিকাতা নগরীতে এই সময় যে অসন্তোষ পুঞ্জীকৃত হইতেছিল সে সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা নিতান্তই আবশ্যক। এই অসন্তোষ হয় মিউনিসিপ্যাল ব্যাপারে—'ম্যাকেঞ্জি বিল' উপলক্ষে।

বোম্বাই ও পুনায় প্লেগ এবং অপরাপর ঘটনাদির পরে কলিকাতা কর্পোরেশনও গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিবার (officialise) জন্য Sir Alexender Mackenzie ব্যগ্র হইয়া উঠেন। তিনি এক প্রকাশ্য সভায় কমিশনারগণের প্রতি অশিষ্টোক্তি বর্ষণ করেন এবং একটী বিল উপস্থিত করিয়া কমিশনারগণের যাবতীয় ক্ষমতা অপসারণ করেন। এই বিল অনুসারে চেয়ারম্যানের সহায়তার জন্য ১২ জন সভ্য লইয়া একটী জেনারেল কমিটী (কার্য্যকরী-সঙ্ঘ) গঠিত হয়। এই ১২ জনের মধ্যে অধিকাংশ সভ্যই যদি নির্ব্বাচিত হইতেন তবে কোন কথা উঠিত না, কিন্তু ইহার ৮ জনই হইলেন সরকার পক্ষান্তর্গত (official)। ৪ জন গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া এবং চারিজন ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রদায় (Trade ও Commerce) হইতে আসিয়া, এই আট জন শ্বেতাঙ্গ ও সরকারী সভ্য নির্ব্বাচিত চারিজনকে প্রতিপদে নাজেহাল করিতে পারিত। Bengal Chamber of Commerce ও Trades Association এর সাহেবগণ ভারতীয়গণের প্রতি গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী অপেক্ষাও অধিকতর বিরূপ, তাই ফলে, নির্ব্বাচিত সভ্যগণের সমস্ত ক্ষমতাই সংহরিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বে

এই সব সাহেবগণ কর্পোরেশনের সভায় প্রায়ই অনুপস্থিত থাকিতেন, বা ঔদাসীন্য দেখাইতেন, কিন্তু এখন তাহাদিগকে সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য ৩২ টাকা করিয়া ফি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এই 'বিলে' নির্ব্বাচন প্রথার মূলে গভীর কুঠারাঘাত করা হয় এবং ছোটলাট প্রবর্ত্তিত এই বিলই 'ম্যাকেঞ্জি বিল' নামে খ্যাত হয়।

এই বিল উপলক্ষে সমগ্র কলিকাতায় চাঞ্চল্য ও ক্ষোভ আত্ম-প্রকাশ করে এবং উপর্য্যুপরি নানাস্থানে সভাসমিতিতে দেশবাসীর ক্ষুব্ধভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠে। এই সমস্ত সভায় উকীল, ব্যারিষ্টার, জমিদার, তালুকদার, ব্যবসাদার ও পণ্যবিক্রেতা সমভাবে হৃদয়ের কপাট উন্মুক্ত করিয়া বিক্ষোভ প্রকট করিতে কোনরূপ দ্বিধা করে নাই। বিলটী পাশ হইয়া আইনে পরিণত হইলেও, গভর্ণমেণ্ট ও দেশবাসীর মধ্যে ভাব-বিপ্লব ক্রমেই প্রসার ও বর্দ্ধিতায়তন হইয়া উঠিল।

১৮৯৭ সাল জুবলি বৎসর হইয়াও ভীষণ বৎসরে পরিণত হয় আর ভারত সচিব লর্ড জর্জ্জ হ্যামিলটন পার্লামেণ্ট বলিয়া নিঃসঙ্কোচে বলিয়া উঠেন, "ইংরাজ এখন ভারতভূমে বারুদের স্তূপের উপর বসিতে বাধ্য হইয়াছে—The British in India were sitting on gun powder all the time." এই উক্তির পরেই স্বায়ত্বশাসনের আশা কতদূর ফলবতী হইবে, বুঝিতে পারা যায়।

এই সমস্ত অনাচার ও জঞ্জালের কথাই চতুর্দ্দশ অধিবেশনে মাদ্রাজ কংগ্রেসে আলোচিত হয় (১৮৯৮)। আর সভাপতি স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক সংযমের সুরে ওজস্বিনী ভাষায় তেজস্বিতা পূর্ণ কণ্ঠে ইংরাজ সরকারকে এই পীড়ন নীতি অনুসরণ হইতে বিরত হইবার জন্য উপদেশ দিয়া বলেন—

"আপনারা পীড়নের নীতি বর্জ্জন করুন। শাসনের এই ঘৃণ্য পথ পরিত্যাগ করিয়া যে পথ নিরাপদ ও সম্মানজনক, যে পথে পরস্পরে বিশ্বাস উৎপাদিত হয়, কেবল সুবিধাই করিয়া দেয়, সেই

স্থায়ী ও গৌরবময় পথ অনুসরণ করুন। যে পথ স্বাধীনতার সীমা বিস্তৃত করিয়া জনসাধারণের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস জন্মায়, জনসাধারণকে উন্নতির পথে অগ্রসর করে, যে পথ শৃঙ্খলের গ্রন্থি না আঁটিয়া ক্রমশঃ উহা ছিন্ন করিয়া দেয়, যে পথ পবিত্র দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যজ্ঞান হইতে উদ্ভূত, যে পথ আবেগময়ী ব্যাকুলতা ও উৎসাহ সহকারে ভারতের পুনর্জাগরণ কল্পে ভারতবাসীর হস্ত হইতে অধিকার কাড়িয়া না লইয়া উপরন্তু ভারতীয় জনসাধারণকে বৃহত্তর অধিকার দানেই উদ্বুদ্ধ করিবে—আপনারা দমন নীতি পরিত্যাগ করিয়া সেই গৌরবোজ্জ্বল পথেরই সন্ধান করুন—নিশ্চয় জানিবেন, ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংলণ্ডের শত্রু নহে, পক্ষান্তরে যে মহান কর্ত্তব্য আজ ইংলণ্ডের সম্মুখে উপস্থিত, ইংলণ্ডবাসীর সেই কর্ত্তব্য সম্পাদনে ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণীই হইবে সর্ব্বাপেক্ষা তাহাদের অকৃত্রিম ও অপরিহার্য্য বান্ধব।"*

এবারেও (১৮৯৮) বাঙ্গালার প্রতিনিধিবর্গ জাহাজে চড়িয়া মান্দ্রাজ যান। S. S. Bancoora-তে চড়িয়া নেতৃবৃন্দ ২৩শে ডিসেম্বর রওনা হন এবং ২৯শে মান্দ্রাজ পঁহুছেন, একসঙ্গে সভাপতি আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ ব্যানার্জ্জি, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, গুরুপ্রসাদ সেন, আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি অনেকে যান। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা খুব সারগর্ভ হইয়াছিল এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, যে বক্তৃতার শেষ

* "Give up co-oercion and find the path of safety, of honour of mutual advantage and the truest and the most abiding glory in going forward in fearless confidence trusting the people extending the bonds of freedom, not forging new fetters but gradually removing those that exist, not taking away but adding to the rights of the people helping on the cause of India's regeneration with the passionate longing and the loving ardour that come from the consciousness of a duty and solemn responsibility from on high. The educated classes of India are the friends and not foes of England, her natural and necessary allies in the great work that lies herfore her."

অংশের Perorationটিকে finest oratory বলা যাইতে পারে; আমাদেরও মনে হয় নিম্নলিখিত কথাগুলি সর্ব্বযুগে সকলের মনই স্পন্দিত করিবে—

"Hear we, my friends, the trumpet call of duty resounding to us amidst the stirring scenes, the moving enthusiasm, the thrilling sights of this great gathering. Yes, the call sounds clear but let our hearts gather the strength to respond to that call and to be true to her, our common mother, the land of our birth, to be true and faithful to the light that is within us and to every noble impulse that stirs within us."

নিম্নলিখিত প্রস্তাব হয়:—

(১-৩) W. E. G'adstone, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা সর্দ্দার দয়াল-সিংহের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ।

(৪) গত অধিবেশনের আপত্তি সত্বেও সিডিসন আইন পাশ হওয়ায় বিক্ষোভ—

(৭) Establishment of Secret Press Committees in certain parts of India is highly objectionable and inconsistent with the spirit of British Administration.

(৯) Disapproval of the reactionary policy of Government with regard to Local Self-Government recently inaugurated by the introduction of the Calcutta Municipal Bill in the Bengal Legislative Council and the creation of Bombay City Improvement Trust without adequate popular representation.

(১২) Congress deplores the invidious and humiliating distinctions made between Indian and European settlers in South Africa, a prominent instance of which is afforded by the recent decision of the Transvaal High Court restricting Indians to locations and appeals to Her Majesty's Government and the Government of India to guard the interests of Indian settlers and to relieve them of the disabilities imposed on them.

লণ্ডনের সংবাদ পত্র সঙ্ঘের প্রতিনিধি Mr. Chambers, (W. A) উপস্থিত ছিলেন। তথাকথিত প্রেস সেনসরসিপ সম্বন্ধে অষ্টম প্রস্তাবটি উপস্থিত করিয়া তিনি বলেন—"গুপ্ত প্রেস কমিটি' স্থাপনে আমি এতই বিস্মিত হইয়াছি যে এরূপ ব্যবস্থা কোন ইংলণ্ডবাসী সমর্থন করিতে পারে না। ইংরাজশাসিত দেশে এরূপ হইতে পারে কল্পনাও করা যায় না! অথচ জার্ম্মাণী ও রুশিয়াকে আমরা দোষ দিয়া থাকি—"

"This is the sort of thing that is taking place, not in Russia, not in Germany, but in a country for whose Government you and I are responsiple."

ইতিপূর্ব্বে লর্ড কার্জ্জন ভারতের শাসন কর্ত্তারূপে মনোনীত হন। কার্জ্জন সাহেব খুব লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিতেন এবং ভারত সম্বন্ধেও মাঝে মাঝে অনেক কথা বাহির হইত। এই সমস্ত কথায় ভারতের প্রতি তাঁহার গভীর সহানুভূতি সূচিত হইত।*

এই কংগ্রেস হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া একটি প্রস্তাব পাশ (৫ম) হয়। ৩০শে ডিসেম্বর প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া সুরেন্দ্রনাথ বলেন যে যেন বেন্টিঙ্ক, ক্যানিং এবং রীপণের সহিত তাঁহার নামও সমস্বরে ঝঙ্কৃত হইতে পারে—

অভিভাষণের পূর্ব্বেই ২৯শে ডিসেম্বর সভাপতি আনন্দমোহন বাবু ভারতবন্ধু গ্লাডষ্টোনের নামের সহিত তাঁহাকে উল্লেখ করিয়া গদ্‌গদভাবে বলেন—

There is no higher wish I can express for him than that when the time comes to step down from his exalted office, he may carry with him from the people of the country, some portion of that blessing and that love that have followed Mr. Gladstone on quitting the scene of his earthly labours, from many nations and many lands—that he may find a place in their hearts by the justice and righteousness of his rule and reign there, when the external emblems and pomp of power, how temporary after all—will have been laid aside.

* ৩০শে ডিসেম্বর (১৮৯৮) লর্ড কার্জ্জন বোম্বাই পহুঁছেন এবং মিউনিসিপালিটি হইতে একটি অভিনন্দন প্রাপ্ত হন।

লর্ড কার্জ্জনও পরদিন (৩১শে ডিসেম্বর) বোম্বাই হইতে উত্তর দেন—

"আপনাদের (Cordial message of welcome) আন্তরিক শুভাগমন-মূলক বার্ত্তায় আমি অত্যন্ত বিগলিত। আমি আশাকরি আমার প্রতি নিয়োজিত কর্ম্মভার শেষ করিয়া আমি যখন পুনরায় দেশে প্রত্যাগমন করিব, তখন আমার কার্য্য দেখিয়া সকলে যেন অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় যে, আমি ইংলণ্ডের পরেই আমার বাঞ্ছিত দেশ ভারতভূমির জন্য, অকিঞ্চিৎকর হইলেও, অন্ততঃ কিছু করিতে সমর্থ হইয়াছি—

Some one present at my arrival may testify that during my time I have done something, if it even be but little for this land which, next to my own country is nearest to my heart.

হায়, কে জানিত যে কয় বৎসর যাইতে না যাইতেই ১৯০৫ সালের বারাণসীধামের কংগ্রেসে এই কার্জ্জন সম্বন্ধেই সেই অধি-বেশনের সভাপতি পরলোকগত গোখেল মহোদয় বলিতে দ্বিধা করেন নাই যে, ঔরঙ্গজেবের পর হইতে এ পর্য্যন্ত এত নিকৃষ্ট শাসনকর্ত্তা ইতিপূর্ব্বে কখনও ভারত শাসন করেন নাই—

"Curzon's rule had been the worst India had suffered since that of Aurongzeb."

এই দুইটী বৎসর ১৮৯৭, ১৮৯৮ এমনই দুর্ব্বৎসর যে মিসেস্ বেশান্তও তাহার How India wrought for her freedom পুস্তকে ইহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন—

The clouds were gathering on the political horizon, coercion was showing its hideous face, ensuring the growth of secret conspiracy and alienating from the Government, which confessed its weakness by employing it, all that was best and noblest in the land.

কিন্তু একদিকে যেমন মেঘ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল, অন্ধকার আসিয়া গগন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, অবিশ্বাস ও সন্দেহ ভারতীয় মন নিষ্পেষিত করিতেছিল, অপরদিকে আবার উষার আলোকে ভারতাকাশে এক নবজ্যোতি আবির্ভূত হইয়া সকলের মনে আশা ও আলোর সঞ্চার করিয়া দিতে আরম্ভ করিল। বস্তুতঃ প্লেগ, মহামারী দমন নীতি, অবিশ্বাস, অনাচার যখন সমগ্র ভারতের বক্ষ নিষ্পেষিত করিয়া ইহাকে চকিত, চঞ্চল ও বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিতেছিল, বাঙ্গালী যুবক এক সর্ব্বত্যাগী সন্নাসীকে পাইয়া নবপন্থার সন্ধান পাইল, নূতন আলোক উদ্ভাসিত দেখিল, আর সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। এই সন্ন্যাসীই বাঙ্গালীর নরেন্দ্রনাথ—ভারতের স্বামী বিবেকানন্দ।

নরেন্দ্রনাথ আসিলেন ১৮৯৭ সালে, আমেরিকা-ধর্ম্মসম্মিলনে জগৎ জয় করিয়া। আর পর বৎসরই ভারতে আসিলেন লর্ড কার্জ্জন। লর্ড কার্জ্জন বহুদিন আরও রহিলেন আর নরেন্দ্রনাথ মহাপ্রস্থান করেন ১৯০২ সালে। এই পাঁচ বৎসরে তিনি এমন মন্ত্রে ভারতীয় যুবকগণকে উদ্বোধিত করেন যে, পরে যুব-আন্দোলনই ভারতের প্রধান কার্য্যকরী আন্দোলনে পরিণত হয়। অতঃপরে ভারতে এমন একটি শক্তির উদ্বোধন হইল যে বাঙ্গলার যুব সম্প্রদায়ের নিকটে লর্ড কার্জ্জনের দমননীতিও অসার হইয়া পড়িল। বস্তুতঃ এই সময় হইতে কেবল ধর্ম্ম জীবনে নয়—জাতিগঠনে, সমাজ সেবায়, শিক্ষার প্রসারে, সকল দিকেই দেশে যেন নূতন বন্যা প্রবাহিত হইল।

বাঙ্গালীহৃদয়ও প্রস্তুত ছিল, ঋষি বঙ্কিম, কবি হেম—নবীন, নাট্যকার, গিরিশ যে সাহিত্যের ধারায় জাতির সঞ্জীবনী রসের উদ্ভব ও সঞ্চার করিয়াছেন, ক্রমে তাহাই বাঙ্গালার মাটী এমন উর্ব্বর করিয়া ফেলিল যে বাঙ্গালী যুবক আবার নব ভাব ধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল।

নরেন্দ্রনাথ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বেদান্ত শিক্ষাই দিতেন না,—মহা প্রাণবান্ মানুষ ছিলেন তিনি—জীবে শিব জ্ঞান করিয়া লোক

সেবায় প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। জীবন গঠনে যে ভাবগুলি দরকার (ideals) যুবকদিগকে তিনি তাহা শিখাইতে লাগিলেন—আর ভুলভ্রান্তি না দেখিয়াও মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। তিনি স্পষ্ট করিয়া বঙ্গযুবকগণকে শিখাইতে লাগিলেন—

"বঙ্গযুবক, বিশ্বাস করো তোমরা মানুষ, বিশ্বাস কর তোমরা অপরীসীম কার্য্যক্ষম, বিশ্বাস করো ভগবান তোমাদের সহায়, বিশ্বাস করো ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী, বিশ্বাস করো জনে জনে তোমরা ভারত উদ্ধারে সক্ষম।"

সদনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিতে হইলে সকলকে তিনি তিনটি বিষয়ে লক্ষ্য করিতে বলিতেন—

"If you wish to do good to your country, whenever it be, three things are necessary. The first is to feel……"

"প্রথম লক্ষ্য তোমার বোধশক্তি। এই যে তোমার অসংখ্য ভ্রাতৃবৃন্দ, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, অজ্ঞান অন্ধকারে নিমজ্জিত—তাহাদের অভিযোগ, অভাব, দুঃখদৈন্য তা কি তোমার অন্তরে বিঁধে, তুমি কি প্রাণে প্রাণে অনুভব কর যে তাহারা প্রকৃতই অতি দীন? তাহাদের জন্য তোমার হৃদয়ে কি ভালবাসা আছে, তোমার শিরায় শিরায় তাদের অভাব কি তোমায় জর্জ্জরিত করে, তুমি সত্যই অনুভব কর? যদি তোমার এই অবস্থা আসিয়া থাকে, ইহারই নাম বলিব ব্যাকুলতা।"

দ্বিতীয়তঃ তুমি ঐ অভাবমোচনের কোন উপায় খুঁজিয়া পাইয়াছ কি না। তাহা অনুসন্ধানে লিপ্ত হওয়াই তোমার পরবর্ত্তী কার্য্য হইবে।

"You must next ask yourself whether or not you have found out a remedy."

তৃতীয়তঃ তোমাকে দেখিতে হইবে তোমার উদ্দেশ্য কি পরহিত সাধন না স্বার্থান্বেষণমূলক?

"Are you sure that you are not excluded by greed of gold, by thirst for money or love of power?"

"অন্তরের গূঢ়স্থল কর
অন্বেষণ মন
পশি অভ্যন্তরে গুহ্যতম স্তরে
হের কেন স্বার্থ লুক্কায়িত।
উচ্চ আশ, উন্নতি প্রযাস,
আছে কি গোপনে ধরি
স্বদেশবৎসল ভাব,
আধিপত্য লিপ্সা, কিম্বা ভারতের হিত
চালিত অন্তর তব?"

গিরিশচন্দ্রের 'চণ্ড' (১৮৯১)

তারপর আপনার পরহিত সাধনে আপনি কি সর্ব্বস্বার্পণ করিতে পারেন? যিনি পারেন, তিনি সর্ব্বত্যাগী আর তাঁহার দ্বারা বিরাট কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। তাহা হইলেই—

"Then indeed you are a reformer, you are a teacher, a masterand we ought to meet at your feet. Short of this, you are not for the reverence."

গিরিশচন্দ্র 'ভ্রান্তি' ও 'সৎনামে' রঙ্গলাল ও বৈষ্ণবীচরিত্রের অবতারণা করিয়া বিবেকানন্দ সাধনা সফল করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের কাছে বঙ্গযুবকগণের সর্ব্বদাই ছিল মুক্তদ্বার। কর্ম্মেচ্ছু যুবকগণকে তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে শিক্ষা দিয়া কার্য্যে উদ্দীপ্ত করিতে লাগিলেন। বঙ্গযুবকগণ এক নব আলোকে উদ্ভাসিত হইলেন। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কাছে বঙ্গযুবক ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইল। তিনি বলেন—

"Are you really sure that you can stand by your ideals, and work on even when the whole world seeks to crush you? Are you sure that you are not misled, that you know and desire and will perform your duty and that alone you can, even if your life be at stake?"

নরেন্দ্রনাথ রাজনীতির চর্চ্চা করিতেন না বটে, কিন্তু সেবাধর্ম্মের মধ্য দিয়া এমন স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতি-বাৎসল্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন

যে, বঙ্গযুবক তাঁহারই প্রদর্শিত সেবাধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ক্রমে স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশের সেবায় প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিল। সুতরাং যুবশক্তি গঠনে বিবেকানন্দের সাধনা বড় কম নয়।

পঞ্চদশ কংগ্রেসের অধিবেশন হয় লক্ষ্ণৌ সহরে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং বাঙ্গালার মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রমেশচন্দ্র কেবল যে গভর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন তাহাই নহে, তিনি বিশেষ বিজ্ঞ ও বিদ্বান ছিলেন। ইনি কেবল বেদের বঙ্গানুবাদই করেন নাই, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে অনেক তত্ত্বও লিখিয়া গিয়াছেন, কেবল অনুসন্ধাননিরত প্রত্নতাত্ত্বিকই ছিলেন না, বাঙ্গালা ভাষায় 'বঙ্গবিজেতা' 'মাধবী কঙ্কন' 'জীবন প্রভাত' 'জীবন সন্ধ্যা' প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং 'সংসার' ও 'সমাজ' সামাজিক উপন্যাসও লিখিয়া গিয়াছেন, আর মাধবী কঙ্কণ, জীবনপ্রভাত প্রভৃতি উপন্যাসে কেবল খাঁটি ইতিহাসই নাই, জাতীয়তা সম্বন্ধেও অনেক কথা আছে। তবে একথা ঠিক যে, বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্য রচনায় অনুপ্রেরণা দেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন বংশীলাল সিংহ। লর্ড কার্জ্জনের শাসনকালের প্রথম বৎসরেই দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাই রমেশ দত্ত মহাশয় দুঃখ করিয়া বলেন, লর্ড কার্জ্জনের অভিসন্ধি বোধ হয় খারাপ নয়, কিন্তু ভারতীয় মনোভাব তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করিয়া অনেক কথা বলেন। তিনি মনে করেন লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি দারিদ্র্যের কারণ নয়। তিনি বলেন, "অত্যধিক লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও জার্ম্মানী ও বিলাতে দুর্ভিক্ষ হয় না; আমাদের দেশের কৃষককুল মিতব্যয়ী কিন্তু তাহাদের খাওয়ার অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই; তাই তাহারা খুব অতিরিক্ত সুদে ঋণ করিতে বাধ্য হয়। আর অর্থাভাবই বা না হইবে কেন—তাহাদের হস্ত-শিল্প বাজারে বিকায় না, বিদেশী সস্তা পণ্যে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। দেশের মেরুদণ্ড এই কৃষককুল আজ অন্তঃসারশূন্য।

বিপুল সৈন্যের ব্যয়ভার তাহাদিগকেই বহন করিতে হয়, কত প্রকার শুল্ক তাহাদিগকে দিতে হয়। ভারতের ভূমি-রাজস্বের পরিমাণও খুবই অধিক। এই সমস্ত কারণে দুর্ভিক্ষ সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে।"

তাঁহার বক্তৃতায় বাগ্মীর উত্তেজনা ছিল না, কিন্তু উহা বিশেষ সারগর্ভ হইয়াছিল। তাহাতে সর্ব্বত্র আশার সুর ছিল।

এ পর্য্যন্ত মুসলমানগণ কংগ্রেসের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই। এই অধিবেশনের পূর্ব্বেও বালান্দবাগ (লক্ষ্ণৌ) মুসলমানদের এক সভা হইয়া (৪ঠা ডিসেম্বর) তাহাদিগকে নিবৃত্ত করা হয়। রাজা আমীর হোসেন খাঁ সেখানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কিন্তু আনন্দের বিষয় যে লক্ষ্ণৌর কংগ্রেস অধিবেশনে মুসলমান ভ্রাতৃগণেরও বিশেষ উৎসাহই পরিলক্ষিত হয় এবং ৩০০ মুসলমান প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগদান করেন।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে সুরেন্দ্রনাথ 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের' প্রস্তাবটী উত্থাপিত করিয়া যে বক্তৃতা দেন, তাহাতেও এই কথা বিশেষ ওজস্বিনী ভাষায় বলেন—

"আমাদের আশা ছিল যে, লর্ড কার্জ্জন দমন-নীতি দূর করিবেন, বক্রপথ পরিত্যাগ করিবেন,—কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা, আমাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। তিনি বক্তৃতায় কত আশার কথা বলেন, তাহা কত সহানুভূতি-মাখা, আর নীতি তাহার কত বিপথগামী, কত অনুদার, ব্রিটিশ ন্যায়-নীতি-বিরোধী।"

"His speech how noble, how generous, how sympathetic the policy how narrow, how illiberal, how un-English."

"বস্তুতঃ লর্ড কার্জ্জনের কার্য্যে আমরা যে এত নিরাশ হইব, তাহা পূর্ব্বে কখনও ভাবি নাই।

"We can not bring ourselves to believe that a ruler so sympathetic in his utterances, so generous 'so large-hearted in his views, so deeply appreciative of the situation will countenance a policy opposed to the best tradition of British rule, repugnant to all that is highest, noblest and truest in British statesmanship."

সুরেন্দ্রনাথ বলেন, "আমরা কি বিশ্বাসযোগ্য নই? আমরা সত্য কথা বলি, প্রকৃত পন্থানুসারে সদুপদেশ দেই। আমরা অধিক রাজভক্তিপরায়ণ, না, খয়েরখাঁরা অধিক রাজভক্তিপরায়ণ?"

"Sir, who are the men who are bitterly disloyal—the men who say ditto to every measure of government or who in season and out of season sing the praise of Government."

সংস্কার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী করা হয়—

VII. This Congress expresses its disapproval of the reactionary policy subversive of Local Self-Government evidenced by the passing of the Calcutta Municipal Act" and by the introduction into the Legislative Council of Bombay of similar measure which will have the effect of seriously jeopardising the principles of local self interests.

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বংশীলাল ও সম্পাদক গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মার পরিশ্রম ও যত্নে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের যাবতীয় কার্য্যই সাফল্যমণ্ডিত হয়। এবার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা স্যার এণ্টনী ম্যাক্‌ডোনেল কংগ্রেসের অনুষ্ঠানে বেশ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, তাঁহারই সহায়তায় কংগ্রেস অধিবেশনের স্থান সঙ্কুলনে কোন অসুবিধা হয় নাই।

১৮৯৯ সালে বাঙ্গালায় ও বিহারে প্লেগের প্রকোপ থাকে, তাই কলিকাতা ও হাওড়ার প্রতিনিধিগণের জন্য গোমতীর অপর তীরে সহর হইতে অনেক দূরে পুরানিয়া নামক গ্রামের নিকটে মাঠের মধ্যে তাঁবু করিয়া বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। সেখানে যেমন শীত, তেমনি মাছির উপদ্রব! তাহাদের বড় কষ্ট হয়।

কংগ্রেস-মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল শাহমিনার ময়দানে। এবারকার মণ্ডপ খুব বৃহদাকার ও মনোহর করিয়া তৈয়ার করা হয়। সিংহদ্বারও খুব সুন্দর হয়। ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন বাঙ্গালী চন্দ্রমোহন রায়। প্রায় ৭৪০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হন।

তন্মধ্যে N. W. P. & Oudh হইতে ৬০৩, বাঙ্গলা হইতে ৫৭ জন প্রতিনিধি আসিয়াছিল।

সভাপতি মহাশয় যখন তাঁহার অভিভাষণ শেষ করিলেন, সংবাদ আসিল যে নাটু ভ্রাতৃদ্বয় মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এই সংবাদ তিনি ঘোষণা করা মাত্রই সেই বিরাট মণ্ডপে যে তুমুল হর্ষধ্বনি হয়, তাহাতে যথেষ্ট আবেগের সঞ্চার হইয়াছিল। এইরূপ মুহুর্মুহুঃ হর্ষনিনাদ ও বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে ১৯১৯ সালের অমৃতসরস্থ কংগ্রেস-মণ্ডপ আলি-ভ্রাতৃদ্বয় ও ডাক্তার কিচলুর মুক্তিতেও মুখরিত হইয়াছিল।

লক্ষ্ণৌ অধিবেশনেই কংগ্রেসের গঠনপ্রণালী (Constitution) প্রথমে নিরূপিত হয়।

(১) উদ্দেশ্য—বৈধ উপায়ে ভারতবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ও স্বার্থ প্রসার—

"To promote by constitutional means, the interests and well-being of the people of the Indian Empire."

(২) কংগ্রেসের প্রতিনিধির নির্ব্বাচন হইবে রাজনীতিক সভা অথবা সাধারণ সভায় এবং তাহা প্রকাশ্য সভায় করিতে হইবে।

'Delegates are to be elected by political associations or other bodies and by public meetings.'

(৩) ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিতে ৪৫ জন সভ্য থাকিবে, তন্মধ্যে অন্যান্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী কর্তৃক ৪০ জন নির্ব্বাচিত হইবেন, আর যদি কোন প্রদেশে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী না থাকে, তবে সেই প্রদেশস্থ উপস্থিত ডেলিগেট্ দ্বারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবে।

ইহাদের কার্য্যকাল এক অধিবেশন হইতে পরবর্ত্তী অধিবেশন পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

(৪) এই কমিটীর অন্ততঃ তিনবার অধিবেশন হইবে, এবং ইহাই নিয়ম-কানুন গঠন করিবেন। (৫) প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী করিবেন প্রাদেশিক সম্মেলন এবং প্রাদেশিক কমিটী ডিষ্ট্রীক্ট কমিটি গঠন দ্বারা জিলায় জিলায় কার্য্যপ্রসার করিবেন।

(৬) বিলাতে একটী ব্রিটিশ কংগ্রেস-কমিটী থাকিবে। তাহার কংগ্রেসের একজন বেতনভোগী সেক্রেটারী থাকিবে। আফিসের খরচ

বৎসরে ৫০০০৲, তাহা গত এবং আগামী অভ্যর্থনা সভা ভাগাভাগি করিয়া দিবেন।

যাহা হউক অত্যাচার ও পীড়নে কংগ্রেস ক্রমে শক্তিশালী হইয়া উঠিল। প্রতি বৎসরই কংগ্রেস সভাপতি যাবতীয় ঘটনাবলীর এক জ্বলন্ত ছবি দিয়া লোকের মনে জাতীয়তার ভাব বৃদ্ধি করিতেন। বরাবর এরূপ চলিয়াছে কিন্তু ১৯০০ সালে লাহোরে Bradlough Memorial Hall-এ যে ষোড়শ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তাহাতে স্যার চন্দ্রভারকার একটু নরম সুর ধরিয়াছিলেন। ইনি বোম্বাই হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল ছিলেন, কিন্তু অধিবেশনের পূর্ব্বে হাইকোর্টে জজয়তি করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। তাই বোধ হয় দেশবাসীর প্রতি তাঁহার আহ্বান বড় জোরালো হয় নাই। কলিকাতায় ফিরোজসা মেটা (১৮৯৬), অমরাবতীতে শঙ্কর নায়ার (১৮৯৭) মান্দ্রাজে আনন্দমোহন বসু (১৮৯৮) ও লাক্ষ্ণৌতে রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৯৯) মহোদয়গণের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতার পরে স্যার চন্দ্র-ভারকারের অভিভাষণে কেহ বড় সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু অভাবপূর্ণ হয় ১৯০১ এর কংগ্রেসের পঞ্চদশ অধিবেশনে। কলিকাতা সহরে—নানারূপ ঘটনা বিপর্য্যয়ে বাঙ্গালীর মন তখন বিষাদ ও তিক্ততায় এমনি বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে, উহা সম্পূর্ণরূপে প্রকট হয় এই কলিকাতা কংগ্রেসে। আর এই কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্বভার দিন্‌সা ওয়াচার যোগ্যহস্তেই নিয়োজিত হইয়াছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

নূতন শতাব্দীতে—কলিকাতায় প্রারম্ভ।

১৯০১ সালের ২২শে জানুয়ারী তারিখে ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া সমগ্র সাম্রাজ্যের অধিবাসীবৃন্দের প্রাণে গভীর বেদনার উদ্রেক করিয়া ৮৩ বৎসর বয়সে মহাপ্রস্থান করেন। ৬৪ বৎসরব্যাপী তাঁহার দীর্ঘকাল রাজত্বকালে তিনি প্রাণে প্রাণে প্রজাগণের যে হিতসাধন করিতে একান্ত ব্যগ্র ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কাহারও কোন কারণই ছিল না। তাই ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহার মৃত্যুতে বড়ই শোকাকুল হইয়াছিল। ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশ সভা, ও শোভা-যাত্রা ও বিবিধ অনুষ্ঠানে ভারতীয়গণের রাজভক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হয়। জাতির এরূপ সুদৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধতায় আমলাতন্ত্র চকিত হইল। লর্ড কার্জ্জনও বলিয়া উঠিলেন, সত্যই কি ইহা খাঁটি? আর এর অর্থ কি? Is this real! if so what it means?"

দ্বিতীয় রোমাঞ্চকর ব্যাপার পেনেল সাহেবের দুইটি রায় উপলক্ষে বিচারের প্রহসনে। ব্যাপারটা একটু বিস্তৃত করিয়া বলি, এ তাবৎ ১৮৮৬ (দ্বিতীয় অধিবেশন) হইতে প্রতি বৎসরই ম্যাজিষ্ট্রেটদের বিচার ও শাসন সংক্রান্ত ব্যাপার যাহাতে পৃথক পৃথক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, এই লইয়া কংগ্রেসে প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন শাসনকর্ত্তাই উহা কাণে তুলেন নাই। জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটগণের বৈষম্যমুলক আচরণে সংবাদপত্রে আন্দোলন হইতে বটে, কিন্তু গতানুগতিক ধারার কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই, এই ব্যাপারে শ্বেতাঙ্গ শাসনকর্ত্তাগণ কোনরূপ উচ্চবাচ্যও করে নাই। কিন্তু এই পেনেল সাহেব ছিলেন ভিন্ন উপাদানে গঠিত, তিনি কাহারও কথা

গ্রাহ্য না করিয়া শাসকগণের অনাচার, সকলের চক্ষুতে আঙ্গুল দিয়া স্পষ্টতর ভাবে দেখাইয়া দেন।

পেনেল সাহেব (A. P. Pennell) আয়র্ল্যণ্ডবাসী এবং আই-সি এস পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া এই দেশে আসিয়া ময়মনসিংহ, বরিশাল, প্রভৃতি অনেক স্থানে জজিয়তি করেন। ১৮৯৯ সালে ইনি যখন ছাপরার জজ, টুইডেল সাহেব ছিলেন সেখানে অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট (স্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাক্‌ফারসন তখন বিদায় লইয়া অন্যত্র ছিলেন) মিঃ ব্রাড্‌লি (Bradley) পুলিশের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, করবেট ঐ আসিষ্টাণ্ট Captain Maddox সিভিল সার্জ্জন ও মিঃ সিমকিন্স ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার। এত বড় সহরে মুষ্টিমেয় ইংরাজ, কিন্তু তাঁহাদের একটি ক্লাবও ছিল।

ঘটনা এইরূপ হয় যে সারণ জিলার একটি বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে ম্যাজিষ্ট্রেট টুইডেল সাহেব জমিদারবর্গকে মাটী ভরাট করিয়া বাঁধটী বাঁধিয়া দিতে বলেন। কিন্তু এরূপ আদেশ আইন সম্মত নয় মনে করিয়া তাঁহারা উহাতে কর্ণপাত করেন নাই। একদিন (১৯ আগষ্ট ১৮৯৯) করবেট ও সিমকিন্স ফুলওয়ারী গ্রামে গিয়া নরসিংহ নামক এক ব্যক্তিকে মাটি তুলিতে বলে। নরসিংহ জাতিতে ছত্রী (রাজপুত) জলপাইগুড়ি পুলিশে সে কাজ করিত; এবং অসুস্থতা নিবন্ধন তখন তাহাকে ছুটি নিয়া বাড়ীতে বাস করিতে হইতেছিল। নরসিংহ উচ্চ জাতীয় বলিয়া বাঁধ বাঁধিতে অস্বীকার করে এবং তাহাতে করবেট সাহেবের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। করবেট সাহেব জিজ্ঞাসা করেন—

"তোম ক্যা কাম্ করতা হ্যায়?"

নরসিং—হাম্ পুলিশ মে নৌকরি করতা

করবেট—তব তোমকো হুকুম তামিল করনেই হোগা।

নরসিং—হাম ইহাঁকা পুলিশ নেহি, জলপাইগুরিমে নৌকরি করতা।

করবেট—তোম যাওগে কি নেহি?

নরসিংহ—(বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া) তোমহারা হুকুম হাম নেহি মানেঙ্গে।

ইহাতে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া মিঃ করবেট তাহাকে লাথি মারে, নরসিংহ একটু পশ্চাতে হটিয়া পুনরায় সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকে। করবেট তাহাকে আবার লাথি মারে, এবং মার খাইয়া সে আবার সম্মুখের দিকে আসিতে চেষ্টা করে। এইরূপ তিনবার হয় এবং অবশেষে সাহেব নরসিংকে ভূপাতিত করিয়া ফেলিয়া বুকের উপরে উঠিয়া বসিয়া মারিতে থাকে ও সিমকিন্স সাহেব লাঠি দিয়া (baton) তাহাকে গায়ে মাথায় মারিয়া রক্ত বাহির করে। অদূরে সীতা চামার কাজ করিতেছিল। সে ইহা দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া সাহেবদের উপরে লাঠি উঠাইলে, সিমকিন্স তাহার লাঠি কাড়িয়া নেয় এবং তাহাকেও মারে। ইত্যবসরে নরসিং একটু ছাড়ান পাইলে পলাইয়া গ্রামের ভিতরে চলিয়া যায়। ইহার পরে গ্রামবাসীগণ ভয়ে আসিয়া কাজ করিতে বাধ্য হয়। তবে অসুস্থ বলিয়া নরসিং অল্পক্ষণ পরেই চলিয়া যায়।

পরদিন আঘাত একটু গুরুতর রকমের হওয়ায় নরসিংহ হাসপাতালে আসে। জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে সিভিল সার্জ্জন ম্যাডক্সের সন্দেহ হইল যে অভিযোগ দুইজন শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে উপস্থিত হওয়া সম্ভব। সে তখন ছাপরা ক্লাবে গিয়া করবেটকে এবং ব্রাডলীর বাড়ীতে গিয়া তাহার কাছে সংবাদ দিল। করবেট হাসপাতালে গিয়া নরসিংকে নিয়া ব্রাডলীর বাড়ী আসে। ব্রাডলী নরসিংহকে বলে—

"তুম্ নৌকরি ছোড় দাও, হাম কুছ নেহি করেগা।"

সে চাকুরী ছাড়িতে অস্বীকার করিলে, তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টুইডেলের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। তিন জনের কথাবার্ত্তা হইলে করবেট একখানা রিপোর্ট লেখে এবং টুইডেল দণ্ডবিধি আইনের ৩৫৩, ১৮৬ (সরকারী কর্ম্মচারীর কার্য্যে বাধা প্রদান ও প্রহার) প্রভৃতি

ধারায় অভিযুক্ত করিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট জাকির হোসেনের এজলাসে পাঠাইয়া দেন।

কোথায় সাহেবরা মারিল, আর বিচারে শাস্তি পাইল নরসিংহ তাহাও আবার তুই মাসেব কঠোর সাজা—কারাবাস। বেচারা নরসিংহ জেলে গেল, কিন্তু তাহার উকীল জগন্নাথ সহায় নিজেই সমস্ত ঘটনার অবলম্বনে একখানি আফিডাভিট করিয়া জজ সাহেবের কাছে আপিল করিয়া পাঠাইলেন। জজ সাহেবও মেসার্স টুইডেল সিমকিন্স, করবেট, মাডক্স, জাকির হোসেন ও জগন্নাথ সাহার জবানবন্দী লইয়া ঘোর অবিচার হইয়াছে সাব্যস্ত করিয়া নরসিংকে অব্যাহতি দেন।

এই মোকদ্দমায় কেবল ছাপরায় নয়, সমগ্র শাসন বিভাগে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ছোটলাট, বড়লাট সকলেই বিচলিত হইয়া উঠেন। পেনেল সাহেব উপরোক্ত সাক্ষীদের ডাকিলেন সুবিচারের জন্য, কারণ তাহার বিশ্বাস হয়, ২৭ বৎসর হাকিমি করিয়াও জাকির হোসেন বিচারের প্রহসন করিয়াছেন এবং এরূপ ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিচার কার্য্য সম্পাদন কেলেঙ্কারী ভিন্ন আর কিছুই নহে। It will be a grave scandal if he be retained as a magtstrate.

একথা বলিয়া রাখি যে, আইনের এরূপ সাক্ষ্যপ্রমাণ লওয়ার বিধি আছে। আর পেনেল সাহেব প্রথমেই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কৈফিয়ত তলব করিয়াছিলেন। কমিশনার বোর্ডিলান সাহেব নাকি তাহা দিতে নিষেধ করেন, তাই এরূপ সাক্ষী নেওয়ার দরকার হইয়াছিল। ইহাতে স্বয়ং ছোটলাট বাহাদুর লিগাল রিমেমব্রেন্সার মিঃ Handley কে consult করেন। হ্যাণ্ডলে বলেন, নিশ্চয়ই সাক্ষী দিতে হইবে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে শাসন বিভাগই মিঃ পেনেলের বিচার কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন।

পেনেল সাহেবের রায় একটু বড় হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে সমস্ত ঘটনা বিষদ্‌ভাবে বিবৃত আছে। রায়ে একটিও অবান্তর কথার উল্লেখ নাই। কিন্তু এই রায় পুঙ্খানুপঙ্খরূপে পড়িলে স্পষ্টই প্রতীয়-

মান হয় যে, ভারতবাসীর প্রতি সুবিচার করিতে পেনেলের ন্যায় এরূপ ন্যায়নিষ্ঠ বিচারপতি ইতিপূর্ব্বে হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ব্রিটিশ জাষ্টিসের সর্ব্বত্র সুযশ, কিন্তু এখানে আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতবাসী ও ভারতবাসীর মধ্যে বিচারের সমস্যা উপস্থিত হইলে ইংরাজ বাস্তবিকই সুবিচার করেন, কিন্তু যদি একপক্ষ ইংরাজ হয়, তবে সর্ব্বত্র ন্যায়নিষ্ঠা রক্ষিত হয় না। এ ধারণা প্রায় অধিকাংশ লোকের মনেই বিরাজ করে। কার্য্যেও আমরা মহারাজা নন্দকুমারের* সময় হইতেই এরূপ লক্ষ্য করিতেছি। তাই যদি এরূপ কোন নিরপেক্ষ ধর্ম্মশীল বিচারক কদাপি দৃষ্ট হয়, তবে তিনি যে সকলের হৃদয় জয় করিতেই সমর্থ হন, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পেনেল সাহেব এরূপ বিচারকই ছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

Assaults by Europeans upon natives are unfortunately not uncommon. They are not likely to cease until the disappearance of real or supposed racial superiority. It is proper, no doubt, that they should be punished but excessive severity in punishing them, so far from improving is more likely to exacerbate the relations between the two races, and to defeat itself. The better men among the native community are themselves disposed to make allowances for the irritability which this climate has a tendency to produce in the European character and the occasional acts of violence in which that irritability vents itself.

পেনেল সাহেব ঠিক বলিয়াছেন যে পর্য্যন্ত "ইংরাজ বড় (রাজার জাতি), দেশবাসী ছোট (দাস জাতি)" ভাব না বিদূরীত হইবে, সে পর্য্যন্ত ভাবতীয়গণের প্রতি ইংরাজের এরূপ প্রহারাদির ব্যাপার

* মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী হয ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে, জাল অপরাধে। গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সঙ্গে তাঁহার শক্রতা ছিল, আর বিচার হয় হেষ্টিংসের বন্ধু সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পের আদালতে। বহু নিরপেক্ষ ইংরাজ এই দণ্ডকে Judicial murder বলিযা আখ্যা দিয়াছেন। ইংরাজ রাজত্বে মহারাজা নন্দকুমারেরই প্রথমে ফাঁসি হয়।

লোপ পাইবে না। সুখের বিষয় আজ আর ভারতবাসী আপনাকে দাসজাতি বলিয়া ভাবে না ; বোধ হয় সেই কারণেই এইরূপ মারধর অনেকটা কমিয়াছে।

যাহা হউক এইবার এই রায়ের ফলাফলের কথা বলিব। ১৮৯৯ সালের ৭ই অক্টোবর রায় বাহির হইবার পরেই শাসক-মহলে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। স্যার জন উডবার্ণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। লর্ড কার্জ্জনও নাকি বলেন, "পেনেলের এইরূপ কার্য্য, এন্‌কোয়ারী করিবার স্বাধীনতার অপব্যবহার—"abuse of the liberty of enquiry." অবশ্য পেনেল সাহেবের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে কোন আপিল হয় নাই, এবং হাইকোর্ট কোন মন্তব্যও প্রকাশ করে নাই।

কেবল তাহাই নয়। ইহার সপ্তাহের পরেই পেনেল সাহেবকে ১৬ই অক্টোবর তারিখে তারযোগে নোয়াখালীর মত একটি অস্বাস্থ্যকর স্থানে বদলী হইবার আদেশ দেওয়া হয়।

পেনেল সাহেব পরে বলিয়াছিলেন. "আমি ৯ই অক্টোবর তারিখে চীফ সেক্রেটারীর কাছে রায়ের নকল পাঠাইয়া দিই, তথাপি মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ এই রায়ের সঙ্গে সপ্তাহের মধ্যে তারযোগে নোয়াখালী বদলী হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে ছোটলাট যে উত্তর করেন,

"Mr. Pennell was transferred in the course of the official changes and the order appointing him to Noakhaly was passed before Government saw his judgment."—

তাহা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।"

নোয়াখালী যাইবার পেনেলের খুবই অনিচ্ছা ছিল কিন্তু গত্যন্তর নাই। অতঃপরে ১০ই ডিসেম্বর (১৮৯৯) স্বয়ং ছোটলাট স্যার জন উডবার্ণ বাহাদুর চীফ সেক্রেটারী বোল্টন সহ নোয়াখালী উপস্থিত হন। সেখানে নাকি জেলের অবস্থার উন্নতি করার দরকার হইয়াছিল। পেনেল সাহেব বলেন, নোয়াখালীতে হঠাৎ জেলের অবস্থার উন্নতির কোন কারণই হইয়া উঠে নাই।

সেখানে তিনি নিজের Private room-এ পেনেল সাহেবকে বলেন, "তোমার রায় পড়িয়া মনে হয় ইহাতে নিরপেক্ষতার অভাব আছে। মনে হয় যেন পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে জিলার অন্য অফিসারদের সঙ্গে বিবাদ ছিল।"

Seeing your judgment I have grave doubts whether you are fit for judicial employment. The judicial officers are my officers just as much as the executive and I want them to do well. Mind, I am speaking for your benifit and guidance. Reading your judgment leads me to doubt whether you were really so impartial as you should have been. The vindictive rancour with which you pursued the policemen and the District officer makes me think you must have had some quarrel with them.

পেনেল—"আপনি তা মনে করতে পারেন, কিন্তু অনেকে বলেন আমার রায়ে জাতীয় মহাসমিতির অপেক্ষাও বেশী কাজ হ'য়েছে।"

"A judgement like that was worth two National Congresses :'

ছোটলাট—As impartial man I pass my opinion.

পেনেল—I know your Government had done all they could to prevent truth coming out.

ছোটলাট একটু উত্তেজিত হইলেন, বলিলেন—

"My Government ! Be careful Pennell, you had better be careful what you are saying. সাবধানে কথা বলবে।

Pennel—You consulted L. R. whether witnesses need appear before me and it was when Handley told you "of course they must" you gave way.

স্যারজন (আরও রাগিয়া)—

Yes, I had every right to consult L. R. It was a trumpery case.

"তুচ্ছ মামলা—"

Pennel—Should I have any reference about this matter to the High-Court?

W.—No., Penell I am not going to enter into any discussion with High-Court. The judical officers are my officers and not those of the High-Court. I am speaking to you privately.

তারপর রায় সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল। ছোটলাট বাহাদুর বলিলেন "তোমার রায় খুব বড় হইয়াছে—"

Any other judge could have disposed of it in two pages.

Pennell—My judgment was full of facts and there was very little comment on it.

এই সমস্ত কথোপকথন হইতে প্রকৃতই ধারণা হইবে যে, শ্বেতাঙ্গই হউন, কৃষ্ণকায়ই হউন, যদি কোন বিচারক শ্বেতসংক্রান্ত মোকদ্দমায় ন্যায্যবিচার করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তবে তাহার লাঞ্ছনা বড় সামান্য হয় না। নতুবা স্যার জন উডবার্ণ স্বয়ং আসিয়া পেনেল জজকে এইরূপ তীব্র তিরস্কার করিতেন না।

শ্বেতাঙ্গ সংক্রান্ত মোকদ্দমায় 'নেটিভের' সাক্ষ্য দেওয়াও যে কম বিপদজনক নয়, এ সম্বন্ধেও পেনেল সাহেব অন্য একটী মোকদ্দমার রায়ে স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন—

"In this country the only people who will come forward to give evidence against officers in the case of this kind are those who do not mind their houses being burnt, their shops looted, their relations turned out of Government employment and themselves and members of their families dragged up on false charges and sent to jail."

এমতাবস্থায় সব সত্য কথা বাহির করিবার জন্য (to elicit truth) পেনেল সাহেব সাক্ষীদের ডাকিয়া যে ন্যায়নিষ্ঠতা দেখাইয়াছেন, লর্ড কার্জ্জন এবং স্যার জন উডবার্ণ তাহাতে আপত্তি করিলেও পেনেল সাহেবের নিরপেক্ষতায় প্রকৃত British Justice এর উপরে শ্রদ্ধায় ভারতীয় মন যে চিরকাল মুগ্ধ হইয়া থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু বাস্তবিকই কি ঐ মোকদ্দমাটীর রায় দুই কথায় হইতে পারিত? নিশ্চয়ই নয়। কি ভাবে বাদী নরসিংহ আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া দুইমাস কারাবাসের দণ্ডলাভ করিল, কি ভাবে তাহার দরখাস্ত না-মঞ্জুর হয়, কি ভাবে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং পুলিশ সাহেব বিচারককে নরসিংহের প্রতি শাস্তি দিতে প্ররোচিত করিয়াছেন, তাহা দুই এক কথায় কিছুতেই সম্ভব নয়।

২০শে আগষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক নরসিংহকে বিচারাধীন করিবার আদেশ হয়।

২১শে—বিচার আরম্ভ হয়—

২রা সেপ্টেম্বর সাক্ষ্য শেষ হয়। কোন ছাপাই সাক্ষী (defence witnesses) না দেওয়া হইলেও, defence উকীলকেই পূর্ব্বে সওয়াল জবাব করিতে বলা হয়। ইহা আইনতঃ অবৈধ।

৪ঠা সেপ্টেম্বর পুলিশ সুপারেণ্টেণ্ডেণ্ট আদালতে হাজির হন, ম্যাজিষ্ট্রেটের পার্শ্বে চেয়ারে বসেন ও ঘটনা ও আইন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তারপর পুলিস সাহেব ও বিচারক জাকির হোসেন উভয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব টুইডেলের বাড়ী যান। সেখানে কোর্ট দারোগাবাবুও উপস্থিত ছিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময়ে বিচারক জাকির হোসেন মোকদ্দমার নথিটীও সঙ্গে করিয়া নিয়াছিলেন।

এবার ব্যতীত অন্য একবারও ট্রেণে এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে জাকির হোসেন যে ম্যাজিষ্ট্রের সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং বলিয়াছেন যে করবেটকে মারিবার উদ্দেশ্য নরসিংএর পূর্ব্বেই ছিল (Previous intention). জাকির হোসেন আরও বলেন "আমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি ভবিষ্যতের গোলমাল বন্ধ করিবার জন্য (to avoid troubles). What I mean is that sometimes when cases are disposed

of, and magistrates do not like it that they find fault and so I settled before hand.

ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট টুইডেল নিজেও এ বিষয়ে স্বীকার করেন। তিনি বলেন—

"It is difficult for me to say that I did not give Moulavi Zakir any advice."

এই সমস্ত দেখিয়া পেনেল কি মিথ্যা বলিয়াছেন যে—

"Mr. Twidell has prostituted his high office of District Magistrate to screen his friend from justice.—"

"জাকির হোসেনের বিবেক elastic দোদুল্যমাণগুণসম্পন্ন" আর—

"Zakir Hossen a man without conscience with no fear of God before his eyes."

এখন পাঠক দেখুন কৃষ্ণকায় ভারতীয়গণের প্রতি সুবিচারে ছোটলাট বাহাদুর motive attribute করিতেও (উদ্দেশ্যমূলক মনে করিতে) দ্বিধা করেন নাই। এইরূপ কার্য্য যাহাদিগের বিরুদ্ধে গিয়াছে তাহারা পেনেল সাহেবকে যাহা ইচ্ছা মনে করিতে পারে কিন্তু ভগবানের বিচারে যাহারা শ্রদ্ধাবান তাহারা তাঁহাকে প্রকৃত 'ধর্ম্মাবতার' আখ্যা না দিয়া কিছুতেই পারে না।

যাহা হউক নোয়াখালী গিয়াও পেনেল সাহেবকে এরূপ বিচার বিভ্রাটই দেখিতে হইল। সেখানে কার্গিল সাহেব ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ রেলি পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট. ওসমান আলি সাহেব দারোগা এবং কৈলাশ দে পুলিশের হেডক্লার্ক। এক নোট চুরির মোকদ্দমায় পেনেল সাহেব জেলার Executive অফিসারদিগের দলবদ্ধতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যান।

অল্পদিবস পরে নোয়াখালীতে আবার একটী বিস্ময়কর মোকদ্দমা হয়। ইসমাইল জায়গীরদার নামে এক ব্যক্তির সহিত সাদেক আলি প্রভৃতির খুব শত্রুতা চলিতেছিল। ১৯০০ সালের এক বর্ষার রাত্রিতে ইস্মাইল একটী মোকদ্দমা জিতিয়া বাড়ী যাইতেছিল। পথিমধ্যে

কে তাহাকে হত্যা করে। পরদিন প্রাতে তাহার পুত্র ইদ্‌রিস্ পিতার মৃতদেহ এক পুষ্করিণীতে ভাসিতে দেখিয়া থানায় সাদেক প্রভৃতি আসামীদের বিরুদ্ধে নালিস করে। ওসমান আলী দারোগা তদন্ত করে, কিন্তু প্রমাণাভাবে আসামীদের ছাড়িয়া দেয়। অতঃপরে বাদী ইদ্‌রিস্ নোয়াখালীর তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট ইজিকেল সাহেবের নিকট এই মর্ম্মে দরখাস্ত দেয় যে, দারোগা ওসমান আলী আসামীদের আত্মীয় বিধায় সাক্ষীগণের জবানবন্দী না লইয়া ও তদন্ত না করিয়া আসামীদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রেলির উপর তদন্তের ভার দেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ওসমান আলি রেলির বিশেষ অনুগত লোক, তিনি ওসমান আলির মতই সমর্থন করেন। ইজিকাল সাহেব পুনরায় ইন্‌স্‌পেক্টর মথুরানাথ বাবুর উপর ভার দেন। মথুর বাবু সাদেক আলি প্রভৃতি তিনজনকে খুনী মোকদ্দমায় চালান দেন।

যথাসময়ে দায়রায় যখন মোকদ্দমার বিচার হয় পেনেল সাহেব সাদেক আলিকে ফাঁসির এবং অন্য দুইজনকে দ্বীপান্তরের আদেশ প্রদান করেন। রেলি সাহেব, ওসমান আলি প্রভৃতি আসামীর দিকে সাক্ষ্য দিয়াছিল।

এই মোকদ্দমায় নোয়াখালীর জনসাধারণের মধ্যে এমনই উত্তেজনার সৃষ্টি হয় যে প্রায় ছয় হাজার লোক রায় দেওয়ার পরে পেনেল সাহেবের অনুবর্ত্তী হইয়া 'ধর্ম্মাবতার' বলিতে বলিতে তাঁহার বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া করে। মোকদ্দমার রায় বাহির হইয়া গেলে পেনেল সাহেব রেলি সাহেবকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ১৯৩, ৪৬৬ দঃ বিঃ ধারার অপরাধে বিনা জামিনের আদেশে মুন্সেফ নবীন বাবুকে দিয়া গ্রেপ্তার করান। ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯০১) মোকদ্দমার রায় হয়।

এই মোকদ্দমার বিচার প্রসঙ্গে পেনেল সাহেব ছোটলাট বাহাদুর, বোল্টন সাহেব (চীফ সেক্রেটারী) বোডিলন (পাটনার কমিশনার)

প্রভৃতির সঙ্গে ছাপড়া মোকদ্দমার পরে আনুসঙ্গিক যেরূপ চিঠিপত্র চলে ও কথাবার্ত্তা হয় তাহাও উল্লেখ করিয়া শাসন বিভাগের দোষ-ক্রটী সব দেখাইয়া রায় লেখেন। রায়সহ ইনি নিজেই কলিকাতা চলিয়া গিয়া চীফ জাষ্টিস স্যার চার্লস ম্যাক্লিনের কুঠীতে যান। চীফ্ জষ্টিস দেখা না করিয়া লিখিয়া দেন "অসমর্থ"।

অতঃপর মেসার্স আমিরালি ও প্রেট জাষ্টিসদ্বয়ের নিকট মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, রেজিষ্ট্রার Chapman সাহেবের কাছে নথী না দেওয়ার হাইকোর্টের সুপারিশে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পেনেল সাহেব সস্‌পেণ্ড হন। মোকদ্দমার রেলি সাহেবকে টেলিগ্রামে জামিন দেওয়া হয় এবং পরে তাহার বিরুদ্ধে চার্জ্জও উক্ত জষ্টিস ম্যাক্লিন বাহাদুর নাকচ্ করেন।

সাদেক আলি প্রভৃতির আপীলের শুনানীর সময় উক্ত জষ্টিসদ্বয় অপর দুইজন আসামীকে অব্যাহতি দিয়া সাদেক আলির পুনর্ব্বিচারের আদেশ দেন। এবার বিচার হয় জজ গিড্ট (Goidt) সাহেবের আদালতে। তিনি এবারও সাদেক আলিকে ৩০২ ধারা (খুনের) চার্জ্জে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দ্বীপান্তর দেন। তাঁহার রায়ে বলেন আসামীরা কয়জনই লিপ্ত ছিল তবে কাহার আঘাতে জীবনান্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হওয়ায় তাহাকে দীপান্তর দিয়াছেন। খুনের চার্জ্জে ফাঁসি অথবা দ্বীপান্তর দুই শাস্তিরই বিধান আছে, তবে দ্বীপান্তর দেওয়াও এক্ষেত্রে অন্যায় হয় নাই। গিডট সাহেবের সুবিচারেও সকলেই আনন্দিত হয় এবং তাঁহারও নির্ভীকতা কম উল্লেখনীয় নয়।

মোকদ্দমার এই অবস্থা তদুপরি আর আনুসঙ্গিক অন্যান্য অনেক রোমাঞ্চকর ব্যাপারও ঘটে, কিন্তু সেগুলি উল্লেখ করিব না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি অল্পদিন মধ্যেই মেদিনীপুরে যে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মিলনী হয় তাহাতে সভাপতি বিখ্যাত ইংরাজী সাহিত্য বিশারদ মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, বার-এট্-ল মহোদয় পেনেল সাহেবের খুব প্রশংসা করিয়া মন্তব্য করেন—

The suspension was not only wrong on merits but illegal and that Pannell has a very good cause of action against local Government.

সেই প্রাদেশিক সম্মিলনীতে শাসন ও বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রতা সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বার-এট-ল স্পষ্ট বলেন যে, যেরূপ স্বার্থত্যাগ ও বিচারবুদ্ধি দেখাইয়া পেনেল সাহেব আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—

J. Chowdhury—The Noakhaly case was more than scandalous. The people could not forget the act that it was for the sake of justice that Pennell sacrified his own prospects and it was the cause of justice which had alone actuated him to act up to the dictates of his own concsience.

মিঃ চৌধুরী একথাও উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই যে চীফ জাষ্টিস পেনেল সাহেবকে টেলিগ্রাম পাঠাইয়া অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন acted indiscreetly, আর ইহাতে পুলিসের বে-আইনী কার্য্য ও শাসক সম্প্রদায়ের (executive এর) উহা সমর্থন করার জিদই বরং সুস্পষ্টভাবে প্রকট হইয়াছে।

শিক্ষিত বাঙ্গালী সে সময়ে পেনেল সাহেবকে দেবতার ন্যায় দেখিতেন—Mr. Pennell was the Idol of the educated classes. কেবল কি শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকটই পেনেল সাহেব পূজা পাইয়াছেন? সমস্ত বাঙ্গালীর হৃদয় তিনি তখন জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একটী ঘটনার কথা বলিতেছি।

মোকদ্দমার প্রায় দুইমাস পরে পেনেল সাহেব কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসেন। তখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন করিবার জন্য সমস্ত বাঙ্গালী যেন ঝুঁকিয়া পড়িল। ষ্টেসনে ষ্টেসনে এত হর্ষধ্বনি, এত জয়োল্লাস, এত কাতর আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বে আর কখনও কাহারও জন্য হইয়াছে কি না সন্দেহ। রাজ-প্রতিনিধি

লর্ড রীপনের বিদায়কালে সহরে সহরে অপরিমিত লোক সমাগম হইয়াছিল। এবার সাড়া দিয়া উঠিল গ্রামের কৃষক সম্প্রদায়, দোকানদার, মজুর, শিক্ষক, উকীল, ছাত্র, কেরাণী, তালুকদার, জমিদার, হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি দেশের যাবতীয় লোক। এইরূপ জনজাগরণ (Mass awakening) পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। সকলের একধ্বনি—সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার পেনেল! পেনেল সাহেব নিজে ভুগিলেন বটে কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালীর হৃদয় তিনি জয় করিয়া ফেলিলেন।

এই যে হিন্দু-মুসলমান জন-জাগরণ, এত যে উদ্দীপনা, এত যে কাতর প্রার্থনা কখনও নিস্ফল হয় নাই। অতঃপরে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের ইহাই পূর্ব্ব সূচনা। কার্জ্জন সাহেব শাসন ও বিচার বিভাগের পার্থক্যের যৌক্তিকতা বুঝিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই ব্যাপারে তিনিও স্থির থাকিতে পারিলেন না। নোয়াখালীতে সমগ্র জিলা হইতে লোক যেন আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। সহরস্থ সকলে অভ্যর্থনা করিবার জন্য টাউন হল ঠিক করিলেন। কিন্তু সাধারণের অর্থে নির্ম্মিত হইলেও কারগিল সাহেব উহা দিলেন না। অতঃপরে বড় দিঘীর পশ্চিম পারে বিরাট সভা হইল, আনন্দোৎসব হইল, সাধুবাদ হইল, অভিনয় হইল। অভিনয়ের বিষয়—"জ্ঞান ও বিবেক পেনেলের পক্ষে বৃটেনিয়াকে বন্দনা করিতেছে। স্বর্গ হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া আবির্ভূতা হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "ঐ আমার পুত্র সপ্তম এডওয়ার্ড পেনেলকে সেই অভয় দিবে।" ৩।৪ দিন থাকিয়া পেনেল নোয়াখালী সহর পরিত্যাগ করিয়া যান। সেই বিরাট শোভাযাত্রা নির্ব্বাকভাবে চলিয়াছিল। দুই দিকে শ্রেণীবদ্ধ জনসঙ্ঘ, মধ্যে পেনেলের গাড়ী। তাহারা মাঝে মাঝে গাহিতেছে আর অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে। অবশেষে পেনেল বিদায় লইলেন। সকলে নির্ব্বাকভাবে তাহা দেখিল। আর সেই বিরাট জনসঙ্ঘ বিরস বদনে অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

বড়লাট বাহাদুর তখন লেডী কার্জ্জনের মৃত্যুতে, স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিবার জন্য ছুটী লইয়া ভারত পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু খবরের কাগজে এই জন-জাগরণের সংবাদ পাইলেন। সংবাদ পড়িয়া তাঁহারও বিস্ময় জন্মিল! ভাবিলেন, "বটে! এও সম্ভব?"

"If this is real, then what does it mean?"

নোয়াখালী হইতে পেনেল সাহেব যখন বরিশাল যান সেখানেও তাঁহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হয়। ছাত্র ও উকীল হইতে সাধারণ লোক পর্য্যন্ত সকলেই সম্বর্দ্ধনায় যোগদান করেন। ছাত্রগণ নিশান লইয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যান এবং স্বর্গত জননায়ক অশ্বিনী দত্ত মহাশয় পেনেল সাহেবের নির্ভীকতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

১৯০১ সালের এই দুইটী ঘটনায় ভাবী জন-জাগরণের সূচনা আনয়ন করিয়া দেয় বলিয়া এস্থানে বিস্তৃতালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

এবার কলিকাতায় কংগ্রেস হয়। আর সুপ্তোত্থিত বাঙ্গালা সম্পূর্ণভাবে মনে প্রাণে উহার সাফল্য আনিতে ত্রুটী করে নাই। বোম্বাই প্রদেশের মাননীয় ডিনসা ওয়াচা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং নাটোরের মহারাজা রাণী ভবানীর বংশধর স্যার জগদীন্দ্র-নাথ রায় অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হন। কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্ব্বে ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক বিলাত হইতে আসিয়া কংগ্রেসে যোগদান করেন।

অধিবেশনের ৩।৪ মাস পূর্ব্ব হইতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঁকীপুর, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া লোকদিগের শিক্ষার পথ প্রসার করেন। যে-দিন তিনি বাঁকীপুরে এ্যাংলো-সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ওজস্বিনী ভাষায় কংগ্রেসের কয়েকটী প্রধান প্রধান বিষয় (boon) বুঝাইয়া দেন (Separation of Judicial and Executive, Simultaneous Civil Service Examinations প্রভৃতি) তখন এই ক্ষুদ্র লেখক সেই সভায় উপস্থিত ছিল। মাননীয় খোঁদাবক্স খাঁ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং ব্যারিষ্টার আলিম ইমাম সাহেব সভার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়া-

ছিলেন। তিনি বলেন মুসলমানরা এই আন্দোলনে যোগদান করিলে তাহাদের সম্প্রদায়ের ক্ষতি হইবে।

ইহারই সাতাইশ বৎসর পরে স্যার আলিম ইমামকে দেখিয়াছি আবার অন্যভাবে—হিন্দু-মুসলমানের তুল্য স্বার্থ সংরক্ষণকারী হিসাবে। সেই বিষয় পরে বলিব। সুরেন্দ্রনাথ ও মিঃ যোগেশ চৌধুরী পাটনায় যান ১৯০১এর নভেম্বর মাসে। পাটনা কলেজেও বক্তৃতা হয়। কমিসনার হ্যারিস সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সুরেন্দ্রনাথ সেখানে শিক্ষা সম্বন্ধে খুব ওজস্বিনীভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। লেখকের শিক্ষাগুরু প্রিন্সিপাল মিঃ সি, আর উইলসন সাহেবও একটী সারগর্ভ বক্তৃতা দেন।

এবার কংগ্রেসে খুব উদ্দীপনার সঞ্চার হয়—বিশেষতঃ প্রাথমিক সঙ্গীতটীতে। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগৃহীত পঞ্চাশ জন গায়ক লইয়া স্বরচিত গানটীতে সকলকে মুগ্ধ করেন—

"গাহ হিন্দুস্থান"

অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী
গাহ আজি হিন্দুস্থান
মহাসভা উন্মাদিনী মম বাণী
গাহ, আজি গাহ, আজি হিন্দুস্থান।
কর বিক্রম বিভব যশঃ সৌরভ পূরিত
সেই নাম গান।
বঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা, উৎকল, মাদ্রাজ, মারাঠা,
গুর্জ্জর, নেপাল, পাঞ্জাব, রাজপুতান
হিন্দু, পার্শী, জৈন, ইসাহী, শিখ, মুসলমান
গাও সকল কণ্ঠে সকল ভাষে
নমো হিন্দুস্থান।
হর হর হর জয় হিন্দুস্থান
দাদার হরমজদ হিন্দুস্থান
ইলাহি আকবর হিন্দুস্থান
নমো হিন্দুস্থান
সকল জন উৎসাহিনী মম বাণী
গাহ আজি নূতন তান।
মহাজাতি সংগঠনি মম বাণী
গাহ, আজি গাহ, আজি নূতন তান।

উড়াও কর্ম্ম নিশান ধর্ম্ম বিষাণ
জাগাও চেতায়ে প্রাণ
বঙ্গ বিহার......
....
....
হরে মুরারে হিন্দুস্থান
জয় জয় ব্রহ্মণ্ হিন্দুস্থান
অলখ্ নিরঞ্জন হিন্দুস্থান
নমো হিন্দুস্থান।

সভায় বিদ্যুৎ সঞ্চার হয়।

সমগ্র গানটী এখানে উদ্ধৃত হইল।

সভাপতি ওয়াচা সাহেবও বেশ তেজস্বিতার সহিত সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে বলেন—

Insane imperialism, to use Nr. Morley's phrase, with its mischivous policy of retrogession and repression is in it's ascendant for the moment. No doubt we have good government, but it is not unmixed with many an evil."

দ্বিতীয় দিনেও 'কোরাসে' আর একটি সুন্দর ভারত-সঙ্গীতের গান হয়। এই গানটীতে তুল্যরূপ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। গানটী স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর মহাশয় রচিত—

চল্‌রে চল সবে ভারত সন্তান
মাতৃভূমি করে আহ্বান
বীরদর্পে পৌরুষ গর্ব্বে
সাধ্‌রে সাধ সবে দেশের কল্যাণ।
পুত্র ভিন্ন মাতৃদৈন্য কে করে মোচন
উঠো জাগো সবে বল—"মাগো
তব পদে সঁপিনু পরাণ"
একতন্ত্রে কর তপ এক মন্ত্রে জপ
শিক্ষা দীক্ষা লক্ষ্য মোক্ষ এক
এক সুরে গাও সবে গান।
দেশ দেশান্তে যাওরে আন্‌তে
নব নব জ্ঞান।
নব ভাবে নবোৎসাহে মাতো
উঠাওরে নবতর গান।

লোক রঞ্জন লোক গঞ্জন
না করি দৃক্‌পাত
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায়,
তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সব ভুলি হিন্দু মুসলমান।
এক পথে এক সাথে চল
উড়াইয়া একতা নিশান।

মহামতি তিলক অধিবেশনের প্রথম দিন কলিকাতা আসিয়া পঁহুছিতে পারেন নাই; দ্বিতীয় দিন হইতে তিনি একান্তভাবে যোগদান করেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকল লোকের হর্ষধ্বনিতে সভা পূর্ণ হইয়া গেল।

মিঃ গান্ধি (পরে মহাত্মা) লক্ষাধিক দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয ব্যক্তির স্বপক্ষে কংগ্রেস হইতে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মিঃ Smedley নামক একজন সাহেব বলেন, "আপনারা অন্য সব প্রস্তাব রাখিয়া কেবল হোমরুলের জন্যই উঠিয়া পড়িয়া লাগুন—My last word is,—Go in for Home Rule for India and the blessings of God rest on your efforts.

শাসন ও বিচার বিভাগ সম্বন্ধে প্রস্তাব হয় এবং এখানেও পেনেল সাহেবের সৎসাহস, তেজস্বিতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা উঠে। অম্বিকা মজুমদার মহাশয় পেনেল সাহেবের বিচারের ফল ও তাহার সস্‌পেন্‌সন উল্লেখ করিয়া গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে প্রতিবাদ করেন, তখন শ্রোতৃবর্গ চতুর্দ্দিক হইতে Shame, Shame করিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, কিন্তু মজুমদার মহাশয় তাহাতে উৎসাহিত হইয়া উত্তর করেন—

"Gentlemen, you cry shame, but shame is ashamed to sit on such a case."

"তাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার হইয়াছে, তাহাপেক্ষা অধিকতর লজ্জার বিষয় কিছুই হইতে পারে না।"

সুরেন্দ্রবাবু স্বাভাবিক জলদগম্ভীর স্বরে বলেন—

"We are veterans of Waterloo, we never confess to a defeat."

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক, বিপিন পাল, ফেরোজশা মেটা প্রভৃতিও বক্তৃতা দেন এবং সেই সব বক্তৃতা খুব প্রাণস্পর্শী হয়।

কলিকাতার এই সপ্তদশ অধিবেশনের আর একটী প্রয়োজনীয় অঙ্গ নিখিল ভারত শিল্প প্রদর্শনী (All-India Industrial Exhibition) বাঙ্গালা হইতেই প্রথম এই কথা উঠে এবং প্রথম প্রদর্শনীও বাঙ্গালায়ই অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশের শিল্প আমাদের আদরের হইবে, এইজন্যই শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন। স্বর্গীয় স্যার রমেশচন্দ্র দত্ত স্পষ্টই বুঝাইতে লাগিলেন—দেশের দুর্ভিক্ষ কেবল শাসননীতির শোষণেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—

"আমাদের সমগ্র রাজস্বের অর্দ্ধেকই অর্থাৎ প্রায় দুই তিন কোটি টাকা বিদেশী শিল্পে বাহিরে যায়—ইহাতে দুর্ভিক্ষের কবল হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার আর কোনই উপায় নাই—"

লোকে তখন শোষণের কথা মনে ভাবিল এবং এই শোষণের নিবারণ কল্পে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইল। স্বর্গীয় ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার মহারাজা স্যার সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের উহা উদ্বোধন করিবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলে বদান্যপ্রবর কাশিমবাজারের মহারাজা স্বর্গীয় মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের যোগ্য হাতে আসিয়া উহা পড়ে। পরবর্ত্তীকালে লক্ষ্মৌর প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার স্বদেশপ্রাণ স্বর্গত অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় রচিত নিম্নলিখিত গানটীতেও সরলাদেবী পরিচালিত সঙ্গীত-সঙ্ঘই জনমণ্ডলীর প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছিল—

"উঠগো ভারতলক্ষ্মী উঠ আজি জগৎজন পূজ্যা
দুঃখ দৈন্য সব নাশি কর দূরীত ভারত লজ্জা
ছাড়গো ছাড় শোক শয্যা কর সজ্জা
পুন কমল কনক-ধন-ধান্যে
জননি গো লহ তুমি বক্ষে
অন্নদানে কর সবে রক্ষে
কাঁদিছে তব চরণ তলে
বিংশতি কোটী নরনারী গো
কাণ্ডারী নাহিক কমলা, দুঃখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী কাল-সাগর-কম্পনদর্শে

তোমার অভয় পদ স্পর্শে
নব হর্ষে
পুনঃ চলিবে তরণী সুখ-লক্ষ্যে
(জননী গো লহ তুমি বক্ষে—ইত্যাদি)
ভারতবাসীদের কর আবার সদা ব্যাপৃত শিল্প-বাণিজ্যে
ঘোর নিদ্রা করি ভঙ্গ কর পুরিত উদ্যম বীর্য্যে
সবারে রত কর কার্য্যে ওগো আর যে দেখিতে পারি নে
দুঃখ তব রাজ্যে
জননি গো লহ তুমি বক্ষে—”

সাতানব্বই সালের কাল্ বৎসরের অবসানে ও উনবিংশ শতাব্দীর তামসী রজনী পোহাইতেই বিংশ শতাব্দীর অরুণাভা সূচিত হইল। প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, অবিচার, অত্যাচারে লোক অতিষ্ঠ হইয়াছিল। পেনেলের মোকদ্দমা হইতেই ন্যায় বিচারের সূত্র ধরিয়া ভারতবাসী এখন সঙ্ঘবদ্ধ হইতে শিখিল। স্বদেশজাত শিল্পের প্রতিও তাহার আগ্রহ হইল। এখন কার্য্যকরীভাবে এই দুইটি সম্মিলিত করিয়া দিতে অবশিষ্ট রহিল সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড বাঁধ। এক প্রবল কুঠারাঘাতে সেই বাঁধ ভাঙ্গিলেন সাম্রাজ্যমদগর্ব্বিত দর্পী লর্ড কার্জ্জন। ইনিই সেই প্রবল বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া বন্যা প্রবাহিত করেন, আর বিবেকানন্দ উত্থিত সুপবনের সহায়তায় আমাদের জাতীয় জীবনের অদৃষ্ট-তরণীও নূতন লক্ষ্যের উদ্দেশে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেববাঞ্ছিত বঙ্গদেশ হইতেই এই বন্যা প্রথমে উত্থিত ও প্রবাহিত হয়। আর ক্রমে তাহাতে সমস্ত ভারতভূমি প্লাবিত হইয়া পড়ে। আজ তাই আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ এক অপূর্ব্ব উর্ব্বরক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী পুস্তকে আমরা সেই সমস্ত কাহিনীরই আলোচনা করিব।

বন্দেমাতরম্।

দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

নির্ঘণ্টপত্র

নাম … পৃষ্ঠা